উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

বুমরাহর ফোলা পিঠ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে » ১১

বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ শহর কলকাতা

১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল কলকাতা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১০°	২৭°	১২°	২৭°	১২°

ট্রাম্পের শপথে যাচ্ছেন জয়শংকর » ১০

২৮ পৌষ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 13 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 235

জটিলতা বাড়ছে তিনবিঘায়

বাংলাদেশের মন্তব্যের জের

তিনবিঘা সীমান্তে কড়া নজরদারি। তার মধ্যেই চাষাবাদ। - সংবাদচিত্র

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : যে তিনবিঘা করিডর নিয়ে আন্দোলনে একসময় অনেক রক্ত ঝরেছিল, এখন কি সেই তিনবিঘা চুক্তির ভবিষ্যৎই প্রশ্নের মুখে? এব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়ে ঘোঁট পাকছে।

সম্প্রতি তিনবিঘা করিডর সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় এলাকা। রবিবার বর্তমান তিনবিঘা চুক্তি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেই খবর সম্প্রচারিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। সেখানে সেদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বলেছেন, 'দক্ষিণ বেরুবাড়ির বদলে তিনবিঘা করিডর দেওয়া হয়েছে আমাদের। কিন্তু দিনের একটা সময় বন্ধ থাকত করিডর। ২০১০ সালে চুক্তি পুনর্নবীকরণ করে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি জিরো পয়েন্টের কাঁটাতারের বেড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই বর্তমান চুক্তি মানি না। আবার তিনবিঘা চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হবে।'

এ নিয়ে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তের তিনবিঘা এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। তিনবিঘা করিডর হস্তান্তর নিয়ে একসময় যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনজন শহিদও হয়েছিলেন। আন্দোলনে ছিল তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি। সেই কমিটির বর্তমান সম্পাদক উৎপল রায় বলেন, 'প্রয়োজনে ফের আন্দোলনে নামব। দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা খোলা সীমানার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। দহগ্রাম- অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না হলে আমরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবিতে ফের আন্দোলনে নামব।'

দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেজন্যই পাচার ও অনুপ্রবেশ বাড়ছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। তাই জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া না হলে তাঁরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবি তুলেছেন। যদিও এব্যাপারে উচ্চবাচ্য নেই বিএসএফের। জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, 'চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। তবে কোনও চুক্তি যতদিন পুনর্নবীকরণ করা না হয়, ততদিন বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী আমরা কাজ করব।'

দিন দুয়েক আগে তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন ১৩৫ খরখরিয়াতে গ্রামের বাসিন্দারা বিজিবি'র বাধা উপেক্ষা করে নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন। সেই এলাকার বাসিন্দা অনুপ রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের এলাকার অনেক জায়গায় বাংলাদেশিরা তাদের ফসল বাঁচাতে প্লাস্টিকের জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আমরা তো বাধা দিইনি। কিন্তু আমরা বেড়া দিতে গেলে বিজিবি বাধা দিতে আসে। আমরা তখন ওদের তিনবিঘা চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিই। তারপর পিছু হটে বিজিবি।' অনুপের মতো স্থানীয়দের দাবি, দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতার কয়েকজন অবুঝ বাসিন্দা হাঙ্গামা করার চেষ্টা করে।

মানস রায় নামে এক তরুণের অভিযোগ, দিনের পর দিন বাংলাদেশিরা ফসল নষ্ট করছে। খোলা সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা সহ বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ঢুকছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ দহগ্রাম- অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে জিরো পয়েন্টের কাঁটাতারের বেড়ার চুক্তি না মানলে আগের মতো রাতে তিনবিঘা গেট বন্ধ থাকুক বাংলাদেশিদের জন্য।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন, 'ওরা তিনবিঘা চুক্তি না মানলে অসুবিধা নেই। আমরাও চাই তিনবিঘা করিডর বন্ধ করে দেওয়া হোক। ছিটমহল বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশি ছিটমহল দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা ভারতে যুক্ত করে দেওয়া হোক।' বিজেপির জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলছেন, 'চুক্তি অনুযায়ী খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দও করেছে।'

সীমান্তে ক্ষোভ

- বাংলাদেশ দাবি করেছে, তারা তিনবিঘা চুক্তি মানে না
- চুক্তি পুনর্নবীকরণের দাবি তুলেছে তারা
- তাতে ফের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি
- ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ

স্যালাইন সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দিষ্ট সংস্থার তৈরি স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে ২৪ ঘণ্টা আগে। তারপরেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সেই স্যালাইন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। কয়েকটি হাসপাতাল স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা পায়নি বলে অভিযোগ করছে। স্যালাইনটির প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি স্বাস্থ্য দপ্তর।

অথচ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস নামে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার ওই সংস্থাকে গত মার্চ মাসেই কালো তালিকাভুক্ত করেছিল কর্ণাটক। এই সংস্থার মূল অফিস শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে। সংস্থার তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে রয়েছেন কৈলাশকুমার মিক্রকা, নীরজ মিত্তাল ও মুকুল ঘোষ। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন জেলার হাসপাতালও কর্ণাটকের মতোই রিপোর্ট দিয়েছিল স্বাস্থ্য ভবনে। তারপরেও এতদিন ওই সংস্থার স্যালাইন রাজ্যজুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিক মানছেন, 'এই স্যালাইন নিয়ে আমাদের সন্দেহ ছিলই।' তবে তাঁর বক্তব্য, 'মেদিনীপুরের ঘটনার পরে শুধুমাত্র রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।' অভিযোগ, শনিবারও রায়গঞ্জ মেডিকেলে প্রায় ২০০ জন রোগীকে ওই স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালেও ব্যবহার হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, স্যালাইনটি বন্ধের নির্দেশিকা রাত পর্যন্ত তারা পায়নি। রায়গঞ্জে কার গাফিলতিতে কালো তালিকাভুক্ত স্যালাইন দেওয়া হল, তা নিয়ে মুখে কুলুপ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের। যদিও রায়গঞ্জ মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত সুপার বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার পরিবারের কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে আমি এই স্যালাইন ব্যবহার করতে দেব না। আমাদের কাছে গতকাল দুপুর পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি। শুধু আপাতত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।'

রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় প্রশ্ন

বিতর্কের কেন্দ্রে।। চোপড়ার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস।

হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক স্নেহাশিস দত্তেরও বক্তব্য, 'গতকাল রাত পর্যন্ত আমাদের কাছে এই স্যালাইন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ছিল না।' মালদা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভৌমিকের অবশ্য সাফাই, 'রাজ্য থেকে লিখিত নির্দেশিকা না পেলেও আমরা সমস্ত হাসপাতালে এই স্যালাইন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছি।'

কলকাতায় স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তা অবশ্য জানিয়েছেন, বুধবারের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর পদক্ষেপ করবে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপার কল্যাণ খান বলেন, 'প্রায় চার মাস আগে ওই স্যালাইন দেওয়ায় আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজন রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কিডনি প্রায় অচল হয়ে যাওয়ায় দ্রুত ডায়ালিসিস দিতে হয়।'

তিনি জানান, 'সন্দেহ হওয়ায় জলপাইগুড়ি মেডিকেলে রিংগার ল্যাকটেটের ব্যবহার বন্ধ করে স্বাস্থ্য ভবনকে জানানো হয়েছিল।' তারপরেও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা শংকর ঘোষ বলেছেন, 'এই স্যালাইনে ক্ষতি হচ্ছে বলে রিপোর্ট এলেও সরকার এতদিন চুপচাপ থেকেছে।'

তাঁর অভিযোগ, এভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এর দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে স্যালাইন, ইনজেকশন সহ ১৪ প্রকার চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে কলকাতায় সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের মাধ্যমে বরাত দেওয়া হয়। *এরপর আটের পাতায়*

সীমান্ত নিয়ে বিবাদে কড়া বাংলাদেশ

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : মুখে যতই সম্পর্কের কথা বলা হোক, সীমান্তে কাঁটাতার বসানোয় ফোঁস করে উঠেছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তাও আবার বিএসএফ-বিজিবি'র একপ্রস্থ ফ্ল্যাগ মিটিং হয়ে যাওয়ার পর। বাংলাদেশের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে রবিবার জরুরি তলব করে সেই আপত্তি জানাল বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক।

বাংলাদেশের বিদেশসচিব মহম্মদ জসীমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করার পর জানান, 'সীমান্তে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় আলোচনা হয়েছে। অপরাধ দমন এবং সীমান্ত নিরাপত্তায় দুই দেশের সীমান্ত

তলব ভারতের হাইকমিশনারকে

রক্ষীবাহিনীর পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকতে হবে। তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকাও প্রয়োজন।'

এদিনই সকালে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অভিযোগ করেছিলেন, 'বিজিবির সঙ্গে স্থানীয় জনগণের কঠোর অবস্থানের কারণে ভারত সীমান্তের পাঁচটি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।' ভারতের হাইকমিশনার অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, কাঁটাতার নিয়ে বাংলাদেশের সহযোগিতা আশা করে নয়াদিল্লি।

ভারতের হাইকমিশনারকে তলব করার দিনই আবার বিএসএফের বিরুদ্ধে সাতক্ষীরার লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তে নজরুল ইসলাম গাজি নামে একজনকে চাষাবাদে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরে লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তে জিরো পয়েন্টে বিএসএফের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর সাতক্ষীরা সীমান্তে কোনও উত্তেজনা নেই বলে জানান বিজিবি কর্তারা।

এরপর আটের পাতায়

জয় জয় গঙ্গে।। *মহাকুম্ভমেলার আগে প্রয়াগরাজে সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। রবিবার। - পিটিআই*

হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত্যু পুলিশকর্মীর

সমীর দাস

কালচিনি, ১২ জানুয়ারি : ছুটি নিয়ে বাড়ি আসাই যেন কাল হল সিন্টুর। বাড়ি ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতির হানায় প্রাণ গেল তাঁর। গত ২ জানুয়ারি হাতি তাড়াতে গিয়ে কালচিনি চা বাগানের বোকেনবাড়িতে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছিল বনকর্মী মদনকুমার দেওয়ানের। সেই ঘটনার দশদিনের মধ্যে প্রায় একইভাবে হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত্যু হল আরেকজনের। এবারের মৃত ব্যক্তি পেশায় পুলিশকর্মী। শনিবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। মৃত ওই পুলিশকর্মী সিন্টু টিগ্গা (৪৩) দার্জিলিং জেলা পুলিশলাইনে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন।

মৃত্যুমিছিল

- গত ১২ ডিসেম্বর থেকে এপর্যন্ত বন্যপ্রাণীর হামলায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে কালচিনি ব্লকে
- গত ৫ জানুয়ারি দক্ষিণ সাতালি গ্রামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বাইসনের গুঁতোয়
- বাকি প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে হাতির হামলায়
- ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে জলদাপাড়ার জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে

ছুটি নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় সিন্টু দক্ষিণ লতাবাড়ির পৈতৃক বাড়িতে এসেছিলেন। রাত তিনটে নাগাদ তাঁদের বাড়ির সুপারি বাগানে একটি হাতি ঢুকে পড়ে। হাতিটি সুপারি বাগানে থাকা একটি নারকেল গাছ ভাঙছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় সিন্টুর। পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি হাতি তাড়াতে সুপারি বাগানে ঢোকেন। তাঁদের চিৎকারে হাতিটি রাস্তার অপরপ্রান্তে আরেকটি সুপারি বাগানে ঢুকে পড়ে। সিন্টু ও তাঁর দুই ভাই মিন্টু ও সন্টু এবং ভাইপো সাগর মনে করেছিলেন, হাতিটি এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাঁরা বাড়ি ফেরার জন্য পিছু ফিরতেই হাতিটি তাঁদের ধাওয়া করে। সবাই ছুটে পালানোর চেষ্টা করেন। তবে সিন্টু মাটিতে পড়ে যান। ততক্ষণে হাতিটি এসে সিন্টুর মাথা থেঁতলে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নিমাতি রেঞ্জ অফিসের দূরত্ব বড়জোর ৫০০ মিটার। খবর পেয়ে ওই রেঞ্জ সহ একাধিক রেঞ্জের বনকর্মী ও আধিকারিকরা আসেন। কালচিনি থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে মৃত সিন্টুর দেহ উদ্ধার করে।

রেঞ্জ অফিসের এত কাছে হাতির হামলায় পুলিশকর্মীর মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বন দপ্তরের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন মৃত কনস্টেবলের আত্মীয়স্বজনরা। নিমাতির রেঞ্জ অফিসার সম্মেদ পাতিল বনকর্মীদের কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি। কালচিনি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কনস্টেবলের দেহ রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। *এরপর আটের পাতায়*

হোটেল মালিকের সাহায্যে উদ্ধার করল পুলিশ

মালদায় নিয়ে শিশু বিক্রির ছক পিসির

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার থেকে মালদা নিয়ে গিয়ে শিশু বিক্রির ছক কষা হয়েছিল। আর এই পরিকল্পনা করেছিল সেই শিশুটির দূরসম্পর্কের পিসিই। যদিও শেষপর্যন্ত সে সফল হয়নি। মালদার এক হোটেল মালিকের সহায়তায় ও সেখানকার পুলিশের তৎপরতায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে সেই পিসিকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার আসার পথে ট্রেন থেকে পালিয়ে গিয়েছে সেই মহিলা। রবিবার শিশুর পরিবারের লোকজন আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। যেহেতু ঘটনাটি ঘটেছে মালদায়, তাই এব্যাপারে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে সেই মহিলা শিশুটির বাড়ি এসেছিল। গত বৃহস্পতিবার ভাইপো ও বৌদিকে ফালাকাটা ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। চড়ে বসে মালদাগামী ট্রেনে। ট্রেনের টিকিট কাটাই ছিল। মালদায় কেন যাওয়া হল, তা নিয়ে শিশুটির মায়ের একটু সন্দেহ হলেও তিনি বেশি গুরুত্ব দেননি। এদিকে, বৌদিকে মালদার একটি হোটেলে বসিয়ে রেখে শিশুটিকে হাওয়া খাওয়ানোর নাম করে বেরিয়ে যায় সেই পিসি। ঘণ্টা চারেক কেটে যাওয়ার পরও তারা না ফেরায় মায়ের সন্দেহ হয়। সন্তানকে না পেয়ে কান্না জুড়ে দেন। লোক জানাজানি হয়। তখন সেই হোটেলের মালিক পুলিশকে জানান।

পুলিশ সেই পিসির খোঁজ শুরু করে। সেই পিসির খোঁজ মেলে। সে তখন নিজেকে মা বলে পরিচয় দেয়। আর শিশুর মাকে কাজের মাসি বলে পরিচয় দেয়। তবে তার কথাবার্তা অসংলগ্ন থাকায় পুলিশের সত্য ঘটনা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। চেপে ধরতেই সেই মহিলা জানায়, শিশুটিকে সে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছে। তার কাছ থেকে শিশুকে উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। শিশুটিকে উদ্ধার করা হলেও সেখানকার পুলিশ কোনও অভিযোগ নিতে চায়নি। দাবি পরিবারের। তাঁদের বলা হয়, আলিপুরদুয়ারে গিয়ে অভিযোগ জানাতে। ফেরার পথে ট্রেন থেকে উধাও হয়ে যায় সেই মহিলা।

শিশুটির ঠাকুরদা বলেন, 'আমার ভাইঝি যে এমন কাজ করবে, তা ভাবতেই পারিনি। কয়েকদিন ধরে পরিবারের লোকজন কেউ চোখের পাতা এক করতে পারিনি।'

বৃহস্পতিবার, ঘটনার দিন সেই পিসি সামাজিক মাধ্যমে শিশুটির ছবি পোস্ট করে লিখেছিল, কলকাতা যাচ্ছি। আর সেই পোস্ট দেখেই সবার প্রথমে শিশুটির মামার সন্দেহ হয়। বিষয়টি তিনি তখনই বাড়ির লোকজনকে জানান। তারপরেই মালদা থেকে পুলিশের ফোন পেয়ে পাচারের বিষয়টি জানতে পারেন পরিবারের সকলে।

পপি চাষে গ্রেপ্তারির জেরে চাকরি গেল সিভিকের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : পপি চাষে নাম জড়িয়ে চাকরি গেল সোনাপুর ফাঁড়ির সিভিক ভলান্টিয়ার বিনয় বর্মনের। ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে।

কালচিনি এলাকায় জমি লিজে নিয়ে পপি চাষে যুক্ত থাকার অভিযোগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়ার বাসিন্দা বিনয়কে শুক্রবার গ্রেপ্তার করে কালচিনি থানার পুলিশ। বর্তমানে সে পুলিশ হেপাজতে রয়েছে। এদিন এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (সদর) আসিম খান বলেন, 'এই ঘটনায় নাম জড়ানোর জন্য নিয়ম অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা করা হয়েছে। ওর চাকরি থেকে ওকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, এইরকম মামলায় অন্য পুলিশকর্মীদের ক্ষেত্রে এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় তদন্ত আলাদা হয়। পুলিশের অন্য কর্মী হলে এরকম কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠলে প্রথমে তাকে সাসপেন্ড করা হত। তবে সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য নিয়ম অন্য। তাদের চাকরিই বাতিল করে দেওয়া হয়। এই মামলায় জামিন পেলেও কাজে যোগ দিতে পারবে না ধৃত ওই সিভিক। পপি চাষ নিয়ে নিয়ে জেলা পুলিশ যে বেশ সতর্ক এবং কড়া ব্যবস্থা নেবে, সেটা সিভিকের চাকরি বাতিলই স্পষ্ট করছেন পুলিশকর্তারা।

তবে বিনয় এই চক্রে মূল কারিগর নয় বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের আরও কেউ এবং কোচবিহার জেলার কয়েকজনের যুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে পুলিশ খুব বেশি বলছে না। এদিন কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা বলেন, 'আপাতত কিছু বলা যাবে না। চক্রে আর কারা জড়িত রয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে তথ্য বের করা হচ্ছে।'

বিনয়ের সহকর্মী অন্য পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি তার গ্রামের বাসিন্দারাও বিষয়টি নিয়ে তাজ্জব। *এরপর আটের পাতায়*

বক্সায় পিকনিকে নিষেধাজ্ঞা উঠল, থাকবে নজরদারি

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তিনবছর বাদে ফের খুলে গেল বক্সার সমস্ত আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট। যদিও পিকনিকের মরশুম প্রায় শেষের দিকে, তা সত্ত্বেও বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তের পর খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে। জানুয়ারি মাসের বাকি ছুটির দিনগুলোতে সেখানকার প্রায় ২০টি জনপ্রিয় জায়গায় যেতে পারবেন পিকনিকপ্রেমী। তাছাড়া সেসব জায়গায় ভিড় হলে উপার্জনের রাস্তা খুলবে স্থানীয় প্রায় ২০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। রবিবার থেকেই সেই জায়গাগুলোতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পিকনিকপ্রেমীরা। যদিও বন দপ্তর বলছে, পিকনিকের ফলে পরিবেশের ওপর যেন কোনও কুপ্রভাব না পড়ে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে।

এই পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়ার কারণ দেখিয়েই ২০২১ সালে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ সমস্ত পিকনিক স্পটে পিকনিক নিষিদ্ধ করে দেয়। সেসব জায়গা সংলগ্ন আদিবাসী মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর আয় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রাজ্য সরকারের কাছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ে। আবেদন-নিবেদনের পালা চলে। এর মধ্যে গত ৬ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সেই স্মারকলিপিতে পিকনিক স্পট বন্ধ থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকও মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের কাছে পিকনিক স্পট খুলে দেওয়ার কথা বলেন। মন্ত্রী ফিরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সমস্ত বিষয়ে একটি রিপোর্ট জমা দেন। তারপরেই রবিবার থেকে খুলে দেওয়া হল বক্সার পিকনিক স্পটগুলো।

জমজমাট।। পানিঝোরা পিকনিক স্পটে ভিড়। রবিবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

বক্সার উপক্ষেত্র অধিকর্তা হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'পিকনিক স্পটগুলো খুলে দেওয়া হলেও আমাদের কর্মীরা সেখানে স্পটগুলোতে নজরদারি চালাবেন। পিকনিকের জন্য বন্যপ্রাণী এবং জঙ্গলের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকে সকলকে নজর রাখতে হবে। এবিষয়ে বিভিন্ন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে।'

বক্সার পিকনিক স্পটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পানীঝোরা, পাম্পুবস্তি, গারোবস্তি, ২১ বস্তি, রায়মাটাংয়ের মতো এলাকা। আগে ফি বছর এই পিকনিক স্পটগুলোতে কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় উপচে পড়ত। এই পিকনিক স্পটগুলোর উপর গোটা শীতের মরশুমে স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর রুটিরুজি নির্ভর করে। *এরপর আটের পাতায়*

ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, ২ লক্ষ টাকায় আপস

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : নাবালিকা মেয়ের সম্ভ্রম লুটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে দুই পা এগিয়েও চার পা পিছিয়ে গেলেন নির্যাতিতার মা। ভয়? নাকি দারিদ্র্য ঘোচাতে টাকার হাতছানি? কীসের চাপে মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেও তা প্রত্যাহার করতে চাইলেন মা, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সম্প্রতি ইটাহার থানার একটি গ্রামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে গ্রামেরই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার মা ইটাহার থানায় দায়ের করা অভিযোগে জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়ে মাঠ থেকে ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় গ্রামের দুই ব্যক্তি তাকে জোর করে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।

কিন্তু এরপরেই গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় বাদী ও বিবাদী পক্ষ বসে বিষয়টির মীমাংসা করে নেয়। অভিযোগ, ওই মীমাংসা বৈঠক হয় ইটাহার থানা চত্বরেই। কিন্তু কেন মীমাংসা করতে গেলেন অভিযোগকারী মা? নাবালিকার মা বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।' তিনি জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়েকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছে নির্যাতিতা। আপস করার কারণ হিসেবে দারিদ্র্যের পাশাপাশি আরও একটি কারণের কথা জানিয়েছেন নির্যাতিতার মা। তাঁর কথায়, 'আমরা যে গ্রামে থাকি অভিযুক্তরাও সেই গ্রামেরই বাসিন্দা। তাই আমি অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই আপস মীমাংসা করেছি। ওরা যে টাকা দিয়েছে, তা দিয়ে মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দেব।' এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'আপস মীমাংসার মাধ্যমে একজন আসামি শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছে। অপর আসামি পলাতক।'

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। দুই পক্ষের আপসনামা আদালতে জমা দেওয়া হলেও এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য কিছুদিন সময় লাগবে।

> আমরা গরিব মানুষ। বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।
>
> **নাবালিকার মা**

কিন্তু থানা ক্যাম্পাসে কীভাবে দুই পক্ষের আপসনামা হল তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। তবে শুধু ইটাহার থানা নয়, উত্তর দিনাজপুরের সব থানাতেই এই ধরনের মাতব্বরদের দালালরাজ চলছে বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী বাপ্পা সরকার বলেন, 'কিছু কিছু পকসো আইনে গ্রামের মাতব্বরদের সালিশির মাধ্যমে আপসনামা করে আদালত থেকে মামলা তুলে নেওয়া হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যে মামলার জন্য পকসো আইনটি ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে।'

এমবিএ'র লক্ষ্যে পথে চা দোকান

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বছর একুশের প্রিয়াংকা সরকার কোমর বেঁধে নেমেছেন জীবনের লড়াইয়ে। নিছক শখ বা স্বপ্নপূরণ নয়, তাঁর লড়াইটা উচ্চশিক্ষিত হওয়ার। বিবিএ ডিগ্রি লাভের পর আর্থিক কারণে এমবিএ কোর্সে ভর্তি হতে পারেননি। কিন্তু থামা যাবে না- এই মন্ত্র নিয়েই ফুটপাথে নেমে এসেছেন তিনি। রাস্তার পাশেই খুলেছেন চায়ের দোকান। উদ্দেশ্য, ওই দোকান থেকে উপার্জিত টাকা দিয়েই ভর্তি হবেন এমবিএ কোর্সে।

পূর্ব গয়েরকাটার বাসিন্দা প্রিয়াংকা সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে বিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তারপর নিজের জমানো তিনশো টাকা পুঁজিকে সম্বল করেই ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড়ে খুলেছেন চায়ের দোকান। প্রিয়াংকার কথায়, 'বিবিএ করার পর নিজের ব্যবসা না করে অন্য পথে হাঁটার প্রশ্নই নেই। চায়ের দোকান করেছি, এতে কে কী ভাবল তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বাবা অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। বাকি পথটুকু নিজেই গড়ে নিতে চাই।'

জীবনের লড়াই

- সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে বিবিএ ডিগ্রি
- প্রিয়াংকার বাবা বিকাশ সরকার পেশায় টোটোচালক
- এমবিএ কোর্সের ফি জোগাড়ে চায়ের দোকান খুলেছেন
- তিনশো টাকা পুঁজিকে সম্বল করেই ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড়ে চায়ের দোকান

প্রিয়াংকার বাবা বিকাশ সরকার পেশায় টোটোচালক। মা বাড়িতেই থাকেন। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তিনি। পরিবারে যা উপার্জন তা দিয়ে ভালো কলেজ থেকে এমবিএ করা অনেক কঠিন। তা খুব সহজেই তিনি বুঝেছেন। তাই চায়ের দোকান খুলে ভবিষ্যৎ ভাবনা সাজিয়েছেন প্রিয়াংকা। স্থানীয়রাও অনেকেই তাঁকে উৎসাহিত করছেন। বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দা প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'একজন প্রিয়াংকার লড়াই সফল হলে আরও অনেকে নতুন করে লড়াইয়ের রসদ পাবে। অন্তত সেজন্যেই প্রিয়াংকার জেতাটা খুবই দরকার।'

বিবিএ পাশ প্রিয়াঙ্কা সরকারের চায়ের দোকান।

প্রতিদিন ভোরে গয়েরকাটা থেকে ১৫ কিলোমিটার পথ বাসে চড়ে প্রিয়াংকা পৌঁছে যান ধূপগুড়ি শহরের ঘোষপাড়া মোড়ে। সেখানে রাস্তার ধারে টেবিল বসিয়ে ওভেন, কেটলি, কাগজের কাপ সাজিয়ে ফেলেন। তারপর শুরু হয় চা বানানো। সকাল এগারোটা পর্যন্ত দোকান করে ফিরে যান বাড়ি। তারপর আবার বিকেলে এসে দোকান খোলেন। ব্যবসা চলে সন্ধে পর্যন্ত।

শুরুর সময় হাতে ছিল মাত্র তিনশো টাকা। তাই বলে পিছিয়ে যাননি প্রিয়াংকা। বিবিএ পড়ার সময় থেকেই স্টক মার্কেট নিয়ে আগ্রহ ছিল তাঁর। খুব কম টাকা বিনিয়োগ করেছেন স্টক মার্কেটে। সেখান থেকেই নিজের চায়ের স্টলের জন্যে পুঁজির জোগান পেয়েছেন বলে জানান প্রিয়াংকা। এই চায়ের স্টলই বাস্তবের মাটিতে তাঁর কেতাবি শিক্ষাকে কাজে লাগানোর সুযোগ এনে দিয়েছে বলে মনে করেন এই তরুণী।

এখনই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল 'এমবিএ চায়েওয়ালা' কিংবা 'ইঞ্জিনিয়ার চায়েওয়ালা'-র মতো হাইপ চাইছেন না প্রিয়াংকা। তাঁর লক্ষ্যটা শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়। তাঁর সবথেকে বড় চাওয়া, এই দোকান চালিয়ে ভালো কোনও সংস্থানে ভর্তি হওয়ার ফি জোগাড় করা। এমবিএ কোর্স করার পর ব্যবসায় আরও মন দেবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

জীবনের লড়াই অনেক রকমের হয়। এটাও হয়তো একটি। চারদিকে চমকের বাজারে একুশের তরুণীর এই লড়াইটা অন্তত এগিয়ে যাওয়ার। সেই লড়াইয়ে কাউকে হারিয়ে নয় বরং বহু মানুষকে নিজের হাতে তৈরি চা খাইয়ে তৃপ্ত করে সফল হতে চান তিনি। বিবিএ চায়েওয়ালার বদলে লড়াইয়ের আরেক নাম হতে চান প্রিয়াংকা।

ধূপঝোরার এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে কুনকিকে স্নান করাচ্ছেন মাহুতরা।

হাতিদের স্নান দেখতে মিলবে ছাড়পত্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : এবার গরুমারায় চালু হচ্ছে কুনকি হাতিদের 'বিউটি পার্লার'। চলতি মাস থেকেই হাতিকে স্নান করানোর দৃশ্য দেখতে পারবেন পর্যটকরা। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে এই পরিষেবা চালু করতে চলেছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'আমরা রাজ্য থেকে এই পরিষেবা চালু করার অনুমোদন পেয়েছি। চলতি জানুয়ারি থেকেই মূর্তি নদীতেই হাতিকে স্নান করানোর সময় পর্যটকরা উপস্থিত থাকতে পারবেন। পাশাপাশি কুনকির গায়ে জল ছেটাতেও বাধা থাকবে না।'

জঙ্গলে হাতির স্নান দেখা দুর্লভ ব্যাপার। কুনকি হাতিদের স্নানের দৃশ্য দেখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মাহুতরা মূর্তি নদীতে সাবান মাখিয়ে হাতিকে স্নান করান, হাতির কান, পায়ের নখ পরিষ্কার করে থাকেন। সেই সমস্ত কিছুই বিউটি পার্লারের মতো। মূর্তি নদীতে ওই দৃশ্য এবার সকলেই দেখতে পারবেন।

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে পিলখানায় রয়েছে হিলারি, মাধুরী, জেনির মতো পোষা বা কুনকি হাতি। করোনার আগে এই কুনকিদের মূর্তি নদীতে স্নানের দৃশ্য দেখতে পেতেন পর্যটকরা। করোনাকালের পর থেকে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত পর্যটকরা। অবশ্য সেই পরিষেবা ফের চালু হওয়ার খবরে পর্যটক মহল খুশি। রবিবার লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসা কলকাতার বরানগরের বাসিন্দা শেফালি বিশ্বাস বলেন, 'হাতিকে স্নান করানো দেখতে মুখিয়ে আছি। পরিষেবা চালু হলে একবার এসে ওই অভিজ্ঞতা নিয়ে যাব।'

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে বন্ধ থাকা ইকো কটেজগুলি চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই চালু হবে পিলখানায় সেলফি তথা 'এলফি' পয়েন্ট। এলিফ্যান্ট সাফারিও চালু হবে। দ্বিজপ্রতিমের বক্তব্য, 'আসলে ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে আমরা ইকো ট্যুরিজম পরিষেবা চালু করতে চলেছি। সার্বিকভাবে এলিফ্যান্ট রাইডিং, সেলফি জোন, এলিফ্যান্ট বাথিং এই মাসেই চালু করা হবে।'

পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায় জানান, ধূপঝোরাকে কেন্দ্র করে বন দপ্তরের নিত্যনতুন পরিকল্পনা পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে চলেছে। কুনকি হাতিকে স্নান করানোর অভিজ্ঞতা নেওয়ার বিষয়টা খুবই রোমাঞ্চকর। এই সিদ্ধান্তে পর্যটনকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় গতি আসবে। সবমিলিয়ে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার অপেক্ষা করছে পর্যটকদের জন্য।

সীমান্তে বাংকার, বিএসএফকে বাধা

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি : কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে আসা প্ররোচনার মোকাবিলায় উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসএফ। রবিবার নতুন করে চোরাচালান বা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও দিনভর উত্তেজনা বজায় থাকল। বিএসএফের পদস্থ আধিকারিকরা এদিনও বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছেন। ওদিকে বালুরঘাটের ভুলকিপুর সীমান্তে অন্যচিত্র। সেখানে কাঁটাতার বসাতে বিএসএফ-কে বাধা দিল স্থানীয় গ্রামবাসীরাই।

হেমতাবাদে সীমান্তের একটা বড় অংশজুড়ে কুলিক নদী। সীমান্ত উন্মুক্ত। এই সুযোগ নিয়ে জাল নোট, মাদক ও গোরু পাচারের রমরমা কারবারের পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিজিবির মদতে জিরো পয়েন্টের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা তাদের চাষের জমি থেকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে, মারধর করে গবাদিপশু তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু হেমতাবাদ নয়, উত্তর দিনাজপুর জেলার সাতটি ব্লকের একাধিক সীমান্তে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছে বিজিবি। এদিন হেমতাবাদের চৈনগর, মাকর হাট, মালন, সনগাঁও সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শনে যান বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা সেসময় সীমান্তে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের বিজিবি ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁদের দাবি, বিজিবি ও বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিক বিএসএফ।

সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিএসএফের হাতে মোট নয়জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর এক পদস্থ আধিকারিক জানান, কাঁটাতারহীন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি কাঁটাতার বিছিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত তিনবার ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে। বিজিবি-কে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ও ভারতীয় কৃষকদের হয়রানি করা বন্ধ না করলে এপার থেকেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আশা করা যায় ওরা বুঝেছে।

অশান্তি রোজ

- উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসএফ
- বালুরঘাটের ভুলকিপুর সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে বিএসএফ-কে বাধা স্থানীয়দের

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের শিবরামপুর সীমান্তে রবিবারও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করতে পারল না বিএসএফ। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ী এদিন দুপুরে বিএসএফ আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে গোটা শিবরামপুর সীমান্ত পরিদর্শন করেন।

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুর গ্রামে অন্য চিত্র। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বাধায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল বিএসএফ।

বোগেনভেলিয়া পাহারায় সিসিটিভি

আয়ুস্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : শখ করে মানুষ কতই না কী করে। কারও শখ সকলকে তাজ্জব করে দেয়। ঠিক যেমনটা প্রিয়রঞ্জন দেবের শখ। তিনি শখের বাগান করেছেন। এবার অনেকে বলতেই পারেন, আরে এ আর এমন কী! বাগান তো কমবেশি সকলেই করেন। কী এমন আলাদা করলেন প্রিয়রঞ্জন?

আলিপুরদুয়ারের পূর্ব ভোলারডাবড়িতে নিজের বাড়িতেই ওই বাগান। সেই বাগানে এবার প্রায় ১২০ প্রজাতির বোগেনভেলিয়া বা কাগুজে ফুল ফুটিয়েছেন। একটা বাগানে এত রকমের বোগেনভেলিয়া! কী অবাক লাগল তো? এখানেই শেষ নয়। ওই গাছগুলির নজরদারির জন্য তিনি ৪টি সিসিটিভিও বসিয়েছেন। সন্ধ্যার পর গাছের পরিচর্যায় আলোর ব্যবস্থাও রেখেছেন। প্রিয়রঞ্জনের বক্তব্য, 'সমস্ত ফুলই আমার ভালো লাগে। তবে বোগেনভেলিয়া ফুল আমাকে বেশি টানে। তাই দিন-দিন নানা প্রজাতির বোগেনভেলিয়া দিয়ে বাগান ভরিয়ে তুলছি। চাকরির সময়টুকু বাদে সব সময় ওই গাছগুলোর সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে।'

গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত প্রিয়রঞ্জন দেব। -সংবাদচিত্র

তাঁর সাধের বাগানে বোগেনভেলিয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সবজি ও অন্যান্য ফুল, ফুলের গাছের বৈচিত্র্যও কম নয়। ভারতীয় প্রজাতির বোগেনভেলিয়ার পাশাপাশি থাইল্যান্ড, চিন, ভিয়েতনাম সহ একাধিক দেশের বোগেনভেলিয়া ফুল ফুটেছে। ইতিমধ্যেই তার এমন উদ্যোগকে বেশ খুশি ফুলপ্রেমীরা।

বর্ষাকালে বোগেনভোলিয়ার গাছগুলিকে কাটিং করে ছায়ায় রাখতে হয়। গাছগুলি অল্প বড় হলে অক্টোবর মাস থেকে পরিচর্যায় লেগে পড়েন প্রিয়রঞ্জন। পটাশ, হাড়গুঁড়ো সিংকুচি, পচানো গোবর, নিমখোল প্রভৃতির মিশ্রণ গাছের গোড়ায় দেন। নভেম্বরের শেষে গাছগুলিতে ফুল আসা শুরু হয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত গাছগুলি ফুলে ভরে ওঠে। প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'প্রথমে ২৫ রকম বোগেনভেলিয়ার প্রজাতি বাগানে নিয়ে আসি। আজ তা ১২০ ছুঁয়েছে। অর্জুনা, লিবিস্টিক, বিদ্যাধরী, চিলি হোয়াইট, চিলি অরেঞ্জ, মহারানি, স্লিপিং বিউটি, ক্রিশ্চিনা, ট্যাংলং অরেঞ্জ, ইয়েলো, রেড, লেডি বার্ড, বেগম সিকান্দার প্রভৃতি প্রজাতির বোগেনভেলিয়া রয়েছে। সেইসঙ্গে আছে সাকুরা ব্যালেকান্ড, পিঙ্ক প্যাচ, থিম ইয়েলো, ভিয়েতনাম মিক্সের মতো দামি প্রজাতির বোগেনভেলিয়া। আরও অনেক প্রজাতির বোগেনভেলিয়া বাগানে বসাব।'

> বোগেনভেলিয়া ফুল আমাকে বেশি টানে। তাই দিন-দিন নানা প্রজাতির বোগেনভেলিয়া দিয়ে বাগান ভরিয়ে তুলছি। চাকরির সময়টুকু বাদে সব সময় ওই গাছগুলোর সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে।
>
> **প্রিয়রঞ্জন দেব** *বাগান মালিক*

সারাদিনই প্রচুর মানুষ আসেন ওই বাগান দেখতে। প্রিয়রঞ্জনের বাবা নিরঞ্জন দেব বললেন, 'আমারও বাগান করতে ভালো লাগে। ছেলের এই শখে আমাদের পরিবারে কারও আপত্তি নেই। সকলেই গাছগুলির পরিচর্যা করি।'

আজ টিভিতে

খিলাড়ি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ রোমিও ভার্সাস জুলিয়েট, ১.০০ গো ফর গোলস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ দেবী, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু, রাত ১০.৩০ অন্যায় অবিচার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মহাজন, দুপুর ২.৩০ টনিক, বিকেল ৫.০০ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ৯.৩০ সুন্দর বউ, ১২.০০ চিনে বাদাম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ওয়ান্টেড

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫১ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৩৪ সর্দার গব্বর সিং, ৫.৪৯ ছত্রপতি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১১.০১ রানওয়ে ৩৪

সোনি ম্যাক্স : সকাল ১০.৩০ নয়া নটওরলাল, দুপুর ১.০০ নো পার্কিং, বিকেল ৩.৩০ পুলিশওয়ালা, সন্ধে ৬.৪৫ পোস্টার বয়েজ, রাত ৯.১৫ পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৫২ গুপ্ত, বিকেল ৩.১২ কাস্টডি, ৫.৩৮ ডাবল অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৫৯ ভগবন্ত কেশরী, রাত ১০.২৫ ভেড়িয়া

সোনি পিক্স : দুপুর ১২.৩১ র‍্যাম্পেজ, ২.১৮ ম্যাড ম্যাক্স-ফিউরি রোড, বিকেল ৪.১৫ দ্য অ্যাংরি বার্ডস, ৫.৫০ মর্টাল কমব্যাট, সন্ধে ৭.২৩ ৬৫, রাত ৯.০০ জাস্টিস লিগ, ১১.০৪ দ্য মাস্ক

মুভিজ নাও : বেলা ১১.৩৩ কোয়ারান্টিন, দুপুর ১২.৫৭ নো টাইম টু ডাই, বিকেল ৩.৩৭ ইনটু দ্য ব্লু, ৫.২৬ স্পিসিজ, সন্ধে ৭.০৩ রকি-থ্রি, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কলিশন কোর্স, ১০.১৮ লিটল মনস্টার্স, ১১.৫১ দ্য স্টার্ভিং গেমস

চিনে বাদাম রাত ১২.০০ জি বাংলা সিনেমা

পোস্টার বয়েজ সন্ধে ৬.৪৫ সোনি ম্যাক্স

কোয়ারান্টিন বেলা ১১.৩৩ মুভিজ নাও

চিতা -ব্লাড ব্রাদার্স রাত ৯.১৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় অর্থাগম হলেও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হবে প্রচুর। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে তৃপ্তি। **বৃষ :** বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য তর্কবিতর্ক থেকে তীব্র বিবাদ হতে পারে। বাকসংযম জরুরি। মায়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **মিথুন :** অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। সংগীতে সাফল্য মিলবে। বাবার সঙ্গে মতানৈক্য। **কর্কট :** কারও সুপরামর্শে আইনি সুবিধা পাবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় সাফল্য মিলবে। **সিংহ :** মানসিক চাপ থাকবে। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আজ দারুণ কাটবে। দাম্পত্যের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। **কন্যা :** হৃদরোগীরা আজ সামান্য সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি বাড়বে। **তুলা :** অহেতুক অর্থব্যয়। অতি আবেগে অর্থনৈতিক ক্ষতি। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। **বৃশ্চিক :** শত্রুকে পরাস্ত করে তৃপ্তি। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে কথা কাটাকাটি। **ধনু :** বাবার পরামর্শ নিয়ে ব্যবসার জটিলতা কাটাতে পারবেন। কন্যার প্রতিভার স্বীকৃতি মেলায় স্বস্তি। **মকর :** আজ মেজাজ হারাবেন না। কোনও স্বপ্নপূরণ। **কুম্ভ :** পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। **মীন :** ক্রীড়া ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর অর্থলাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৮ পৌষ, ১৪৩০, ভাঃ ২৩ পৌষ, ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, ২৮ পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ সুদি, ১২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। সোমবার, পূর্ণিমা শেষরাত্রি ৪।৩। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১১।০। ইন্দ্রযোগ দিবা ৭।২৭ পরে বৈধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।৩৬। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৩ গতে বালবকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১১।০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৬ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১১।০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।৪৬ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।২৭ গতে ৩।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৭ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৭ গতে রাত্রি ৬।৪৩ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা। শ্রীশ্রীদেবীর অঙ্গরাগযাত্রা। শেষরাত্রি ৪।৩ মধ্যে পৌষী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। গোস্বামিমতে পৌর্ণমাস্যারম্ভকল্পে মাঘকৃত্যারম্ভ। বাংলাদেশে প্রচলিত ধান্যপূর্ণিমা ব্রত। শ্রীপ্রিয়বাদিনী দেবীর আবির্ভাব তিথি ও উৎসব। নরনারায়ণ সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ পরমহংসদেবের ভিন্নতনু অভিন্ন হৃদয় শ্রীশ্রীঠাকুর নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদের ৯৬তম শুভ আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ২।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

ভাড়া

বাড়ি ভাড়া আলিপুরদুয়ার মধ্যপাড়া 3BHK. Attach Bath, Near জামাই দোকান। 8918612289. (C/114339)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি নির্মলেন্দু কর, পিতা নিহার রঞ্জন কর, রবীন্দ্রনগর, আলিপুরদুয়ার নিবাসী। আমার OBC সার্টিফিকেট নং 839/APD-1/OBC হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন 8016761205 এই নম্বরে। (C/113749)

আমি নেহা পণ্ডিত, পিতাঃ নিরঞ্জন পণ্ডিত, আমার OBC সার্টিফিকেট (No WB2001OBC201604775) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 6296749645. (C/113750)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

20 Male Staff Needed at Book Shop Near Cosmos Mall, Ph : 6294171939. (K)

Anandaloke Sonoscan শিলিগুড়ির জন্য Ward Boy প্রয়োজন। বেতন - 8000/-, Call 8116610703. (C/114341)

Job Opportunity : Counseling Office, Siliguri seeks qualified staff. If you're fluent in Bengali, Nepali and English, please submit your CV within 10 days. Mail- nscbie.purulia@gmail.com Contact - 9832631956. (C/114240)

অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রয়োজন, আস্থা এগ্রি জেনেটিক্স (তুফানগঞ্জ)। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন (বি. কম অগ্রাধিকার পাবে) বেতন- আলোচনাসাপেক্ষ। যোগাযোগ- মোঃ 9614172314, ই-মেইল : hr@asthaagri.com *বি.দ্র. : Gst এবং Income Tax-এর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। (D/S)

একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে হতে হবে, একজন মাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির, সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন- ১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ- 9002004418। এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটস্যাপ আছে, ফোটো এবং বায়োডাটা পাঠাতে হবে, কর্মস্থান শিলিগুড়ি সেভক রোড।

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB 7320100285590-তে আমার নাম এবং পদবি ভুল থাকায় গত 10/1/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sridam Pal এবং Shri Dam Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পূর্ব ধনতলা, ডাবগ্রাম (P), সেটালাইট টাউনশিপ, জলপাইগুড়ি, 734015. (C/114454)

আমার নাম ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Haresh Kumar Mahato করা হয়েছে। গত ২৬/৯/২৪ 1st ক্লাস J.M. শিলিগুড়ি অ্যাফিডেভিট বলে Haresh Mahato হলাম এবং দুটো নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/114458)

বিক্রয়

285, 780 & 480 Sqft Shop for Sale, Iskon Road, Siliguri, 8670572035. (C/113379)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN
THE CLEAR LEADER
IIT-JEE, AIIMS, NEET (UG) & OLYMPIADS

EVERY 4TH SUCCESS STORY IS POWERED BY ALLEN

IITs	AIIMS (MBBS)	NEET (UG)	OLYMPIADS
4425	660	6570	939 out of 3704
ALLENites out of 17692 seats in 2024	ALLENites out of 2207 seats in 2024	ALLENites in Top 25000 All India Rank in 2024	Selections in Indian National Olympiads 2025

45 AIR in Top 100-JEE (Adv.) 2024 | 39 AIR in Top 100-NEET (UG) 2024

ALLEN SILIGURI : RESULTS THAT MATTER, CARE THAT COUNTS

AIR 289
STATE TOPPER (OTHER)
PEEHU AGRAWAL
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-KGMU, LUCKNOW

AIR 26030
STATE TOPPER (SIKKIM)
DIWASH SHARMA
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-NEIGRIHMS, SHILLONG

AIR 279
WEST BENGAL TOPPER
JEE MAIN 2024 (Session 1)
IRRADRI BASU KHAUND
JEE ADV.2024
2 Years Classroom Student
IIT DELHI, B.TECH (M & C)

AIR 1 ST-PWD CATEGORY
SANGYE NORPHEL SHERPA
JEE ADV.2024
1 Year Classroom Student
IIT BOMBAY, B.TECH (CSE)

ADMISSIONS OPEN SESSION 2025-26
Appear in ASAT on 19 JAN. 2025
GET UP TO **90% SCHOLARSHIP***

+

Last chance to get **SPECIAL FEE BENEFIT*** till **20 JAN. 2025**
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

SCAN TO REGISTER

NURTURE COURSE
Class 10th to 11th Moving Students
JEE (Main+Adv) 2027 : 3 April 2025
NEET (UG) 2027 : 3 April 2025

ENTHUSIAST COURSE
Class 11th to 12th Moving Students
JEE (Main+Adv) 2026 : 25 March 2025
NEET (UG) 2026 : 25 March 2025

PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION (PNCF)
Class 7 to 10 :
3 April 2025

ALLEN SILIGURI CENTER
+91-9513784242 allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA CENTER
0744-3556677, 2757575 allen.ac.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid classroom courses.

ফালাকাটা কৃষক বাজারে স্থায়ী শেড নির্মাণ আরএমসির

অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের স্টল

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি : সরকারি জায়গা দখল রুখতে উচ্ছেদ অভিযান হয়। দখলদারদের সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে মানবিক কারণে একেবারেই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে ফালাকাটা কৃষক বাজারে। মূল শহর থেকে কিছুটা দূরে এই বাজারের শুরুর দিকে চা, রুটির দোকান ছিল না। ধীরে ধীরে বাজারের এক পাশে স্থানীয়রাই সেসব দোকান করেন। আর এর ফলে কৃষক, পাইকারদের সুবিধা হয়। কিন্তু দিন-দিন এই বাজারের ব্যাপ্তি বাড়ছে। তাই এখন জায়গাও বেশি লাগছে। এজন্য বাজারের ভেতরে ছাউনি দিয়ে এতদিন যাঁরা দোকান চালাচ্ছিলেন তাঁদের জন্য এবার স্থায়ী শেড করে দিচ্ছে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি। তবে জায়গা পরিবর্তন হলে লাভজনক ব্যবসা বজায় থাকবে কি না তা নিয়ে কিছুটা ধন্দে চায়ের দোকানদাররা।

আরএমসির আলিপুরদুয়ার জেলা আধিকারিক উত্তম ভৌমিকের কথায়, ‘এতদিন ধরে যেসব চা, রুটির দোকান জবরদখল করে আছে মূলত তাদের জন্যই স্টলগুলি তৈরি করা হচ্ছে। কাজ হয়ে গেলে সেগুলি ওই দোকানদারদেরই দিয়ে দেওয়া হবে।’

এই কৃষক বাজারে ঢোকার দুটি গেট। তারমধ্যে প্রথম গেট দিয়ে ঢুকলেই পূর্ব-পশ্চিম বরাবর দক্ষিণদিকে অস্থায়ী ছাউনি দেওয়া বেশ কিছু দোকান চোখে পড়ে। এই দোকানগুলির নীচ দিয়ে আবার একটি নিকাশিনালাও রয়েছে। এজন্য পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াতে অনেক সময় যানজট তৈরি হয়। তাই দোকানগুলিকে সরালে যানজট সমস্যারও সমাধান হবে। এনিয়ে আরএমসির জেলা আধিকারিক বলেন, ‘যানজট তো দূর হবে একইসঙ্গে আমরা চাইছি বাজারের ভেতরে কোনও অস্থায়ী ছাউনি দেওয়া দোকান যেন না থাকে। দোকানঘর যা বানাতে হয় আমরা বানিয়ে দেব। এজন্য দোকানদারদের নির্দিষ্ট হারে ভাড়াও দিতে হবে।’

রবিবার গিয়ে দেখা গেল অস্থায়ী ছাউনি দেওয়া চা ও রুটির দোকান সব মিলে ২৪-২৫টির মতো রয়েছে। এই দোকানগুলির জন্যই মূল গেট থেকে কিছুটা পূর্বদিকে লোহার খুঁটি বসিয়ে স্টল তৈরির কাজ করছে আরএমসি। কিছুটা ভেতরে হওয়ায় সেখানে দোকান দিলে আগের মতো ব্যবসা হবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। যেমন দশ বছর ধরে চা, রুটির দোকান করছেন স্থানীয় টুলটুলি রায় বর্মন। তাঁর কথায়, ‘দোকান চালিয়ে সংসারও চলে। এখন নাকি দোকান সরিয়ে বসানো হবে। সেখানে গেলে আগের মতো ব্যবসা হবে কি না সেটাই চিন্তার।’

ভুবনেশ্বর বর্মন নামে আরেক বাসিন্দারও চা ও রুটির দোকান। অন্যত্র সরানো হলে ব্যবসা কিছুটা মার খাবে বলে তিনিও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যদিও ভুবনেশ্বর বললেন, ‘এটা তো প্রশাসনের সিদ্ধান্ত। তাই সরে যেতে হলে যাব। আবার এতদিন ছাউনি দেওয়া ঘরে দোকান চলছে। এবার স্থায়ী স্টল পাব। এটাই বাড়তি সুবিধা হবে।’

তবে চাষিদের অনেকেই আরএমসির এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। গোপাল সরকার নামে এক চাষির কথায়, ‘অন্য জায়গায় তো প্রশাসন জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করে সরিয়ে দেয়। এখানে তো সেটা হচ্ছে না। বরং দোকানগুলি স্থায়ী জায়গা পাচ্ছে। আর সব দোকান যখন এক জায়গায় সারিবদ্ধভাবে থাকবে তখন আমরাও সেখানেই চা, রুটি খেতে যাব।’

চা, রুটি দোকানের জন্য স্থায়ী স্টল তৈরির কাজ চলছে। রবিবার ফালাকাটায়।

> এটা তো প্রশাসনের সিদ্ধান্ত। তাই সরে যেতে হলে যাব। আবার এতদিন ছাউনি দেওয়া ঘরে দোকান চলছে। এবার আমরা স্থায়ী স্টল পাব। এটাই আমাদের কাছে বাড়তি সুবিধা হবে।
>
> **ভুবনেশ্বর বর্মন,** চা ও রুটি দোকানদার

> এতদিন ধরে যেসব চা, রুটির দোকান বাজারে জবরদখল করে রয়েছে মূলত তাদের জন্যই স্টল তৈরি করা হচ্ছে। কাজ হয়ে গেলে সেগুলি ওই দোকানদারদেরই দিয়ে দেওয়া হবে।
>
> **উত্তম ভৌমিক,** আরএমসি আধিকারিক, আলিপুরদুয়ার

কী কী হচ্ছে

- ফালাকাটা কৃষক বাজারে অস্থায়ী ছাউনি দেওয়া চা ও রুটির দোকান সব মিলে ২৪-২৫টি
- এই দোকানগুলির জন্য লোহার খুঁটি বসিয়ে স্টল তৈরির কাজ করছে আরএমসি
- দোকানঘর বানানোর বিনিময়ে দোকানদারদের নির্দিষ্ট হারে ভাড়াও দিতে হবে

সবলামেলায় ছবি এঁকে প্রশংসিত বিডিও

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলার সবলামেলা এবার হচ্ছে ফালাকাটায়। আর এই মেলায় এসে এবার অনেকের নজরে পড়ছে মুক্তমঞ্চের পেছনে থাকা গ্রামবাংলার একটি ছবি। কারণ, ইতিমধ্যে সেই ছবিটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ছবিটা আঁকছেন ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়। ফেসবুক পেজে ওই ছবি ও ভিডিও পোস্ট করছেন অনেকে। সেখানে ফালাকাটার বিডিওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। তাই মেলায় এসে ওই ছবি স্বচক্ষে দেখছেন অনেকেই। একজন প্রশাসনিক প্রধান এত ব্যস্ততার মাঝেও কী করে এত সুন্দর ওয়াল পেন্টিং করতে পারেন সেটাই ভাবাচ্ছে অনেককে। যদিও বিডিও’র দাবি, ‘নেহাত শখের বশেই এই ছবি আঁকা।’

ফেসবুকে বিডিও অফিসেরই কর্মী অভিজিৎ দত্ত বিডিওর ছবি আঁকা ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘আমরা অফিস কর্মচারীরা ওঁর মতো সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের সান্নিধ্যে গর্বিত।’ বিডিওর পোস্টে ফালাকাটার বাসিন্দারাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সজলচন্দ্র সরকার লেখেন, ‘স্যর আপনি ফালাকাটার গর্ব।’

কিন্তু বিডিও’র আঁকা ছবিতে আসলে কী আছে? ছবিটি পুরোটাই একটি গ্রামের। সেখানে নীল আকাশ। রয়েছে গাছপালা, সূর্য, মাঠ, দুটি ঘর। বাংলার মেঠো সংস্কৃতি। রংতুলির সাহায্যে সেই ছবি যেন কথা বলছে।

শনিবার ওই মুক্তমঞ্চেই সবলামেলার উদ্বোধন করেন জেলা শাসক আর বিমলা। বিডিও যেভাবে মেলার মঞ্চকে সাজিয়েছেন তাঁর প্রশংসা করেন জেলা শাসকও। আসলে মঞ্চের পেছন অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডেই ওই পেন্টিং। সেখানে রবিবারও অনেক অনুষ্ঠান হয়। এদিন মেলায় আসেন বড়ডোবার তুষার রায় নামে এক তরুণ। ওই ছবির দিকেই বারবার তাকাচ্ছিলেন তুষার। পরে বললেন, ‘সমাজমাধ্যমে দেখেছি বিডিও স্যর এই ছবিটি এঁকেছেন। মেলায় এসে স্বচক্ষে দেখলাম। ভীষণ ভালো লাগল।’

ছবিটি নিয়ে ফালাকাটার বিডিও অবশ্য বলছেন, ‘ছবি আঁকা আমার অবসরের সঙ্গী। ছোটবেলা থেকেই শিখতাম। এখন ব্যস্ততার মধ্যেও একটু সময় পেলে রংতুলি হাতে নিই। এজন্যই সবলা মেলায় ছবিটা এঁকেছি।’ তবে ছবির সঙ্গে নিজের একটা ইচ্ছের কথাও বিডিও প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, ‘ভবিষ্যতে চাকরিজীবনের পাশাপাশি একজন চিত্রশিল্পী হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে রয়েছে।’

সবলামেলায় ছবি আঁকলেন ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়। - সংবাদচিত্র

কমেছে আলু চাষের জমির পরিমাণ

আলিপুরদুয়ারের চাষিদের সমস্যা হাতির হানা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : কৃষকদের অভিযোগ, হাতির হানার ভয়ে জেলাজুড়ে মার খেয়েছে আলুর চাষ। কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যানেই সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ২০২৩-২০২৪ আলুর মরশুমের তুলনায় চলতি মরশুমে প্রায় ৫০০ হেক্টর জমিতে এই ফসলের চাষ কম হয়েছে। গত মরশুমে জেলাজুড়ে প্রায় ২০ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। এবার প্রায় ২০ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। হাতির হানার কারণেই আলু চাষ কমেছে তা মানতে নারাজ কৃষি দপ্তর। জমিতে ভুট্টা, সর্ষে, ডালজাতীয় শস্য উৎপাদনে ঝোঁক বাড়ায় আলু চাষ কম হয়েছে বলেই দাবি করছে কৃষি দপ্তর। জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা নিখিলকুমার মণ্ডল জানালেন, আলু চাষ করতে গিয়ে বীজ, সারের চড়া দাম, দক্ষ শ্রমিক ও পুঁজির অভাবে কৃষকরা আলু চাষে আগ্রহ পাচ্ছেন না। চাষিরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চাষ করছেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, বন লাগোয়া অঞ্চলগুলিতে আলুর খেতে হাতি হানা দিয়েছে। তাই ঝুঁকি নিয়ে আলুর পরিবর্তে অন্য ফসলের চাষে আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে জানালেন আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পানবাড়ির কৃষক জন এক্কা। তিনি বলেন, ‘অনেক সময় হাতির দল আলুখেতে চলে আসে। কয়েকজন মিলে হাতি তাড়াতেও পারি না। কয়েকবার আলুখেত নষ্ট হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ি। তাই বাধ্য হয়েই আলু চাষ বন্ধ রেখেছি।’

ওই ব্লকেরই দুই চাষি শিবনাথ টোপ্পো, শিমন এক্কারাও গত মরশুমে কয়েক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতেন। তাঁদের কথায়, কয়েক বছর ধরেই হাতির হানা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তাঁরাও এবার হাতির হানার ভয়ে আলু চাষ করেননি। সারা ভারত কৃষকসভার জেলা কমিটির সম্পাদক আতিউল হকের অভিযোগ, ‘হাতির হানায় আলু সহ শীতের সবজি চাষ করা যাচ্ছে না। জলদাপাড়া সহ অন্য বন লাগোয়া গ্রামগুলিতে তাই আলু চাষ কমেছে। সেই প্রভাবই জেলার মোট আলু চাষের ওপর পড়েছে।’

কত জমিতে হাতির হানায় আলু চাষের ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব দিতে পারেনি কৃষি দপ্তর। গত কয়েক বছরে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তফসিখাতা, ডাঙ্গাপাড়া, ভোলারডাবরি, জংশনের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভেলুরডাবরি, সলসলাবাড়ির মতো জায়গাতে হাতির হানা লেগেই রয়েছে। কৃষিবলয়ে গত বছর রেকর্ড হাতির হানা হয়েছে। সন্ধ্যা নামলেই লোকালয়ে হাতি ঢুকেছে। রাতভর সেই আলু ও সবজিখেতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও বেড়েছে কৃষকদের। কৃষি দপ্তর আলু চাষের পরিমাণ কমায় সার, বীজের দামকে দায়ী করছে ঠিকই, তবে কৃষকদের কথায় পরিষ্কার, হাতির হানাই আলু চাষ কমার প্রধান কারণ।

একটি আলুখেতের ছবি। - ফাইল চিত্র

> অনেক সময় হাতির দল আলুখেতে চলে আসে। কয়েকজন মিলে হাতি তাড়াতেও পারি না। কয়েকবার আলুখেত নষ্ট হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ি। তাই বাধ্য হয়েই আলু চাষ বন্ধ রেখেছি।
>
> **জন এক্কা,** কৃষক পানবাড়ি

টুকরো খবর

মহাকালপুজো

সোনাপুর, ১২ জানুয়ারি : রবিবার আলিপুরদুয়ার- ১ ব্লকের তপসিখাতা শালবাড়ি এলাকায় মহাকালপুজোর আয়োজন করা হয়। গ্রামের লোকেরা হাতির উপদ্রব ঠেকানোর জন্য বিগত কয়েক বছর ধরে গ্রামে মন্দির করে মহাকালপুজো করছেন। পুজো কমিটির সদস্য রঞ্জন রায়ের কথায়, ‘প্রায় দুই দশকের ধরে গ্রামে মহাকালপুজো করা হচ্ছে।’

শিবির

সোনাপুর, ১২ জানুয়ারি : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার পশ্চিমাঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রবিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা সহায়তা শিবির আয়োজন করা হয়। এদিন সোনাপুর বিকে হাইস্কুলে আয়োজিত এই শিবিরে ব্লকের পাঁচটি স্কুলের ২৫৭ জন পড়ুয়া শামিল হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পড়ুয়াদের বিষয়ভিত্তিক ক্লাস নেন ১৪ জন শিক্ষক। কীভাবে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া যায় সেবিষয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

কাজের সূচনা

হাসিমারা, ১২ জানুয়ারি : রবিবার নিউ হাসিমারার খালপাড়ায় নতুন কংক্রিট ঢালাইয়ের রাস্তার কাজের সূচনা হয়। কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শংকরী ঘোষ মজুমদার কাজটির সূচনা করেন। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সহ সভাপতি কৈলাস ছেত্রী।’

জেলাজুড়ে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : রবিবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হল আলিপুরদুয়ার জেলার ৬টি ব্লকে। কোথাও শোভাযাত্রা, আবার কোথাও বাইক মিছিল। আবার কোথাও রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়।

ফালাকাটা ব্লকের শিশাগোড়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালির পাশাপাশি কুইজ, সনাতনী শাস্ত্রকথা আলোচনা হয় বলে জাগরণ মঞ্চের প্রতিনিধি সুজয় বালা জানান।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির তরফে আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৫০ জন অংশ নেয়। ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আলিপুরদুয়ার আশিক শাখাও। পলাশবাড়িতে শিলবাড়িহাট আরআর প্রাইমারি স্কুলের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ১৬টি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।

আলিপুরদুয়ার শহরের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শোভাযাত্রায় স্বামীজির বেশে পড়ুয়ারা পা মেলায়। নিবেদিতা সেবা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৪৮ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। এবিভিপির তরফে শহরের চৌপথিতে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রামকৃষ্ণ আশ্রমে জেলা হাসপাতালের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়। বিবেকানন্দ কলেজেও দিনটি পালিত হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিবেকানন্দ-২ অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিলির সঙ্গে সন্তোষ ট্রফিতে জয়ী বাংলা ফুটবল দলের সদস্য শুভম রায়ের পরিবারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রতিটি বুথের প্রবীণ দলীয় কর্মীদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার স্বামী বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নেতাজি যুবসমাজ নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ও বিবেকানন্দ-২ অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহযোগিতায় ১৫০ জনের বেশি শিশুর হাতে খাতা, পেন্সিল, টিফিন বক্স সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

শামুকতলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে আশা ভবনে দিনটি পালন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ আশুতোষ বিশ্বাস, সমাজকর্মী সদানন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ। বিবেকানন্দ শিশু নিকেতনের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শামুকতলা গ্রামীণ পাঠাগার ও শামুকতলা স্টার অ্যাকাডেমি দিনটি পালন করে।

উত্তর হলদিবাড়ি ঈশ্বরবাণী ক্লাব, উদয়ন কালচারাল সোসাইটি, বারবিশা বিবেকানন্দ ক্লাবের সদস্যরা ও কুমারগ্রাম বিবেকানন্দ স্কুলের পড়ুয়ারা দিনটি উদযাপন করেন। স্বামীজির আদর্শকে সামনে রেখে শোভাযাত্রা করে বারবিশা হাইস্কুল।

দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে তৃণমূলের আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ৪০ জন প্রতিযোগী। জয়বীরপাড়া চা বাগানে দিনটি পালন করেন বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা টেম্পু ওরাওঁ। বীরপাড়া সুভাষপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান মঞ্চে দিনটি স্মরণ করা হয়। এছাড়া জটেশ্বর, মাদারিহাট ও কালচিনিতেও দিনটি পালিত হয়।

খুদে স্বামী বিবেকানন্দরা। শহরে নিউ টাউন এলাকায়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সোনাপুর, ১২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়া ফুটবল ময়দানে ব্লক লেভেল স্পোর্টস মিট আয়োজন করা হয় শনিবার। পাটকাপাড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ও নেহেরু যুব কেন্দ্রের তরফে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন এলাকার ছেলে মেয়েরা অংশ নেয়। ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় রাইজিং স্টার পাটকাপাড়া। রানার্স হয় পাটকাপাড়া সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। সাইকেল রেসিংয়ে প্রথম হয় লিওপার্ড রাউতিয়া। দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম হয় কৃষ্ণা এক্কা। অন্যদিকে ব্যাডমিন্টন খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে রমা ওরাওঁ। ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় প্রিয়া লাকড়া। ভলিবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় রাইজিং স্টার পাটকাপাড়া এবং রানার্স হয় জাবালা আলিপুরদুয়ার।

ছোট্ট তারা

বারবিশার পূর্ব চকচকার ওপেন ট্রুথ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া আধ্যাশ্রী সেন। শুধু পড়াশোনায় নয়। পাশাপাশি সংগীত ও আবৃত্তিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যে পুরস্কৃত হয়েছে এই খুদে।

ইসলামাবাদ গ্রামের মুসলিমপাড়ায় ঢোকার রাস্তায় ঝোরা পারাপারে সাঁকো।

‘দুঃসময়ের’ সাঁকোই ভরসা গফফারদের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ জানুয়ারি : তিনি ছিলেন তৃণমূলের ‘দুঃসময়ের’ কর্মী। একদা বামফ্রন্টের কমরেড হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত বর্তমান তৃণমূল নেতারা নাকি ঠাট্টা করতেন তৎকালীন খয়েরবাড়ির অঞ্চল সম্পাদক আবদুল গফফারকে নিয়ে। তেমনই দাবি ক্ষুব্ধ গফফারের। পালাবদলের পর ওই ‘কমরেড’রাই তৃণমূলে জায়গা নিয়েছেন। ছিটকে যান গফফার। পদ হারানোয় অবশ্য মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের মুসলিমপাড়ার গফফারের খুব একটা আক্ষেপ নেই। বরং মহল্লায় যাতায়াতের রাস্তায় থাকা হেউতিয়াঝোরা পারাপারের জন্য আজ অবধি কোনও সেতু বা কালভার্ট তৈরি না হওয়া নিয়েই তিনি বেশি চিন্তিত।

সূত্রধরপাড়া ঘেঁষে ঝোরার ওপারে মুসলিমপাড়া। সূত্রধরপাড়ার ভেতর দিয়ে রাঙ্গালিবাজনায় যাতায়াত করতে হয়। আরেকটি রাস্তা রয়েছে ঘুরপথে, ইউসুফটারি হয়ে। তবে এনসান আলি, আবদুল গফফাররা সাঁকো পেরিয়েই যাতায়াত করেন। এনসান বলেন, ‘বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের অনুরোধ করেছি। কেউ পাত্তা দেয়নি। ঝোরা পারাপারে নিজেদেরই বাঁশ পেতে সাঁকো তৈরি করতে হয়। কালভার্ট তৈরি হলে এলাকার ২০-২৫টি পরিবার উপকৃত হবে।’

গফফার বলছেন, ‘বাম আমলে পঞ্চায়েতের তরফে দু’একবার সাঁকো তৈরি করা হলেও প্রায় ১৫ বছর ধরে ঝোরা পারাপারের জন্য কোনও স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়নি।

> বাম আমলে পঞ্চায়েতের তরফে দু’একবার সাঁকো তৈরি করা হলেও প্রায় ১৫ বছর ধরে ঝোরা পারাপারের জন্য কোনও স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়নি। অন্যান্য জায়গায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেতু, কালভার্ট তৈরি করা হচ্ছে, অথচ তৃণমূল করা সত্ত্বেও আমরা এখনও বঞ্চিত।’
>
> **আবদুল গফফার,** তৃণমূল নেতা

অন্যান্য জায়গায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেতু, কালভার্ট তৈরি করা হচ্ছে, অথচ তৃণমূল করা সত্ত্বেও আমরা এখনও বঞ্চিত।’

খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য তথা তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি ইউসুফ আলির আশ্বাস, ‘ওই জায়গায় পরবর্তীতে কালভার্ট তৈরিতে পদক্ষেপ করা হবে।’

মহিলাদের উদ্যোগে নতুন পিকনিক স্পট

জয়গাঁ, ১২ জানুয়ারি : একদিকে তোর্ষা নদীর কলতান। অন্যদিকে, ভুটান পাহাড়ের মায়াবী দৃশ্য। এক নৈসর্গিক রূপে ভরপুর রণবাহাদুরবস্তির নতুন পিকনিক স্পটটি। আর এই পিকনিক স্পটটিকে সাজিয়ে তুলছেন এলাকার মহিলারাই। শুধু তাই নয়, এই স্পটে যাঁরা পিকনিক করতে আসবেন তাঁদের নানাভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এমন পিকনিক স্পট রয়েছে, তা হয়তো জানা নেই কারও। পিকনিক স্পটের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা চাইছেন, প্রচার পাক এই স্থানটি।

পিকনিক স্পটের দেখভাল করছেন রেণুকা থাপা নামের এক মহিলা। তাঁর কথায়, ‘এখানে আগে পিকনিক হত। তবে জায়গাটি সাজানো গোছানো ছিল না। এবারে আমরা উদ্যোগ নিয়ে সাজালাম। দলসিংপাড়া চা বাগান তো এমনিতেই বন্ধ। পিকনিক স্পটটি আছে। ফেব্রুয়ারির শেষের দিক পর্যন্ত ভালো আয় করতে পারব আশা রাখছি।’ তাঁর আরও সংযোজন, পিকনিক করতে আসা মানুষদের অসুবিধাও হবে না। দূরে গিয়ে জল আনতে হবে না। রান্নার কাঠও তাঁরাই জোগান দেবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

ভারত-ভুটান সীমান্তে অবস্থিত রণবাহাদুরবস্তি। এই এলাকার একটু ভেতরের দিকে রয়েছে মুচিডাঙ্গা এলাকাটি। তোর্ষা নদীর জল এই এলাকাতে সবসময় বেশি থাকে। নদী পাড়ের দুশো মিটার ছেড়ে বাকি জায়গায় পিকনিকের স্থান করা হয়েছে। মোট ২৫ জন মহিলা মিলে চালাবেন এই পিকনিক স্পটটি। দলসিংপাড়া এশিয়ান হাইওয়ের পাশ দিয়ে চলে যায় রণবাহাদুরবস্তি যাওয়ার রাস্তা। এই পিকনিক স্পটটিতে প্রবেশের মুখে দু’ধারে রয়েছে চা বাগান। এক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে দেখা মিলবে পিকনিক স্পটের। এই পিকনিক স্পটে রয়েছে একটি চেকপোস্ট। এখানে গাড়ি পার্কিং করানো হবে। পার্কিং বাবদ ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে ৫০ টাকা ও বড় গাড়ির ক্ষেত্রে দিতে হবে ১০০ টাকা। সংগৃহীত অর্থ পিকনিক স্পটের উন্নয়নের জন্য কাজে ব্যবহার করা হবে।

পিকনিকের মরশুম চলে এসেছে। দলসিংপাড়া মুচিডাঙ্গা এলাকার মহিলাদের পক্ষ থেকে এই পিকনিক স্পটটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পিকনিক করতে আসা মানুষদের জন্য খড় ও বাঁশ দিয়ে ১৫টি ছোট ছাউনি ঘর তৈরি করা হয়েছে। গাছের সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে। বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করে সেলফি পয়েন্ট ও ছোট ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। এই পিকনিক স্পটে কড়া রোদের দেখা তেমন মেলে না। তোর্ষা নদী, ভুটান পাহাড়, জলদাপাড়ার জঙ্গল, চা বাগান মিলিয়ে এই পিকনিক স্পটটি।

পিকনিক স্পটের সঙ্গে যুক্ত কল্যাণী শা’র বক্তব্য, ‘আমাদের এলাকা বলে বলছি না। তবে এখানে এবছর যাঁরা পিকনিক করতে আসবেন তাঁরা পরবর্তীতেও আসবেন এতটুকু জোরের সঙ্গে বলতে পারি।’

রণবাহাদুরবস্তির নতুন পিকনিক স্পট। - সংবাদচিত্র

> এখানে আগে পিকনিক হত। তবে জায়গাটি সাজানো-গোছানো ছিল না। এবারে আমরা উদ্যোগ নিয়ে সাজালাম। ফেব্রুয়ারির শেষের দিক পর্যন্ত ভালো আয় করতে পারব আশা রাখছি।
>
> **রেণুকা থাপা,** তত্ত্বাবধায়ক রণবাহাদুরবস্তি পিকনিক স্পট

আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত

কিশোরেই আস্থা বামেদের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি : সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হলেন কিশোর দাস। ফালাকাটায় সিপিএমের চতুর্থ জেলা সম্মেলন শুরু হয় শনিবার। দু'দিনের জেলা সম্মেলনের প্রথম দিন ছিল সমাবেশ। রবিবার ফালাকাটার কমিউনিটি হলে সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই সম্পাদক সহ নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। জেলা সম্পাদক হিসেবে ফের মনোনীত হলেন কিশোর। বললেন, 'দল আমার উপর আস্থা রেখেছে। আগামী ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে দলকে শক্তিশালী করাই হবে আমার প্রধান কাজ।'

এদিন সাংগঠনিক প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় সাম্প্রতিক সময়ের একাধিক বিষয় উঠে এসেছে। বিশেষ করে আরজি কর ইস্যু নিয়ে আন্দোলন আরও চালিয়ে যাওয়ার কথাই ঠিক হয়েছে সম্মেলনে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর কিশোর দাসের নেতৃত্বে সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। তাই তাঁর ওপরেই এবারও সিপিএম আস্থা রাখল। ২০২১ সালে

কমিউনিটি হলে সিপিএমের জেলা সম্মেলন।

জেলা সম্পাদক হন কিশোর দাস। এরপর ভোটের রাজনীতিতে অবশ্য সিপিএম ক্রমশ শক্তিক্ষয় করে। পঞ্চায়েত, বিধানসভা, লোকসভা এমনকি, আলিপুরদুয়ার এবং ফালাকাটা পুরসভা ভোটেও সিপিএম তেমনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ভোটের সংখ্যা কমলেও কিশোরের নেতৃত্বে জেলা স্তরে বেশ কয়েকটি আন্দোলনে সাড়া ফেলে দল। এবার তার ওপর দায়িত্ব দিয়ে ফের স্থানীয় স্তরে আরও বড় আন্দোলন করার পরিকল্পনা নিয়েছে দল। সামনের বছর ফের বিধানসভা ভোট রয়েছে। সেই ভোটে নিজেদের ভোটব্যাংক বাড়াতে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে সিপিএম। দলকে এখন থেকে আন্দোলনমুখী করে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিন সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে আলোচনা হয়েছে পার্টির সদস্যপদ নিয়েও। আলিপুরদুয়ার জেলায় সিপিএমের ২০২২ সালে সদস্য ছিলেন ৩০৩০ জন। গত তিন বছরে আরও ৬৫৮ জন যোগদান করেছেন। এই সময়কালে মারা গিয়েছেন বা সদস্যপদ ছেড়েছেন ৬৬৬ জন। সবমিলিয়ে ২০২৪ সালের ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০২২। অন্যদিকে, এই তিন বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এরিয়া কমিটির সংখ্যা। আগে ১৭টি এরিয়া কমিটি ছিল, এখন হয়েছে ২২টি।

এদিন সম্পাদকীয় আলোচনায় ধর্মীয় মেরুকরণ আটকাতে দল ব্যর্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে। ধর্মীয় মেরুকরণের জন্য ভোটব্যাংকে ধস নেমেছে বলে স্বীকার করেছে

কিশোর কেন

- ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর কিশোরের নেতৃত্বে সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ে
- জেলা স্তরে বেশ কয়েকটি আন্দোলনে সাড়া ফেলেছে দল
- কিশোরকে সামনে রেখে স্থানীয় স্তরে বড় আন্দোলনের পরিকল্পনা রয়েছে

নেতৃত্ব। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মনে হয়েছে, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে চা বাগানগুলিতে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দল। সবদিক আলোচনা করে এবার জেলা কমিটিতে নতুনদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এদিন মোট ৪০ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে নতুন সদস্য আটজন। রাজ্য সম্মেলনে ছয়জন সদস্য প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেবেন বলে এদিন সিদ্ধান্ত হয়েছে। দু'দিনের সম্মেলনে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য নেতা সুজন চক্রবর্তী এবং জিয়াউল আলম।

বেড়ানোর ঝোঁকে পলাতক তিন তরুণী উদ্ধার

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১২ জানুয়ারি : তিন বান্ধবীর পরিকল্পনা ছিল অসম বেড়াতে যাওয়ার। তবে আপাতত তাঁদের ঠাঁই হল হোমে। অসম বেড়ানোর শখে বাড়ি থেকে পালানো তিন তরুণীকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করল শামুকতলা থানার পুলিশ। মালবাজারের বাসিন্দা ওই তিনজন শামুকতলা থানা এলাকার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখান থেকে শনিবার রাতে অসম ঘুরতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে পালান তাঁরা।

তবে শামুকতলা পৌঁছানোর পরেই তাঁদের ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। ওই তরুণীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। তখনই জানা যায় যে তাঁরা বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। এরপর সেই রাতে সিডব্লিউসি'র মাধ্যমে তিনজনকে হোমে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় এবিষয়ে বলেন, 'শনিবার রাতে টহল দেওয়ার সময় ওই তিন তরুণীকে শামুকতলা এলাকার মূল রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেই আমাদের সন্দেহ হয়। এরপরই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানায় আনা হয়েছিল।'

থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার পরেই তাঁদের কথা শুনে রীতিমতো তাজ্জব হয়ে যায় পুলিশ। পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেই শামুকতলা থানার কার্তিকা এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তাঁরা। সেখান থেকেই তিন বন্ধু অসম যাওয়ার জন্য পালিয়ে যান। তাঁদের ধারণা ছিল খুব কাছেই জাতীয় সড়ক। সেখান থেকেই অসমের গাড়ি ধরা যাবে। এদিকে পুলিশ বলছে, রাতে এভাবে চলাচল করায় বড় কোনও বিপদ ঘটতে পারত।

কেন এমন সিদ্ধান্ত? উদ্ধার হওয়ার পর ওই তিন তরুণী জানিয়েছেন, তাঁদের ঘোরার ইচ্ছা হচ্ছিল। এক বান্ধবীর আত্মীয়ের বাড়ি আছে অসমে। তাই তাঁদের পরিকল্পনা ছিল দিনকয়েকের জন্য সেখান থেকে ঘুরে আসবেন। পুলিশের তরফে ওই তিন তরুণীর বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বাড়িতে ফিরতে চাইলে আদালতের নির্দেশে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

তৃণমূলে যোগ

জটেশ্বর, ১২ জানুয়ারি : ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির টিকিটে জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য এরশাদ আলি, বিজেপির শক্তি প্রমুখ জয়কুমার টোপ্পো সহ কয়েকজন যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। একজন পঞ্চায়েত সদস্য সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় এলাকায় শক্তি বাড়ল বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। যদিও বিজেপির দাবি, ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে ভুল বুঝিয়ে তৃণমূলে নেওয়া হয়েছে।

এদিন তৃণমূলে যোগ দেওয়া সদস্যদের স্বাগত জানান তৃণমূলের ফালাকাটা ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।' আর বিজেপির ১৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি বঙ্কিম ডাকুয়া বলেন, 'ভুল বুঝিয়ে, ভয় দেখিয়ে তাঁদের তৃণমূলে নেওয়া হয়েছে। এতে বিজেপির কোনও ক্ষতি হবে না।'

পুড়ল ঘর

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ জানুয়ারি : মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে কৈনামতি রায় নামে এক বিধবা মহিলার ঘরে রবিবার দুপুরে আগুন লাগে। গ্রামবাসীরা আগুন নেভালেও ঘরটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিল না মেটানোয় বিদ্যুৎকর্মীরা মিটারের তার কেটে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই দুর্ঘটনার সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে। পড়শি কার্তিক ওরাওঁ বলেন, 'তারটি খুঁটির কাছে কাটলে এই বিপত্তি হত না।'

খোলকরতাল বাজিয়ে পিকনিক। রবিবার ফালাকাটার কুঞ্জনগরে।

সব গাড়ি পিকনিকে, ভোগান্তি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১২ জানুয়ারি : পিকনিকের মরশুম চলছে। সকাল থেকে একের পর এক গাড়ি পিকনিক স্পটের দিকে ছুটছে। এর জেরে রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কমায় ভোগান্তিতে মানুষ। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলিতে ভোগান্তি বাড়ছে। পিকনিকের জন্য প্রচুর গাড়ি রিজার্ভ করা হচ্ছে। গাড়িচালক ও মালিকরা বাড়তি রোজগার করছেন। রবিবারও বীরপাড়া-ফালাকাটা রুটের ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ি পেতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হল। সাধারণত বিকেলের পর ভোগান্তি বাড়ে। সন্ধ্যায় অনেকে ঝুঁকি নিয়ে ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির পেছনের পাদানিতে দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে ঘরে ফিরলেন।

এদিন বীরপাড়া-ফালাকাটা রুটের ৭৫ শতাংশ গাড়ি রিজার্ভড হয়ে যায়। সবমিলিয়ে ওই রুটে এদিন মাত্র ১৮-২০টি গাড়ি চলেছে। ওই রুটে চারটি মিনিবাস, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাস এবং কয়েকটি ম্যাক্সিক্যাব চলে। যাত্রী পরিবহণের মূল ভরসা ম্যাক্সিক্যাব ও সাফারি গাড়ি। চালকরা জানান, ম্যাক্সিক্যাব, সাফারি সব পিকনিক স্পটে যাওয়ার জন্য রিজার্ভ করা হচ্ছে। তাই পিকনিকের মরশুমে চালক ও মালিকরা বাড়তি রোজগারের সুযোগ হাতছাড়া করছেন না।

রবিবার বিকেলে বীরপাড়া চৌপথির ফালাকাটা স্টপে গাড়ির জন্য অনেককে অপেক্ষা করতে দেখা গেল। ছোট গাড়ির প্রত্যেকটি ভিড়ে ঠাসা। সবচেয়ে সমস্যায় তাসাটি, দলগাঁও চা বাগান এলাকার মহিলারা। লক্ষ্মী ওরাওঁ নামে এক গৃহবধূ বলেন, 'এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু গাড়িতে ওঠার সুযোগ পাচ্ছি না। আমার সঙ্গে দুই সন্তান রয়েছে। যাঁদের গায়ে শক্তি বেশি তাঁরা ধাক্কাধাক্কি করে গাড়িতে উঠছেন।' সন্ধ্যায় দেখা গেল, লঙ্কাপাড়া পিকনিক স্পট থেকে প্রচুর গাড়ি বীরপাড়া চৌপথি হয়ে কোচবিহার, ফালাকাটা এলাকায় ফিরছে। গাড়ির জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীরা শেষপর্যন্ত পিকনিকের গাড়ি আটকে ওঠার চেষ্টা শুরু করলেন। পিকনিক পার্টি বোঝাই একটি সরকারি বাস আটকে একদল লোক

> একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু গাড়িতে ওঠার সুযোগ পাচ্ছি না। আমার সঙ্গে দুই সন্তান রয়েছে। যাঁদের গায়ে শক্তি বেশি তাঁরা ধাক্কাধাক্কি করে গাড়িতে উঠছেন।
>
> -লক্ষ্মী ওরাওঁ, গৃহবধূ

দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। দরজা অবশ্য খোলেনি।

সেই সুযোগে টোটোচালকরা 'নেপো হয়ে দই' মারলেন। টোটোয় যাত্রী চাপিয়ে পৌঁছে দিলেন বিভিন্ন এলাকায়। দিনহাটার বিশ্বজিৎ রায় বীরপাড়া কলেজে একটি পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় শেষপর্যন্ত একটি ম্যাক্সিক্যাবে চেপে ফালাকাটার দিকে রওনা হলেন। তাসাটি, দলগাঁও, জটেশ্বর, ঢেনারপুল ও ডালিমপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় অনেককে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। অন্যদিন সাধারণত ওই রুটে চালকরা সিঁড়িতে যাত্রী পরিবহণ করেন না। তবে এদিন যাত্রীরাই কোনও কথা শুনলেন না।

পাদানিতে দাঁড়িয়ে ঝুঁকি নিয়ে ঘরে ফেরা। রবিবার বীরপাড়া চৌপথিতে।

গোপাল মূর্তি নিয়ে বনভোজন

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি : পিকনিক মানে আমিষ খাওয়াদাওয়া সঙ্গে হইহুল্লোড়। তবে রবিবার কুঞ্জনগর একেবারে ব্যতিক্রমী পিকনিকের সাক্ষী থাকল। এদিন সেখানে সনাতনী অনুগামী একটি আশ্রমের শতাধিক প্রবীণ, মাঝবয়সিরা পিকনিকে এসে গোপাল ঠাকুরের পুজো দেন। চলে ভাগবত ও গীতা পাঠ। পুরুষ ও মহিলাদের কীর্তনে নাচতে দেখা যায়। নয় রকম নিরামিষ পদ রান্না হয়। এমন পিকনিক দেখে বন দপ্তরের কর্তারা অবাক। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'ইদানীং পিকনিক

কুঞ্জনগর

মানে সবাই অন্যরকম খাওয়াদাওয়া ভেবে নেন। তবে নিরামিষভাবে যে আনন্দ ফূর্তি করে পিকনিক করা যায় সেটা এদিন দেখা গেল।'

এদিন সকালে ফালাকাটার কুঞ্জনগরে অনেক এলাকা থেকে পিকনিক পার্টি আসে। কিন্তু গোপাল ঠাকুরের পিকনিক বন দপ্তরের নজর কাড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ি থেকে একটি আশ্রমের বাসিন্দারা নিরামিষ মতে এখানে পিকনিক করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা স্পটে এসে প্রথমে গোপাল ঠাকুরের পুজো দেন। তারপর ভাগবত পাঠ শুরু হয়। পরে গীতা পাঠ হয়। মাইকের মাধ্যমে সেসব সকলকে শোনানো হয়। তাতে বাকি পিকনিক পার্টির লোকেরা অবাক হন। তবে এখানেই শেষ নয়। পরে কীর্তন ও ধর্মীয় নানা গান শুরু হয়। পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সকলকে গানে নাচতে দেখা যায়। রোহিত শীল বলেন, 'এদিন পনির সহ নানা ধরনের নয় পদের নিরামিষ রান্না হয়। ভাগবত, গীতা পাঠ ও কীর্তনের পর খাওয়াদাওয়া হয়।' কেন এভাবে পিকনিক? উত্তরে প্রবীণ চন্দন রায় বলেন, 'পিকনিক মানে সবাই বোঝেন মদ, মাংস। কিন্তু এটা ঠিক নয়। গোপাল ঠাকুরকে নিয়ে নিরামিষ পিকনিকও হতে পারে। সেটাই এদিন দেখানো হল।'

গৃহবধূ উমা দেব জানান, আমরা নিরামিষ খাই। তার মানে এই নয় যে, পিকনিক করতে পারব না। তাই নিরামিষ মতে এদিন পিকনিক করি। সেটা অনেকের নজর কেড়েছে। এই ছবি দেখে কুঞ্জনগরের বিট অফিসার সনৎ শূর উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি এখানে আছি অনেকদিন হল। এরকমভাবে পিকনিক করতে কাউকে দেখিনি। এদিন ওই পিকনিক পার্টিকে দেখে সত্যি ভালো লাগল।'

আন্দোলনের শুরুতেই হোঁচট কমিটির

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ জানুয়ারি : ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পের বিরোধিতায় শুরুতেই হোঁচট খেল অরাজনৈতিক সংগঠন 'ডলোমাইট হটাও পরিবেশ বাঁচাও' কমিটি। গত ৮ জানুয়ারি মুজনাই রেলস্টেশন চত্বরে এই কমিটি গড়া হয়েছিল।

রবিবার ওই কমিটির তরফে মুজনাই রেলস্টেশনে প্রকল্পের বিরোধিতায় স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিল। এজন্য শুক্রবার রেলমন্ত্রকের অনুমতি নেওয়া হয়। তবে শেষ পর্যন্ত স্মারকলিপি দেওয়া হয়নি। এব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক পরিমল ওরাওঁ বলেন, 'তৃণমূলের কলকাঠিতে এদিন সবকিছু ভেস্তে গেল। এখানে আমরা সভাপতি দীপক লাকড়ার ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। আমরা ওকে কমিটি থেকে বের করে দেব।'

এদিকে, পরিমল মাদারিহাটের উপনির্বাচনে প্রগ্রেসিভ পিপলস পার্টির সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন। আর দীপক তৃণমূলের রাঙ্গালিবাজনা অঞ্চল কমিটির সহ সভাপতি। দীপক বলছেন, 'আমি যতদূর জানি স্মারকলিপি জমা পড়েছে। এদিন আমার মা হাসপাতালে ভর্তি থাকায় আমি যেতে পারিনি। এখানে রাজনীতির কিছু নেই।' এদিকে তৃণমূল কর্মী বাবলু প্রধান জানান, দলের তরফে চাপ দেওয়া হয়েছে। তাই স্মারকলিপি দেওয়া হয়নি। তৃণমূলের বীরপাড়া ব্লক কমিটির সদস্য আলিমুল ইসলাম এই আন্দোলন নিয়ে প্রথমদিন থেকে উৎসাহী থাকলেও রবিবার তাঁকে ফোন করে পাওয়া যায়নি।

এব্যাপারে তৃণমূল সূত্রে খবর, আন্দোলনে তৃণমূলের আপত্তি নেই। বরং সমর্থন রয়েছে। কিন্তু সমস্যা রয়েছে অন্য জায়গায়। ডলোমাইট প্রকল্প রুখতে অনেকদিন ধরে আন্দোলন করছে শিশুবাড়ি নাগরিক নামে একটি অরাজনৈতিক কমিটি। ওই কমিটিতে রয়েছেন তৃণমূলের একাধিক নেতা। তবে, ওই গোষ্ঠীর বিরোধী কয়েকজন নেতা, জনপ্রতিনিধি রয়েছেন নতুন কমিটিতে। সমস্যা এখানেই। একটি গোষ্ঠীর অভিযোগ, আন্দোলন নিয়ে একটি সংগঠন থাকলেও আরেকটি সংগঠন তৈরি করে আন্দোলনের নামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জনমানসে খারাপ প্রভাব ফেলছে। শনিবার এনিয়ে শিশুবাড়িতে তৃণমূলের অন্দরে বেশ সরগরম হয়। কমিটির সদস্য তথা পঞ্চায়েতের সদস্য এনামুল হককে ফোন করা হলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শীতের সকালে।। *শীতলকুচির গোঁসাইরহাটে ছবিটি তুলেছেন দিলীপ বর্মন।*

'বাবা কোথায়?' প্রশ্ন শিশুকন্যার মুখে

প্রতিবাদী তরুণ খুনে স্তব্ধ এলাকা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : শুক্রবার রাতে বাবা প্রিয় চকোলেট দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বাবা আর ঘরে ফেরেননি। প্রসেনজিতের তিন বছরের শিশুকন্যার মুখে এখন একটাই প্রশ্ন 'বাবা কোথায়?' বারবার সে একই কথা জিজ্ঞাসা করছে। সকলে তাকে ভুলিয়ে রাখতে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। 'বাবা ঘুরতে গিয়েছে, কয়েকদিন পরে আসবে' বলে আত্মীয়রা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এই কঠিন পরিস্থিতি কাটাতে পরিবারের সদস্যরা কয়েকদিন পর তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে বাপের বাড়ি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিবেশী সুবীর পণ্ডিত অবশ্য প্রশাসনের কাছে প্রসেনজিতের স্ত্রীর জন্য কাজের ব্যবস্থার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে অভিযুক্ত পরিকল্পিতভাবে, নাকি ঝোঁকের বসে খুন করেছে তা জানতে পুলিশ তদন্ত করছে।

প্রসেনজিতের আত্মীয় অঞ্জনা বর্মন, বিরাজ বর্মন, কমলচন রায়দের কথায়, প্রসেনজিতের বৃদ্ধ বাবা, মা বয়সের ভারে কাজ করতে পারেন না। তাই নাতনি ও বৌমার ভবিষ্যৎ তাঁদের ভাবাচ্ছে।

শুক্রবার রাতে প্রসেনজিৎ প্রতিবেশী বানাতু রায়ের হাতে খুন হন। সেই থেকে তাঁর স্ত্রী ও বাবা-মায়ের খাওয়াদাওয়া একপ্রকার বন্ধ। বোন ও পরিজনরা সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছেন। মুখে খাবার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

শনিবার সারাদিন প্রসেনজিতের বাড়ির সামনে উপচে পড়া ভিড় ছিল। তবে রবিবার বাড়িতে আত্মীয়দের উপস্থিতি বেশি দেখা গিয়েছে। মৃতের বাবা, মা ও স্ত্রী নিজেদের কার্যত গৃহবন্দি করে রেখেছেন।

প্রসেনজিৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সংসার চালানো এখন দায় হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে সকলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। প্রসেনজিতের বাবা বয়সের জন্য বাড়িতে থাকেন। চিকিৎসা সহ খাবারের খরচ কীভাবে আসবে কেউ বুঝতে পারছেন না।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্ত বানাতু বিভিন্ন সময় স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়িয়েছে। এর আগেও বানাতুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ হয়।

এমনকি তাকে কয়েকদিন জেল খাটতে হয়েছিল বলে স্থানীয়রা জানান। এলাকায় একটি রাস্তার জন্য জমির প্রয়োজন ছিল। বানাতু সেই রাস্তার জমি দিতে চায়নি। এই নিয়ে একাধিকবার গণ্ডগোল বাধে। এমনকি অভিযুক্ত বিভিন্ন সময় মধ্যরাত পর্যন্ত মদ্যপ অবস্থায় হইহট্টগোল ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করত। এই নিয়ে প্রতিবেশীরাও ক্ষুব্ধ।

কিন্তু মারধর বা খুনের মতো ঘটনা কখনও ঘটেনি। শুক্রবার রাতে একটি টি-শার্ট পরে প্রসেনজিৎ অভিযুক্তর বাড়িতে যায়। বাড়ির সামনে অন্ধকারের সুযোগে বানাতু প্রসেনজিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর বাড়ির লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় প্রসেনজিৎকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মৃত্যুর আগে মায়ের কোলে মাথা রেখে বাঁচার জন্য কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ছেলের সেই মুখ মা মঞ্জু রায় কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

সরুগাঁওয়ের সুরেন যেন রবার্ট ব্রুস

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১২ জানুয়ারি : স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের গল্পটা মনে আছে? বারবার প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে হেরেও হাল ছাড়েননি। তেমনই হাল ছাড়েননি সরুগাঁওয়ের সুরেন ওরাওঁ। ইতিমধ্যে বার পনেরো তাঁর বাড়ি ভেঙে দিয়েছে হাতি। তারপরেও ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন তিনি।

পরাজিত সেই স্কটল্যান্ডের রাজা গুহায় লুকিয়ে থাকার সময় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এক মাকড়সার হাল না ছাড়া মনোভাব দেখে। তারপর যুদ্ধে জিতেওছিলেন তিনি। তবে হাতির সঙ্গে এই 'যুদ্ধে' ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সুরেন। হাতির হানা ঠেকাতে ঠেকাতে জঙ্গলঘেঁষা ওই বাড়ির মালিক নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন। প্রতিবেশীরাও বলছেন, হাতি জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে প্রত্যেকবার সুরেনের ঘরবাড়ি ভাঙবেই ভাঙবে।

ঠিক সেটাই হয়েছে শনিবারও।

সুরেন ওরাওঁ

সেদিন রাত ১০টা নাগাদ একটি হাতির দল দলগাঁও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আগে সুরেনের দুটি ঘরে তাণ্ডব চালায়। সেখান থেকে তিনটি ধানের বস্তা শুঁড় দিয়ে টেনেহিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে যায়। চোখের সামনে সবকিছু ঘটতে দেখলেও টুঁ শব্দটি করার সাহস পায়নি সুরেন ও তাঁর পরিবার। পরে প্রতিবেশীরা আগুন নিয়ে দৌড়ে এলে হস্তিবাহিনী চম্পট দেয়।

সুরেন বলেন, 'বহুবছর ধরে আমার বাড়ি ভাঙচুর করে হাতির পাল। এনিয়ে ১৫ বার তো হবেই। পাকা ঘর বানালেও রেহাই পাইনি।'

বন দপ্তরও এব্যাপারে কিছু বলতে পারছে না। আসলে শিসাবাড়ির সরুগাঁও এলাকাটি দলগাঁও জঙ্গল লাগোয়া। এলাকাটিকে দুই দিকে ঘিরে রেখেছে তাতাসি ও কলি নদী। ফলে হাতির হামলা হলে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ারও কোনও রাস্তা নেই। সুরেন ছাড়াও এলাকার অন্য বাসিন্দারাও হাতির বারবার হানায় তিতিবিরক্ত। স্থানীয় নিত্যেশ্বর শৈব বলেন, 'হাতির হামলায় চাষবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।' আরেক স্থানীয় কল্পনা ওরাওঁ বলেন, 'খুবই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাই। হাতির ভয়ে বিকেলেই রাতের রান্না-খাওয়া শেষ করতে হয়। এভাবে তো আর থাকা যায় না।'

ক্রিকেট ম্যাচ ঘিরে মেলা, ভূরিভোজ

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১২ জানুয়ারি : সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ (এসপিএল) ক্রিকেট সিজন-৫ ফাইনাল খেলা ঘিরে অসম-বাংলা সীমানার নাজিরান দেউতিখাতায় টানটান উত্তেজনা ছিল। রবিবার সকাল থেকে খেলার মাঠের চারপাশে স্থানীয় দোকানিরা রকমারি খাবারের দোকান সাজিয়ে বসেন। উদ্যোক্তাদের তরফে দর্শকদের জন্য পেটভরে খিচুড়ির ব্যবস্থা ছিল। খেলার মাঠে এমন এলাহি আয়োজনে আট থেকে আশি বেজায় খুশি। বারবিশা লালস্কুলের বাসিন্দা রবি দাস বলেন, 'এনিয়ে দু'বার এসপিএল ফাইনাল খেলা দেখতে এলাম। এত বড় ক্রিকেট খেলার আয়োজন এ তল্লাটে আর হয় না। খেলাধুলোর পাশাপাশি

দর্শকদের জন্য খিচুড়ি রান্না চলছে। রবিবার। নাজিরান দেউতিখাতায়।

সুস্থ সংস্কৃতিমনস্ক সমাজের কথা যে আয়োজকরা ভাবেন তা দেখে ভালো লাগল।' খেলা সম্পর্কিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশপাশের গ্রামের বেশ কয়েকটি স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা অংশ নেয়। প্রতিটি স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে আয়োজকরা পুরস্কার তুলে দেন।

মাঠের দক্ষিণ দিকে জায়েন্ট স্ক্রিন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে চিয়ার লিডারদের নাচ দর্শকদের বাড়তি আনন্দ ও উৎসাহ জুগিয়েছে। গোঁসাইগাঁও, শিমুলটাপু, বাজুগাঁও, শ্রীরামপুর, সাপকাটা, ভাওরাগুড়ি সহ নিম্ন অসম থেকে বিদ্যুৎ সরকার, সমীর নাজারি, বিমল মোছারি, রিঙ্কু আহমেদদের মতো অনেকে এসপিএল ফাইনাল খেলা দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমোদ নাজারির কথায়, 'খেলা দেখতে এসে কোনওরকম অসুবিধা হয়নি। আয়োজকরা পানীয় জল থেকে শুরু করে বিনামূল্যে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।'

ভেলপুরি ও ভাপা পিঠে বিক্রেতা ব্রজগোপাল বর্মন জানান, ভালো ব্যবসা হয় বলে তিন বছর ধরে এখানে ফাইনাল খেলার দিন দোকান দিচ্ছেন। দুপুরের আগে সমস্ত আখ শেষ হয়ে যাওয়ায় চওড়া হাসি আখের রস বিক্রেতা অমর বিশ্বাসের মুখে। এখনও তো ফার্স্ট ইনিংসের খেলা শেষ হল না। কোথায় যাচ্ছেন? হেসে জবাব, সামনেই বাড়ি। আখ আনতে যাচ্ছি। মিক্সড ফ্রুট বিক্রেতা গোকুল দাসের প্রতিক্রিয়া, 'জোড়াই অষ্টমীঘাট থেকে এসেছি। মাঠের চারপাশে রকমারি খাবারের প্রচুর দোকান। খুব ভালো ব্যবসা হয়েছে বলব না। ক্রিকেট ভালোবাসি। তাই এসেছি। খেলা দেখা হল। ব্যবসাও করলাম।'

উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সভাপতি মিঠুন সরকার বলেন, হাজারের বেশি মানুষ খেলা দেখার পাশাপাশি পিকনিকের মেজাজে গরম গরম খিচুড়ি খেয়েছেন। মহিলা দর্শকদের জন্য মাঠের পাশে আলাদাভাবে বসার শেড করে দেওয়া হয়েছে। ক্রিকেটের টানে তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে মহিলাদের মাঠে উপস্থিতি দেখে খেলা আয়োজনে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৫ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ পৌষ ১৪৩১

নজর দিল্লিতে

আসনসংখ্যার দিক থেকে যত ছোট বিধানসভাই হোক না কেন, দিল্লি দখল করতে কে না চায়! বরাবরই দিল্লি মর্যাদার লড়াইয়ের প্রতীক। বিশেষ করে সর্বভারতীয় শাসকদলের তো বটেই। তাই হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পর দিল্লি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ এবং রাহুল গান্ধির কংগ্রেসও হাত গুটিয়ে বসে নেই। ৫ ফেব্রুয়ারির দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে এবার এক জটিল অঙ্ক।

গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও আপ-বিজেপি-কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে দিল্লিতে। ২০২০-তে ৭০ আসনের বিধানসভায় আপ পেয়েছিল ৬২, বিজেপি ৮টি। ২০১৫ সালে আপের আসন ছিল ৬৭, বিজেপি'র ৩। টানা দশ বছর দিল্লিতে শাসন কেজরির দলের। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল পাচ্ছেন দিল্লিবাসী। মহিলাদের নিখরচায় বাস-যাতায়াত। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা, সঞ্জীবনী যোজনা।

মহিলা সম্মান যোজনায় দেওয়া হয় ১০০০ টাকা। জিতলে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দিল্লির মানুষ আপের রাজত্বে অখুশি নন। কিন্তু কেজরিওয়ালদের সততার ভাবমূর্তিতে কালির ছিটে লেগেছে। সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী, কেজরিওয়ালের ভুল আবগারি নীতির খেসারত দিতে দিল্লি সরকারের ২০২৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। আবগারি দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস তিহারে ছিলেন কেজরিওয়াল। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াও জেলে ছিলেন।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সাজাতে কোটি কোটি টাকা খরচ, দিল্লির নিকাশিনালা, জমা জল, যমুনায় দূষণ ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ উঠছে। ফলের আপের ভাবমূর্তির একেবারে দফারফা। আপের বিরুদ্ধে দুর্নীতিকেই বড় অস্ত্র করে বাজিমাতে মরিয়া বিজেপি। ভোটযুদ্ধে বিজেপির বড় ভরসা নরেন্দ্র মোদি। একসময় দিল্লিবাসী সুষমা স্বরাজ, মদনলাল খুরানার মতো ব্যক্তিত্বদের বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন। এবার সরকার দখলে কোমর বাঁধছে গেরুয়া শিবির।

লোকসভা ভোটে আপ-কংগ্রেস ছিল একজোট। কিন্তু দিল্লির সাত আসনেই জেতে বিজেপি। স্বাভাবিকভাবে বিজেপির মনোবল তুঙ্গে। বিজেপি জানিয়েছে, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। আপ জমানার নানা সুযোগসুবিধা বন্ধ না করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো দিল্লি দখলে আরএসএস উঠেপড়ে লেগেছে।

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কিছুটা ছন্নছাড়া অবস্থা আছে তো ঠিকই। যদিও লোকসভা ভোটে দিল্লিতে না পেলেও সারা দেশে প্রায় ১০০ আসন জিতেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আপ-কংগ্রেস লড়ছে আলাদাভাবে। 'ইন্ডিয়া' জোট টিকিয়ে রাখা নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠেছে।

এই বিড়ম্বনার মধ্যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু উজ্জীবিত। তাদের সাফ কথা, কংগ্রেস কোনও এনজিও নয়, একটা রাজনৈতিক দল। সংকটের মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা তাদের আছে। এবার কংগ্রেস ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য কভার এবং 'পেয়ারি দিদি যোজনা'-তে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর দিল্লিতে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শীলা দীক্ষিত। অর্থাৎ দিল্লি শাসনের অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের ভালোই আছে। সেই শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিত এবার ভোটপ্রার্থী। তবে তরুণ প্রজন্মের ক'জন শীলা দীক্ষিতের নাম শুনেছে সন্দেহ। বাস্তবে এই ভোটে কংগ্রেসের হারানোর কিছু নেই। কংগ্রেস আপের ভোট কাটবে। তাতে কিছু আসন হাতছাড়া হতে পারে কেজরির। বৈতরণি পার হওয়া কেজরিওয়ালের পক্ষে খুব সহজ হবে না।

আবার বিজেপির অসুবিধা, জিতলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, কেউ জানে না। তবে দিল্লি বিধানসভার ভোট তিন দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। পরাজয় যে দলের হোক, সেটা তাদের পক্ষে হবে চরম বিড়ম্বনার। দেশ এখন ৮ ফেব্রুয়ারির ফলের অপেক্ষায়।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

হলিউডের হৃদয়ে আগুনের ডালপালা

লস অ্যাঞ্জেলেস ভূমিকম্পপ্রবণ। বাড়িতে ইট, সিমেন্ট, লোহার বদলে কাঠের ফ্রেমের ব্যবহার বেশি। সমস্যা এখানেই।

রুমি বাগচী

লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রতি বছরই বাড়ির জানলা দিয়ে দেখি, দূরে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলছে।

এই আগুন কিন্তু ইকো সিস্টেমেরই একটি অঙ্গ। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে প্রকৃতি নিজেই আগুন জ্বালায়। মরা, পুরোনো গাছ পুড়ে মাটিতে নতুন সার হয়। সেখানে নতুন চারাগাছ জন্মায়। অরণ্যের নবীকরণ।

কিন্তু এবার ধিকিধিকি আগুনকে হঠাৎ এক ঝড় মারাত্মক করে তুলল। দাবানলের খুব একটা দোষ ছিল না। 'রক্তকরবী'তে আছে -- "বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।"

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। আমার জানলা দিয়ে এবার আগুন একদম কাছে। আকাশ কালো। মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া।

এবার কী করে যেন সেই ধিকিধিকি আগুন আর ঝড় একসঙ্গে এসে মারাত্মক হয়ে উঠল। তার সঙ্গে যোগ হল অসম্ভব শুকনো বাতাস আর কম বৃষ্টি।

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আজকাল তো দাবানলের মতোই দ্রুত খবর ছড়ায়। তাই লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন অন্য কোনও দেশকে না ছুঁতে পারলেও খবর ছড়িয়ে গিয়েছে সারা পৃথিবী।

শনিবার সকালে যে সময় লেখাটা লিখছি, তখনকার খবর এল এ শহর ও তার কাউন্টি মিলিয়ে ছ'জায়গায় আগুন জ্বলছে। তার মধ্যে প্যালিসেডস, আর্চার ও ইটনের আগুন এখনও ভয়াবহ। লিডিয়া, হার্স্ট এসব জায়গার আগুন অনেকটা আয়ত্তে। আমার জানলা দিয়ে আকাশ কালো, এবার আগুন একদম কাছে। মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া। আর সেলফোনে অহরহ অ্যালার্ট।

প্যালিসেডস সমুদ্রের ধারে। হলিউড সেলেব্রিটিরা থাকেন সেখানে। ইটন আমার বাড়ির একদম কাছে। লিখতে লিখতেই জানলা দিয়ে আগুন এবং ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

আমেরিকায় অদ্ভুত পরিস্থিতি। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মর্মান্তিক মৃত্যুতেও যে আমেরিকার স্কুল একদিনও বন্ধ হয়নি, সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেস ও তার কাউন্টির সব স্কুল গত তিনদিন বন্ধ।

এক হাজারের মতো বাড়ি পুড়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা এগারো। সরকার ইমার্জেন্সি ও রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছে।

প্যালিসেডসে সাধারণভাবে হলিউড তারকা, প্রযোজকরা থাকেন। আর ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, মেকআপম্যান, সেট ডিজাইনারের মতো শিল্পীরা থাকেন বারব্যাংকে। যেটা ইটন ফায়ারের কাছে। বোঝা যাচ্ছে, হলিউডও আপাতত থমকে গিয়েছে। কে কাজ করবে! এমন ঘটনা আমেরিকা দেখেনি আগে। প্যালিসেডসে এই মুহূর্তে একটি মানুষও নেই, বারব্যাংকেও তাই। সবাই চলে গিয়েছেন অন্য কোথাও। ভাবতে পারেন, এমন শহরে লোকই নেই একটাও।

পরিস্থিতি বুঝবেন, একটা তথ্য শুনলে। ওয়ার্নার্স ব্রাদার্স স্টুডিও, ইউনিভার্সাল স্টুডিও, ডিজনির অফিস, ডক্টর ওডিসি, গ্রেইস অ্যানাটমি, দ্য প্রাইস ইজ রাইটের মতো অজস্র টিভি শো বন্ধ। বন্ধ সিনেমার প্রিমিয়ারও।

মেয়র তীক্ষ্ণ চোখ রাখছেন। আগুন কাছে এলেই, সেখানকার মানুষদের সরকারি আবাসে চলে আসার জন্য ই-মেল আর ফোনে অ্যালার্ম পাঠানো হচ্ছে। আর ফায়ার ফাইটাররা প্রাণ দিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়াই করছেন। শুনলাম, নেভাডা থেকেও প্রচুর ফায়ার ফাইটার চলে এসেছেন।

অনেকের কৌতূহল, কী কী ভাবে তাঁরা চেষ্টা করেন? বুলডোজারের মতো ভারী যন্ত্র দিয়ে গাছ কেটে ফেলে আগুনের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করেন প্রথমে। ওদিকে পাম্প, হেলিকপ্টার, প্লেন থেকে রাশি রাশি জল ঢালা হয়। আমেরিকার সমস্ত রাস্তায় কিছুদূর অন্তর জল নেওয়ার আউটলেট থাকে। যেখানে গাড়ি পার্ক করলে মারাত্মক ফাইন।

এই সময় দেখতে পাচ্ছিলাম, আকাশ থেকে তীব্র লাল রঙের ফস-চেক নামের আগুন নিরোধক কেমিক্যাল ও সারের মিশ্রণ ছড়ানো হচ্ছে। লাল রং কেন? পাইলট যাতে দেখে বুঝতে পারেন, কোথায় ইতিমধ্যেই ছড়ানো হয়েছে। তীব্র হাওয়ার জন্য অবশ্য প্রথম দিকে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা যায়নি। এখন দেখতে পাচ্ছি, অনেক হেলিকপ্টার কাজ করছে।

এক লক্ষ আশি হাজার মানুষকে সরকার বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে আবাসে রাখার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে খাবার, এসি, ইন্টারনেট সব দেওয়া হচ্ছে। আর দু'লক্ষ মানুষকে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আমার পরিবারও।

লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িগুলো কিন্তু সাধারণ বাড়ির মতো নয়। খুব তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। এমনিতে এলএ ভূমিকম্পপ্রবণ শহর। তাই এই বাড়িগুলোতে ইট, সিমেন্ট, লোহা খুব কম ব্যবহার করা হয়। হালকা করার জন্য কাঠের ফ্রেম ব্যবহার হয়। এই আগুনের ডালপালা দেখার পর হয়তো আবার অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে। যাতে ভূমিকম্প ও আগুনকে একসঙ্গে সামলানো যায়।

এসবের মধ্যে চলছে আরেকটা ব্যাপার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরকে রসালো করে খেতে দেওয়া। অনেক ভুলভাল খবর রটছেও। বলা হচ্ছে, জানলা ভেঙে জিনিসপত্র লুটপাট চলছে। আসলে উদ্ধার করার ভিডিওকে লুটপাটের ঘটনা বলে দেখানো চলছে। জলের অভাব কখনোই হয়নি। জলের মান সামান্য নষ্ট হওয়ায় সরকার ওই জল পান করতে নিষেধ করে ফ্রিতে জলের বোতল সাপ্লাই করছে।

পৃথিবীজুড়ে সবচেয়ে অলীক কাহিনী হল, বিশ্বখ্যাত হলিউড সাইনে নাকি আগুন লেগে গিয়েছে। এটা একেবারে ভুল। এটা একদমই কল্পকাহিনী। হয়তো এরপর একটি জমাটি ফিল্মও হয়ে যাবে।

আগুন লাগার আগেই হলিউড সাইনের চারপাশে দু'মাইল জায়গা একেবারে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। আগুনের সঙ্গে লড়াই যেমন চলছে, তেমন বাইডেন সরকারের দিকে ফেমা ও রেডক্রসের মতো নানা বিখ্যাত সংস্থা সাহায্যের শক্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যারা ক্ষতি হয়ে যাওয়া সম্পত্তির বেশ অংশ ও চার মাস বাড়িভাড়া করার অর্থ দিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তকে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন রাজ্যকে এই দুর্যোগ সামলানোর সমস্ত খরচ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। ক্রেডিট ইউনিয়ন সহ নানা ব্যাংক ইতিমধ্যেই বিনা সুদে অর্থ ধার দেওয়ার কথা দিয়েছে। 'ভ্যালি কাউন্টি মার্কেট' দুর্গতদের জামাকাপড়, খাবার ও বাথরুম ব্যবহারের জিনিস দিয়ে সাহায্য করছে। এছাড়া খাওয়া, ইন্টারনেট সহ শেলটারের ছড়াছড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে সরকার এত খেয়াল রাখছে, আগুন কাছে আসার আগেই সবাইকে সরিয়ে নিচ্ছে, তবু এগারোজন মানুষ মরলেন কেন?

খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, আমাদের এলাকায় আগুন গায়ে এসে ছ্যাঁকা না দেওয়া পর্যন্ত অনেকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি। যেমন আমিও চাই না। আর যখন আগুন চলে এসেছিল, তখন চারপাশে উদ্ধার করার আর কেউ থাকে না।

অ্যান্টনি মিশেল আর তাঁর ছেলে জাস্টিন মিশেল দুজনেই অসুস্থ ছিলেন। হাঁটতে পারতেন না। বাড়ির সঙ্গে নিজেদের সহমরণকে ওঁরা বেছে নিয়েছেন। আবার কেউ হয়তো হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন।

ওয়ার্নিং পেয়েও অরলিন লুই কেলি তাঁর চল্লিশ বছরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ছেড়ে যাননি। বাড়ির প্রতিটি কোণ তাঁর প্রিয়। না হোক সেসব জীবন্ত মানুষ। তাই বলে ছেড়ে যাব! এনেট রোসিল্লি, পঁচাশি বছর, প্যালিসেডসের বাড়ি ছেড়ে, পোষা কুকুরকে ছেড়ে যেতে চাননি। এমনই সব ঘটনা। যদিও ঘোড়া সহ সব রকমের পোষ্যদেরও শেলটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যা শুনছি, তাতে সোমবার হাওয়ার জোর নাকি আবার একটু বাড়বে। আমার এ পরবাসে আমার সন্তানদের শৈশব-কথা ছাড়া স্মৃতি আর তেমন কই! তবু নিজের হাতে সাজানো এই বাড়ি-বাগান আগুনের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে কি ইচ্ছে করবে? কিন্তু দরকার হলে যেতে হবে।

"সরিয়ে নিও পুড়তে পারে যা যা/
আসবাব আর জীবন জোড়া ফাঁকা"

সব কি সরানো যায়? তবে স্মৃতির জায়গা তো মনে। সেখানেই সে থাকবে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। এখন থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেসে।)

আজ

১৯৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নবনীতা দেবসেন।

১৯৪৯

রাকেশ শর্মা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

'ইন্ডিয়া' জোট এককাট্টাই আছে। বিজেপিকে মোকাবিলা করার জন্য আঞ্চলিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি এই জোটকে শক্তিশালী করতে দায়বদ্ধ এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইরত দলগুলির পাশে রয়েছে দৃঢ়ভাবে।

- অখিলেশ যাদব

ভাইরাল/১

মহিলা হেনস্তায় অভিযুক্ত মানুষ নয়, একটি বাঁদর। ঝাঁসির এক দোকানে ঢুকে পড়েছিল সে। সেখানে ওই মহিলা ক্রেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড়ে চড়ে বসে। জুতোও খুলে নেয়। ভয়ে জড়সড়ো মহিলা। সেই ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে।

ভাইরাল/২

রাশিয়ার বিমানবন্দরে ব্যাগেজ কনভেয়ার বেল্টকে যাত্রীদের চলার রাস্তা ভেবে উঠে পড়েন এক মহিলা। পৌঁছে যান লাগেজ চেক ইন জোনে। সুটকেসের বদলে মহিলাকে দেখে অবাক কর্মীরা। ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন জনমত

বিবেকানন্দ যেন ইতিবাচক মানসিকতার পূর্ণ বিগ্রহ

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট এক তরুণ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমেরিকার সব অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যকে এক করলেও এই তরুণের জ্ঞানের সমকক্ষ হবে না।' আবার সেই অধ্যাপকই নবীন সন্ন্যাসীকে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভার পরিচয়পত্র চাইতে গিয়ে বলেন, 'আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করার অর্থ একই।'

স্বামীজির পাশ্চাত্যের সাফল্যের সংবাদ পরাধীন ভারতের যুব চিত্তকে গর্বে, গৌরবে শুধু আত্মবিশ্বাসী করে তোলেনি, বিপ্লব-আন্দোলনে এক জাগরণ ঘটিয়েছিল। বাংলার ছাত্রদের ঘরের দেওয়ালে বিবেকানন্দের বাণী লেখা থাকত। তাঁর বই ছিল অবশ্যপাঠ্য। রাওলাট রিপোর্ট বারবার বলেছে, বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা যুবসমাজের মধ্যে ভয়ংকর।

আধুনিক যুবসমাজ যখন বিভিন্ন কারণে কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত, তখন আরও একবার আমরা রবি ঠাকুরের সেই কথাকে স্মরণ করি যেখানে তিনি স্বামীজিকে ইতিবাচক মানসিকতার এক পূর্ণ বিগ্রহ হিসাবে তুলে ধরেছেন। স্বামীজির প্রাণপ্রদ বাণীর মধ্যে থাকা উপাদানকে আশ্রয় করে আমাদের দেশের যুবসমাজ হতাশা কাটিয়ে নতুন আলোর সন্ধান পাবেই পাবে।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

শান্তি, ঐক্যে এখনও প্রাসঙ্গিক স্বামীজি

রবিবার ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। শতবর্ষ পরেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। বরং নতুন করে তা স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

একদিন তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে সর্বধর্মের কথা বলেছিলেন। তবে বর্তমান সমাজে যা ঘটে চলেছে তাতে স্বামীজি বা তাঁর বাণীকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এটা কাম্য নয়। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে শান্তি, মৈত্রী, সংহতি, ঐক্য ও মহামিলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর বাণী বিস্মৃত হয়েছি। আদর্শ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছি। আমাদের মধ্যে প্রবল উন্মত্ততা। বিশ্বজুড়ে মারামারি আর রক্তস্রোত। অন্ধ তামসিকতা এখনও আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আজও আমাদের বিভ্রান্ত করে। অথচ বিবেকানন্দ এমন হিংসা-উন্মাদনা চাননি।

বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন বারবার নতুন করে স্বামীজির উদার, কল্যাণমুখী সমন্বয়ের ধর্মনীতির কথা স্মরণ করি। তাঁর চলার পথকে যেন নিজেরা অনুসরণ করে চলতে পারি এবং নতুন প্রজন্মকেও যেন চালাতে পারি।

মমতা চক্রবর্তী
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যে গাছের পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথ

কালিম্পংয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য গৌরীপুর হাউস নতুন করে সেজে উঠছে। বাঙালিদের পক্ষে যা খুব ভালো খবর।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

আজও উত্তরবঙ্গের পাহাড়দেশে পাইন জুনিপারের ভিড়ে মিশে আছে একটি কর্পূর গাছ। কালিম্পংয়ের শীর্ষ দেশে 'গৌরীপুর হাউস'-এর সামনে মাথা উঁচু করে জীবনের স্থায়িত্বের অহমিকায় বেঁচে আছে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লাগানো তাঁর অতি প্রিয় কর্পূর গাছটি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন কি না তার নথি পেশ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী, তা কবি নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন।

যেখানে আফগানিস্তানের রাজকুমারীর বাড়িটি আজও হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে তারই একধাপ নীচে প্যাঁচানো রাস্তায় কিলোমিটারখানেক নেমে এলে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তৈরি বাড়ি 'গৌরীপুর হাউস'। আফগানিস্তানের রাজকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িটি হাতবদল হয়ে গিয়েছে। পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী মহাদেব ছেত্রীর কথা অনুযায়ী আজ তা 'ভিলা' (সম্পূর্ণ বাড়ি) হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়। হয়তো রবীন্দ্র-প্রভাবেই গৌরীপুর হাউস ভিলা বা হোমস্টেতে পরিণত হয়নি। কেননা রবীন্দ্রনাথ বিক্রয়যোগ্য নন। রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী, চিরকালীন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তাকে অবিকৃত রেখে পুনর্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কালিম্পংয়ের পাহাড় ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বার চারেক এসেছিলেন বাড়িটিতে। রবীন্দ্রনাথ এমন এক কৃতী বাঙালি, যেখানে যেখানে তিনি পা রেখেছেন সেই জায়গা হয়ে

উঠেছে বাঙালির তীর্থস্থান। পাহাড় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল গৌরীপুর হাউস। চারপাশের অখণ্ড নিরিবিলি পরিবেশে বাড়িটি বিশ্বকবির স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আজও অপেক্ষা করে আছে 'জন্মদিন' কবিতার প্রতিধ্বনি কাঞ্চনজঙ্ঘায় বাধা পেয়ে ফিরে আসার জন্যে। আকাশবাণীর সৌজন্যে এক ঋষিকবির আবৃত্তি গোটা বাঙালি জাতি শুনবে বলে টেলিফোনের খুঁটি বসানো হয়েছিল শৈলশহর কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউসে।

গৌরীপুর হাউসের গাড়িবারান্দার খোলা ছাদ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। তারই সামনে প্রবাদপ্রতিম কর্পূর গাছটা। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস নিলে কর্পূরপাতা জানিয়ে যায় কবির স্পর্শ। কবি পাহাড়দেশে কর্পূর গাছ লাগিয়েছিলেন কী মনে করে? সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুষ্কর। হয়তো ঔষধিগুণ কবিকে গাছটি লাগাতে উৎসাহ দিয়েছিল। হয়তো পাতার সুগন্ধের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি।

বিস্ময়কর ব্যাপার এটাই যে- এত বছর পর গাছটা মহীরুহ হয়ে উঠেছে। গৌরীপুর হাউসের আধুনিকীকরণের কাজে নিযুক্ত মিস্ত্রি ও শিল্পীরা পর্যটক গেলে নিজেরাই গাইড হয়ে উঠতে ভালোবাসেন। জাতিতে বাঙালি এক কাঠমিস্ত্রি কয়েকটি লালচে ছোট ছোট পাতা হাতে দিয়েছিলেন। হাতে ঘষে নিয়ে নাকে ধরলে কর্পূরের সাত্ত্বিক সুগন্ধ মনকেও জীবাণুমুক্ত করে তোলে। এই গন্ধ একদিন রবীন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছিল, আজও পর্যটকদের রবীন্দ্র-অস্তিত্বে অভিভূত করে এই গাছ।

গৌরীপুর হাউস স্বমহিমায় ফিরছে সরকারি উদ্যোগে। মরচে পড়া টিন সরে গিয়ে লাল রঙের টিন বসেছে। জানলা-দরজার পুরোনো ডিজাইন অক্ষত রেখে নতুন করে করা হচ্ছে। পুরোনো আসবাবগুলো মেরামতির অপেক্ষায়। একবার স্পর্শেই শিহরণ জাগে। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির হাতলে স্পর্শ করে শ্রদ্ধায় হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। যে হাতলে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ লেগে আছে তাকে ছুঁতে চাওয়াও তো ধৃষ্টতা!

কুয়াশায় পাহাড় আড়াল হলে ঢেকে যায় গৌরীপুর হাউস। লোকচক্ষুর অন্তরালে 'আবার ফিরে আসতে চাওয়া' অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য পদচারণায় কর্পূর গাছের জীর্ণ পাতা থেকে ভেসে আসে মর্মরধ্বনি এবং তাতে মিশে থাকে কবির কণ্ঠস্বর।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। উইয়ের ঢিপি, মাটির স্তূপ, গলগণ্ড ৪। শিবের ধনুক, ধনুকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ৫। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি ৭। ভয়ংকর, ভয়ানক ৮। কড়ি, অর্থ ৯। ইহুদি, খ্রিস্টিয় ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরবিরোধী পাপাত্মা, দুর্বৃত্ত ১১। গুজরাটি সম্মিলিত নৃত্য ১৩। গৃহিণী, পরিচালিকা, অধ্যক্ষা ১৪। খয়ের, খয়ের গাছ, ১৫। হলুদ রং, পীতবর্ণ।

উপর-নীচ : ১। প্রিয়, পতি ২। হলুদ, পুরাণোক্ত মুনি যার শাপে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হয়েছিল ৩। জাদুর মন্ত্রতন্ত্র ৬। সোনা ৯। শামুক, যে শূদ্র তপস্বীকে রামচন্দ্র হত্যা করেন ১০। গোলমাল, ঝঞ্ঝাট ১১। স্বার্থ, আগ্রহ ১২। মেঘ, জলধর।

সমাধান ■ ৪০৩৭

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। মাগ্গি ৫। মাসকাবার ৭। কবোষ্ণ ৯। বনাত ১১। আমজনতা ১৪। গদর ১৭। মরমর।

উপর-নীচ : ১। মিতবাক ২। মহিমা ৩। মালিকা ৪। গিটার ৬। বাহানা ৮। বোষ্টম ১০। তরতর ১১। আবেগ ১২। জহর ১৩। তালিম।

বিন্দুবিসর্গ

নতুন পাঠক্রম

সাইবার অপরাধ রুখতে এবার অষ্টম শ্রেণি থেকে নতুন পাঠক্রম চালু করছে শিক্ষা দপ্তর। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষায় বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

বাঘের আতঙ্ক

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির মৈপীঠের লোকালয়ে ফের বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। কয়েকদিন আগেই এখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল। ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ধৃত মূল চক্রী

কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় মূল চক্রীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত আদিল বিহারের পাপ্পু চৌধুরী গ্যাংয়ের সদস্য। সে এই ঘটনার মূল মাথা বলে পুলিশের দাবি।

গ্রিন করিডর

বিতর্কিত স্যালাইন ব্যবহারের ঘটনার তদন্ত করতে রবিবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে যায় এক বিশেষজ্ঞ দল। আশঙ্কাজনক তিন প্রসূতিকে গ্রিন করিডর করে এদিন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

অসুস্থ দুই তীর্থযাত্রীকে হেলিকপ্টারে কলকাতায়

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : সোমবার রাত ফুরোলেই 'শাহি স্নান'। গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে তাই দলে দলে পুণ্যার্থীদের আসা শুরু হয়েছে। শনিবার ভোররাত থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধুসন্তরা হাওড়া স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। খাবার, জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা পয়সায়। আছে স্বাস্থ্যশিবিরও। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে গিয়ে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের হেলিকপ্টারে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভর্তি করা হয়েছে বাঙ্গুর হাসপাতালে।

যে দুই পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকির বাসিন্দা। নাম ঠাকুর দাস। বয়স ৭০। স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সাগরের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে 'এয়ার লিফট' করে কলকাতায় আনা হয়। অপরজন হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালদির

হাওড়া থেকে এক টিকিটে গঙ্গাসাগর

মহারানি মণ্ডল (৮৫)। তাঁকেও 'এয়ার লিফট' করে কলকাতায় এনে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের মকর স্নান। এবছর দেড় কোটিরও বেশি ভক্ত স্নান করতে আসবেন বলে ধারণা প্রশাসনের। যে সমস্ত ভক্ত আগেভাগেই চলে এসেছেন, তাঁরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি ঘুরে দেখছেন। রবিবার থেকেই কালীঘাট যাওয়ার বাসে ভিড় উপচে পড়ছে। হাওড়া স্টেশনের বাইরে তীর্থযাত্রীদের খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুদানের আশ্বাস সুকান্তর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সম্মতি দিলে গঙ্গাসাগরের জন্যে কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দরবার করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কে একথা বলেছেন সুকান্ত। কুম্ভমেলার জন্য কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দিলেও বাংলার গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কোনও অর্থই দেয় না। প্রতিবারই গঙ্গাসাগরমেলাকে ঘিরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'উত্তরপ্রদেশের সরকার যৌথভাবেই কুম্ভের আয়োজন করে। এখানে সাগরমেলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে রাজি থাকে, তাহলে সরকার আমাদের জানাক। আমি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ হিসেবে নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করব।'

স্বামী বিবেকানন্দের বেশে ছোটরা। রবিবার সল্টলেকে। ছবি : আবির চৌধুরী

ফেব্রুয়ারিতেই আরও ১৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

অনলাইনে রাজস্ব বৃদ্ধি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। তাই রাজস্ব আদায়ে আরও জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজস্ব বৃদ্ধি করতে অনলাইন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাতেই সুফল পেয়েছে হাতেনাতে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রাজস্ব আদায় প্রায় ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হাসি ফুটিয়েছে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের মুখে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে কোনও দালালরাজ নেই বলে দাবি রাজ্য সরকারের। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে অনলাইনে কর, খাজনা দিতে পারছেন। অনলাইন ব্যবস্থা চালুর আগে এই খাতে রাজস্ব আদায় অনেক কমে গিয়েছিল। সেই কারণে, আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

অর্থ দপ্তরের রিপোর্ট, ২০২২-'২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এক বছরেই তা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২৪-'২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলেই আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। এই মুহূর্তে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ৪০টি দপ্তরে ৩০০টিরও বেশি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালু রয়েছে। আরও ১,৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র নতুন করে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন। ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেগুলি চালু হয়ে যাবে বলে আশা করছেন নবান্নের কর্তারা।

জমি-বাড়ির খাজনা, মিউটেশন খরচ, লিজ ফি, বিদ্যুৎ বিল মেটানো সহ একাধিক পরিষেবা বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে আর্থিক পরিষেবা খাতে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে লেনদেন বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৪ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে কৃষিখাতে লেনদেন বেড়েছে ২১ শতাংশ। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে লেনদেন ৫৪ শতাংশ ও সামাজিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ এই অর্থবর্ষে বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থ দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরের বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে। রাজ্যের ১.৩৯ কোটি মানুষ বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা নিয়েছেন। বাড়ির কাছে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র থাকলে কেউ আর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে ফি জমা দিচ্ছেন না। তাতে সময় ও যাতায়াত খরচ বেঁচে যাচ্ছে। আবার এর ফলে দালালরাজও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণেই আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

সুফল

- ২০২২-'২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন
- ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়
- অর্থাৎ এক বছরে তা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- ২০২৪-'২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলে আশা

বাম-কংগ্রেস সমঝোতা বিশবাঁও জলে

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত বিশবাঁও জলে। জেলাগুলিতে সফরে গিয়ে নেতা-কর্মীদের মনোভাব জানছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আর তখনই বৈঠক থেকে বামসঙ্গ ত্যাগের প্রসঙ্গ উঠছে। সম্প্রতি সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মন্তব্য এবং পালটা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ায় দুই দলেরই সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। আর তারপরই বামেদের সঙ্গে না চলার বিষয়টি আরও জোরদার হয়েছে। ব্লকস্তর থেকে জেলা নেতৃত্ব প্রদেশ সভাপতির কাছে এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে এখনই বাম-বিরোধিতার ক্ষেত্রে কর্মীদের চূড়ান্ত পদক্ষেপে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি।

প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরই শুভঙ্কর স্পষ্ট করেছিলেন, দলীয় নেতাদের মতামতকেই তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবেন। এতদিন সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব নীতি বজায় রেখেছিলেন শুভঙ্কর। সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করতে দেখা যায়নি তাঁকে। উপনির্বাচনে শেষ মুহূর্তে হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে কথাবার্তা এগিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তারপরও দুই দলকে প্রকাশ্যে এভাবে বিরোধিতার পথে হাঁটতে দেখা যায়নি।

সম্প্রতি বিকাশরঞ্জনবাবুর মন্তব্যকে ইস্যু করে পরিস্থিতি বদলেছে। সাঁইবাড়ি প্রসঙ্গে বিকাশবাবুর মন্তব্যের পালটা প্রতিক্রিয়া দেন শুভঙ্কর। তারপরই জেলা সফরে বেরিয়ে নেতা-কর্মীদের বাম রোষানলের বিষয়ে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

সূত্রের খবর, সাংগঠনিক পরিস্থিতির বিষয়ে জেলা ও ব্লকস্তরের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হতেই ক্রমাগত বামেদের কটাক্ষের বিষয়টি এবং পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে মতামত রেখেছেন নেতা-কর্মীরা। যদিও জাতীয়স্তরে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে প্রদেশ সভাপতি আপাতত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে 'ধীরে চলো' নীতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতা-কর্মীদের বক্তব্য শুনে তা হাইকমান্ডের কাছে

পৌঁছে দেবেন প্রদেশ সভাপতি। এর ভিত্তিতেই রাজ্যের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেবে হাইকমান্ড।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, 'আমরা রাহুল গান্ধির নীতিতে বিশ্বাসী। বামেরা যেভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছে, তাতে পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রদেশ সভাপতি 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা মনে করি তিনি নীচুস্তরের নেতাদের মনোভাবকেই গুরুত্ব দেবেন।' কংগ্রেসের আর এক নেতার বক্তব্য, 'যে নেতারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের এই ধরনের কার্যকলাপে বামেদের শীর্ষ নেতৃত্ব সন্তুষ্ট নন। তবে আমরা বামেদের সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে নই।'

সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়িতে অভিষেক। রবিবার।

বঙ্গে পদ্মের মহারাষ্ট্র মডেলের চর্চা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : মহারাষ্ট্রের মতো বঙ্গেও কি আপাতত স্থায়ী সভাপতির জায়গায় কার্যকরী সভাপতি ঘোষণার দিকে এগোচ্ছে দিল্লি বিজেপি? শনিবার সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নির্দেশে মহারাষ্ট্রে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্র চহ্বানের নাম ঘোষণা করেছে দিল্লি। এরপরেই বঙ্গ বিজেপিতে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরি হিসাবে স্থায়ী সভাপতির বদলে আপাতত কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা করার সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। গত শনিবার মহারাষ্ট্র বিজেপির কার্যকরী সভাপতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্র চহ্বানের নামে সিলমোহর দিয়েছেন নাড্ডা। এরপরেই রাজ্যের ক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র মডেলই কি গ্রহণ করতে পারেন দিল্লির নেতৃত্ব, তা নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

আশঙ্কার কারণ, সম্প্রতি দেশের মোট ৪২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার মধ্যে ২৯টি প্রদেশের রাজ্য স্তরের সাংগঠনিক নির্বাচনের যে জাতীয় রিটার্নিং অফিসারদের (এনআরও) নামের তালিকা প্রকাশ করেছিল দিল্লি, তাতে মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জন্যও কোনও এনআরও নিয়োগ করা হয়নি। এরপরেই, ঝাড়খণ্ডে কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়। শনিবার, ওই তালিকায় না থাকা মহারাষ্ট্রেও কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে।

বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, নাড্ডা থেকে শুরু করে গত কয়েক বছরে বিজেপিতে স্থায়ী সভাপতি ঘোষণার পরিবর্তে কার্যকরী সভাপতি ঘোষণা করার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। ট্রেন্ড বলছে, নাড্ডার মতোই, দেবেন্দ্র ফড়নবীশ-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্রই মহারাষ্ট্রের পরবর্তী সভাপতি হতে চলেছেন। সেই সূত্রেই আবার দলের একাংশ মনে করছেন, যেহেতু রাজ্য সভাপতি মুখ নিয়ে ধোঁয়াশার জন্য রাজ্যের সংগঠনে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং সাংগঠনিক কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণায় কিছুটা সময় লাগছে দিল্লির, তাই কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ভাবী সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিয়ে দু-দিকই বাঁচাতে পারে দিল্লি।

রায়ের অপেক্ষায় সিবিআই

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ৯০ দিনের মাথায় সিবিআই চার্জশিট পেশ করতে না পারায় জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। ফলে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমজনতাও প্রশ্ন তোলে। সূত্রের খবর, এখন ১৮ জানুয়ারি রায়ের অপেক্ষাতেই রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধর্ষণ ও খুনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটে সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করার আগে রায়ের দিকে তাকিয়ে তারা। ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় রায়কে অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছিল সিবিআই। সন্দীপ ও অভিজিৎ জামিন পেতেই সিবিআই দাবি করে, এই ঘটনার এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের বয়ান এবং তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছে সিবিআই। সেগুলি একত্রিত করেই আদালতের কাছে অতিরিক্ত চার্জশিট দেবে তারা।

ভস্মীভূত।। *হাওড়ার একটি কারখানায়। রবিবার। -পিটিআই*

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা অভিষেকের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে কার্যত বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির পৈতৃক বাড়িতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দেন অভিষেক। তারপর তিনি বলেন, '৪২ বছর আগে ভারত সরকার বিবেকানন্দের জন্মদিনকে জাতীয় যুব দিবস ঘোষণা করেছিল। স্বামীজি জীব সেবার কথা বলেছিলেন। আগামী দিনে ওঁর মতো মানুষ আমরা পাব না। উনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। আজ সেটা আমাদের মনে রাখার দিন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে আমাদের স্বামীজির দেখানো পথ মেনে চলা উচিত।'

অভিষেক বলেন, 'স্বামীজি একমাত্র বিশ্ববরেণ্য, বীর সন্ন্যাসী। যিনি বলেছিলেন, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে ঈশ্বরের বেশি কাছে যাওয়া যায়। এরকম লোক ভারতবর্ষ কেন, গোটা পৃথিবীতে কোনও দিন খুঁজে পাইনি। আগামী দিনেও পাব না।'

বিজেপির বিবেক বন্দনা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : যুব মোর্চার যুব ম্যারাথনে দৌড় দিয়ে শুরু হল রাজ্য বিজেপির 'বিবেক বন্দনা'। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার সকাল থেকেই ব্যস্ত সুকান্ত, শুভেন্দু থেকে আরম্ভ করে বিজেপির ছোট বড় নেতারা। এদিন সকালে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি থেকে শুরু হয় বিজেপির কর্মসূচি। বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে যুব ম্যারাথনে অংশ নিয়ে কিছুটা রাস্তা দৌড়োন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এর আগে সেখানে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। ম্যারাথনে সুকান্তর পাশে ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ, উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। শুভেন্দু অধিকারীও বিবেকানন্দের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য দমদম পাতিপুকুরে বিবেকানন্দ সংঘের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দলের শীর্ষনেতারা ছাড়াও রাজ্য স্তরের নেতারাও দলের নির্দেশে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে জনসংযোগের কাজে লাগান।

বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ ত্রুটিহীন রাখতে অ্যাপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ জানুয়ারি এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে দপ্তরের কর্তারা বৈঠক করেছেন।

সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও জল সরবরাহে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরি করা হবে। নতুন সংযোগ নেওয়ার জন্য এই অ্যাপের মাধ্যমে যেমন আবেদন করা যাবে, তেমনই জল সরবরাহে কোনও বিঘ্ন ঘটলে এই অ্যাপের মাধ্যমে সেই অভিযোগও সঙ্গে সঙ্গে জানানো যাবে। দপ্তরের কর্তারা প্রকল্পের কাজ আরও মসৃণ ও দ্রুত করতে অ্যাপের ওপর বিশেষ নির্ভরশীল হতে চলেছেন।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'কোনও এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার পর কী ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেইজন্যই এই অ্যাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে নদিয়ার করিমপুর ব্লকে এই

অ্যাপ চালু করা হবে।

ইতিমধ্যেই এই ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে রাজ্যের সর্বত্রই তা চালু করা হবে। খুব শীঘ্রই এই অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অ্যাপ তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই করিমপুর ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জল সরবরাহ হয়েছে। সেই কারণেই এখানে পাইলট প্রোজেক্ট চালু হচ্ছে। এই ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতের ৬৭টি গ্রামের মোট ৪৬ হাজার ৭৫৩টি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। যে কোনও ব্যক্তি নিজের অ্যানড্রয়েড ফোনের প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। এর মাধ্যমে দপ্তরকে কিছু জানাতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আধার কার্ড নম্বর ও ফোন নম্বর যাচাই করা হবে। তারপরই তাঁর দেওয়া বার্তা বা অভিযোগ নথিভুক্ত করা হবে।

অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবেন দপ্তরের আধিকারিকরা। গোটা প্রক্রিয়ায় নজরদারি চালাবেন দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা। এর ফলে পানীয় জলের সমস্যার জন্য এদিক-ওদিক ছুটতে হবে না। ঘরে বসে মোবাইল নিয়ে ওই অ্যাপের মাধ্যমে বার্তা বা অভিযোগ পাঠিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে।

বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল আমাদের প্রিয় কল্লোলিনী কলকাতা। সম্প্রতি 'টমটম' নামে একটি সংস্থা বিশ্বজুড়ে যে 'ট্রাফিক ইনডেক্স' রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে এই তথ্য উঠে এসেছে। 'টমটম'-এর রিপোর্ট

অনুযায়ী, শ্লথ গতির শহরের তালিকার প্রথম দশে কলকাতা ছাড়াও ভারতের আরও দুটি শহর আছে। সেই দুটি হল বেঙ্গালুরু ও পুনে। গত বছর এই তালিকায় কলকাতার আগে ছিল পুনে। কিন্তু কলকাতা এবার সেই স্থান দখল করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের শ্লথ গতির শহরের তালিকার প্রথমে আছে কলম্বিয়ার ব্যারনকুইলা শহর। এই শহরে ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৬ মিনিট।

'বাঞ্ছারামের বাগানে' পিকনিক

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : পৌষ মাসের শেষ রবিবার। হালকা মিঠে রোদ ও উত্তুরে হাওয়ায় উষ্ণতার পারদ ওঠানামা করছে। এই আমেজেই চড়ুইভাতির মেজাজে মেতেছে গোটা রাজ্য। কলকাতা ও শহরতলির বাইরে পিকনিক স্পটগুলিতে উপচে পড়ছে ভিড়। এর মধ্যে পিকনিকের অন্যতম ডেস্টিনেশন 'বাঞ্ছারামের বাগান'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত ৪ বিঘে জমির ওপর বিস্তীর্ণ এই বাগানেই শুটিং হয়েছিল ১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রয়াত মনোজ মিত্র অভিনীত কালজয়ী বাংলা ছবি 'বাঞ্ছারামের বাগান'। শুটিংয়ের ৪৭ বছর পরও চক্রবর্তী পরিবারের এই আমবাগান 'বাঞ্ছারামের বাগান' হিসেবে পরিচিত। শীতের মরশুমে শুধু স্মৃতির টানে নয়, সপ্তাহান্তে এখন পিকনিকে জমজমাট এই বাগান। চক্রবর্তী পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের সদস্য দ্বৈপায়ন চক্রবর্তী বলেন, 'নভেম্বরের শেষ থেকেই মানুষ পিকনিকের জন্য এখানে ভিড় করেন। বিশেষ করে সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে চাপ বেশি থাকে। এখানে বিভিন্ন ছবির শুটিং হয়। তাই পিকনিক ও শুটিংয়ের জন্য আলাদাভাবে সময় নির্ধারণ করতে হচ্ছে।' ছুটির দিন অন্যভাবে কাটাতে ভিড় বেড়েছে শহরতলির বাগানবাড়ি ও রিসর্টগুলিতেও।

জোকা মেট্রো স্টেশন থেকে কিছুদূর এগিয়ে একটুকরো গ্রাম্য পরিবেশে একটি বাগানবাড়ি। সেখানেও সপ্তাহান্তে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কর্মী গোপাল দাস জানালেন, এই মাসে বুকিং ভালোই। শহরের অবরুদ্ধ আবহাওয়া থেকে ভিন্ন মেজাজে শীতের সময় কাটাতে

ভিড় বেড়েছে আনন্দপুরের একটি রিসর্টে। শহরের বুকেই পাহাড়ি পরিবেশের অনুভূতি অনুভব করতে ভিড় থাকছে এখানেও। সেখানকার কর্মী ত্রাণি প্রামাণিক বলেন, 'বছরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের এখানে ঠাসা ভিড় থাকে।'

উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের বাদু ইটখোলার একটি পিকনিক রিসর্টেও একই অবস্থা। কর্ণধার কোয়েল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'নভেম্বরের শেষ থেকেই বুকিং শুরু হয়েছে। রিসর্টের একদিনের ভাড়া ১২ হাজার টাকা।' আবার ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে পিকনিকের মরশুমে মূলত কর্পোরেট জগতের কর্মরতদের চাহিদা থাকে মুকুন্দপুরের একটি বাগানবাড়িতে। পৈলান হাটের একটি বিখ্যাত রিসর্টেও শীত শুরু হতেই বিভিন্ন জেলা থেকে বুকিং শুরু করে দিয়েছেন মানুষ।

নিকাশিনালায় আবর্জনা হলদিবাড়িতে।

সেচের ব্যবস্থা করতাম আগে

পেতাম যদি সিংহাসন

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১২ জানুয়ারি : শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৯০ শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিকরণের কাজ আশানুরূপ হলেও কৃষিতে সেচের অভাব প্রচণ্ড। উত্তরবঙ্গের বৃহৎ হাটগুলির মধ্যে অন্যতম শামুকতলা হাট। হাটের প্রধান সমস্যা আবর্জনা, জলনিকাশি এবং শৌচালয়। বিরোধীরা সবসময় শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সমস্ত অনুন্নয়নের কথাই বলে থাকেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত তাঁদের দখলে থাকলে ঠিক কী কী কাজ করতেন? সেই প্রশ্ন করলে নানা পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা (বিজেপি) ধীরেন্দ্র দেবনাথ। গত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি সেখানে সাতটি আসন জিতেছিল।

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সেচ একটি বড় সমস্যা। ব্রিটিশ আমলে শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গারোখুটায় তুরতুরি নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে স্লুইস গেটের মাধ্যমে অন্তত ১০০০ বিঘা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু সেই বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর আর সেটি নির্মাণ করা হয়নি। এর ফলে স্লুইস গেটের মাধ্যমে সেচনালাগুলিতে জল আসে না। ওই জল দিয়ে পাট পচানোর কাজও হত, মৎস্য চাষ হত। কিন্তু সেইসব আজ অতীত। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আমি ক্ষমতায় এলে সবার আগে গোটা এলাকায় সেচের ভোল পালটে দিতাম। এলাকার অন্তত ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। সেচের ব্যবস্থা ভালো হলে জমিগুলিতে দু'তিনটি করে ফসল চাষ করা যেত বছরে। কিন্তু এখন সেটা করা যাচ্ছে না।' সেচের ভালো ব্যবস্থা করলে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এলাকার আর্থিক বিকাশ ঘটত।

ধীরেন্দ্র জানালেন, এলাকার পিছিয়ে থাকা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের দিকেও নজর দিতেন। বললেন, 'সমস্ত সরকারি পরিষেবা দলমতনির্বিশেষে আদিবাসীদের পাশাপাশি অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। শামুকতলা হাটজুড়ে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকে। সেই ছবি পালটে দিতাম। গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতাম।'

জানালেন, এছাড়া ধারসি নদীর ওপর মাছহাটিতে সেতু নির্মাণে গুরুত্ব দিতেন। এতে কোহিনুর, ধওলাঝোরা, ডাংগি, উত্তর মহাকালগুড়ি এলাকার

ধীরেন্দ্র দেবনাথ

মানুষদের শামুকতলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটত। বহু মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজে শামুকতলা অথবা আলিপুরদুয়ার যেতে হলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয়। কৃষকদেরও তাঁদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে কিংবা রোগীদের হাসপাতালে আনার ক্ষেত্রে ভোগান্তি পোহাতে হয়। ধীরেন্দ্র বলেন, 'নদীভাঙন নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন মিয়াঁপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা। ভাঙনরোধে বোল্ডারের বাঁধের বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিতাম। বর্তমানে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড সেই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়নি।'

তাঁর সংযোজন, 'আমি প্রধান হলে কাজ করার আগে কে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মী, সেটা দেখতাম না। প্রতিটি বুথ এলাকায় গিয়ে সেখানকার পঞ্চায়েত সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করতাম।' আবাস যোজনার ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্ররা অনেকে বঞ্চিত রয়েছেন। সেটা হতে দিতেন না বলে তাঁর প্রতিশ্রুতি।

মিশনে জাতীয় যুব দিবস

নিউজ ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : রবিবার পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে মহাসমারোহে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়। এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ পবিত্রকুমার চক্রবর্তী। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র পাঠ করা হয়। বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন। উপাচার্য এদিনের গুরুত্ব এবং আগামীদিনে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শকে স্মরণে রেখে শিক্ষার্থীদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিদ্যাপীঠের ৬৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। তিন শতাধিক ছাত্র ৩০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য ডঃ পবিত্রকুমার চক্রবর্তী এবং প্রখ্যাত প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুবীর সরকার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তাঁরা উভয়েই পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁরা পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করেন। স্বামী শিবপ্রদানন্দ সকলকে স্বাগত জানান। স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। গৌতম মুখোপাধ্যায় সহ ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষকগণ এই কাজে সহযোগিতা করেন। বিদ্যাপীঠের শিক্ষক মানস সরকার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি

বারবিশা, ১২ জানুয়ারি : শোভাযাত্রা দিয়ে বারবিশা হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপনের মূল পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হল রবিবার। সারাবছর ধরেই চলবে নানা সামাজিক কর্মসূচি।

১ জানুয়ারি সাড়ে সাত কেজির কেক কেটে, স্কুল চত্বরকে আলোকমালায় সাজিয়ে বর্ষবরণের মধ্য দিয়ে প্ল্যাটিনাম জুবিলির উদযাপনের সূচনা হয়েছিল। এদিন পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তন পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য, অভিভাবক এবং বারবিশার বাসিন্দারা শোভাযাত্রায় পা মেলান। স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতমাতা, গান্ধিজি, নেতাজি সুভাষ সেজে পড়ুয়ারা সুসজ্জিত ট্যাবলোয় চেপে দেশপ্রেমের বার্তা দেয়। সন্ধ্যায় স্কুল প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসে।

প্রধান শিক্ষক বিমলকুমার বসুমাতা বলেন, 'স্বামীজির আদর্শকে সামনে রেখে প্রভাতফেরি এবং জাতীয় যুব দিবস পালনের মধ্য দিয়ে স্কুলের ৭৫-এর সফরনামা শুরু হল। গোটা বছর ধরে ১২টি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন করব।'

সংবর্ধিত সাংবাদিক

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিলিগুড়িতে দু'দিনব্যাপী লিটল ম্যাগাজিন মেলায় বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সাংবাদিক জ্যোতি সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হল। বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

বৈঠক

কালচিনি, ১২ জানুয়ারি : গত বৃহস্পতিবার আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় কালচিনির মেচপাড়া চা বাগান। মালিকপক্ষের তরফে বাগানে সাসপেনশন অফ অপারেশনের নোটিশ ঝোলানো হয়। সেদিনই শ্রম দপ্তরের তরফে বাগানের জটিলতা কাটাতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়। সোমবার আলিপুরদুয়ারে শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে ওই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। রবিবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেন, 'বৈঠকে সংগঠনের চেয়ারম্যান নকুল সোনার এবং প্রকাশ চিকবড়াইক উপস্থিত থাকবেন।'

সীমান্ত নিয়ে

প্রথম পাতার পর

দু'দেশের উত্তাপ বাড়ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গে ভারতের আটজন এবং পাকিস্তানের একজন নাগরিকের দেহ ৬ মাসেরও বেশি সময় পড়ে থাকায়। বাংলাদেশের দাবি, ভারত ও পাকিস্তানের হাইকমিশনকে বারবার চিঠি দিয়ে লাভ হয়নি। ঢাকার মর্গে পড়ে রয়েছে ইমতাজ ওরফে ইনতাজ, তারেক বাইন, খোকন দাস, অশোক কুমার, কুনালিকার দেহ। কারা দপ্তরের দাবি, তাঁরা সকলেই ভারতীয়। অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশে বন্দি ছিলেন।

শরীয়তপুরের মর্গে রয়েছে সত্যেন্দ্র কুমার ও বাবুল সিং এবং খুলনার হিমঘরে আছে সুরজ সিংয়ের দেহ। এঁরাও ভারতীয়। বিএসএফ-বিজিবি'র টানাপোড়েনের মধ্যে পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইকবাল খান জানিয়েছেন, পাকিস্তানিদের জন্য ভিসার শর্ত শিথিল করেছে ঢাকা। পাক নাগরিকরা এখন অনলাইনে বাংলাদেশের ভিসার আবেদন করতে পারবেন। একইদিনে পূর্বাচলে নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বেআইনিভাবে নিজেদের নামে করিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা সহ ১৬ জনের নামে মামলা করেছে বাংলাদেশের দুর্নীতিদমন কমিশন।

বিশেষ পদ্ধতিতে আলুবীজের চারা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে বাইরে থেকে আলুবীজ কিনে এনে চাষ করেন আলুচাষিরা। এবার আলুবীজে আলিপুরদুয়ার জেলাকে স্বনির্ভর করে তোলার নতুন দিশা দেখা যাচ্ছে। দিশা দেখাচ্ছে কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম নারারথলি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড। জেলায় প্রথমবার ফ্যান প্যাড কুলিং সিস্টেমের মাধ্যমে এপিকাল রুটেড কাটিং পদ্ধতিতে আলুর বীজের চারা তৈরি হয়েছে। রবিবার দশ হাজার চারা পাতলাখাওয়া ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডে সরবরাহ করা হল।

পশ্চিম নারারথলির ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির চেয়ারম্যান সঞ্জয় রায় বলেন, 'কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা এই বিশেষ পদ্ধতিতে

আলুবীজের চারা তৈরি করছি। এদিন আলুর বীজ তৈরি করার সেই চারা বিক্রি করা হল।'

ফ্যান প্যাড কুলিং সিস্টেম এক ধরনের গ্রিনহাউস পদ্ধতি। বিশেষ বাতানুকূল যন্ত্রের মাধ্যমে ঘরের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা বজায় রাখা হয়। তারপর সেখানে ভাইরাসমুক্ত আলুর বীজের চারা চাষ করা হয়। কৃষ্ণনগর থেকে কয়েকজন এই ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে জড়িত। কৃষ্ণনগর থেকে বিজ্ঞানীরা এসে পশ্চিম নারারথলি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানিতে ভাইরাস পরীক্ষা করে দেখেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য, ভাইরাসমুক্ত আলুর বীজের চারা তৈরি করা।

এই বিশেষ পদ্ধতিতে আলুর বীজের চারা তৈরি করা হয়েছে। রবিবার সেসবের মধ্যে দশ হাজার চারা পাতলাখাওয়া ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডকে দেওয়া হয়েছে। ওই ফার্মার্স কোম্পানির সদস্যরা সেই চারা চাষ করে আলুর বীজ তৈরি করবেন।

আগামীদিনে এই বীজগুলোকে জি জিরো, জি ওয়ান, জি টু ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে সেগুলো চিহ্নিতকরণ করা হয়। তারপর সেই বীজ হিমঘরে সংরক্ষণ করা হবে। পাতলাখাওয়া ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির চেয়ারম্যান বিবেক বর্মন বলেন, 'এখান থেকে কৃষি দপ্তরের পরামর্শে আলু চারা নিয়ে সফলভাবে আলু বীজ তৈরি করতে পারব। এখানকার চারা তৈরির পদ্ধতি আলাদা। ভবিষ্যতে এখান থেকে আবার চারা নিয়ে যাব।'

এখানে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির আলুবীজের মধ্যে রয়েছে কে লিমা, কে পোখরাজ, কে সুখ্যাতি, কে খ্যাতি, কে লাভকর, কে সংগম, কে উদয়, কে নীলকণ্ঠ, কে উদয়, কে জ্যোতি, কে হিমালিনী, কে ৭০১৫-র মতো মোট ১২ প্রজাতির আলুর চারা। এর মধ্যে এদিন ছয়টি প্রজাতির আলুর চারা পাতলাখাওয়া ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানিতে পাঠানো হয়েছে।

কুমারগ্রাম ব্লক কৃষি সহ অধিকর্তা রাজীব পোদ্দার বললেন, 'কৃষি দপ্তরের তরফে ওই এফপিসিকে ফ্যান প্যাড কুলিং সিস্টেমের মাধ্যমে অত্যাধুনিক আলুর বীজের চারা তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এরপরে আলুবীজের চারা তৈরিতে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকমের সহযোগিতা করা হবে।'

ছাত্রের মৃত্যুর পর এমজেএন মেডিকেলে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, আধিকারিকরা। রবিবার।

যুব দিবসে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিপর্যয়

দৌড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ুয়ার মৃত্যু

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধানটা অনেকখানি। ১৯৯১ থেকে ২০২৫। ওডিশার সম্বলপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার। তবুও কোথাও যেন একটা সঞ্জীব পুরোহিতের কথা মনে করিয়ে দিলেন রিয়েশ রাই। সম্বলপুরে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল সঞ্জীবের। আর রবিবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে রিয়েশের।

রিয়েশ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রিকালচার বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। তাঁর বাড়ি কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের ফাগুতে। ওই পড়ুয়ার আচমকা মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাতলাখাওয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার দৌড়ানোর কথা ছিল। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎই রাস্তায় বসে পড়েন রিয়েশ। খানিকক্ষণ পর শুয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রথমে পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরবর্তীতে কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

> পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রিয়েশকে নিয়ে যাওয়ার পরই ওর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। পরে চিকিৎসক ওঁকে মৃত ঘোষণা করলে আমরা সেকথাও বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছি।
>
> **প্রদ্যুৎকুমার পাল** রেজিস্ট্রার
> উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ওই প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, কর্মীদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ মোট ২৫০ জন। প্রতিযোগিতা চলাকালীন ওই ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার কথা জানাজানি হতেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এদিন এমজেএন মেডিকেলে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু, রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎকুমার পাল সহ অন্য আধিকারিকরা। রেজিস্ট্রার বলেন, 'পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রিয়েশকে নিয়ে যাওয়ার পরই ওর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। পরে চিকিৎসক ওঁকে মৃত ঘোষণা করলে আমরা সেকথাও বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছি।' বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তাঁর সহপাঠীরাও।

বাবা-মাকে নিয়ে রিয়েশের পরিবার। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকেন। রিয়েশের মা ফাগুতেই থাকতেন। ছেলের অসুস্থতার খবর পেয়ে প্রথমে রিয়েশের মা ফাগু থেকে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনিও অসুস্থ বোধ করেন। তারপরে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য রিয়েশের কাকা, খুড়তুতো ভাই ও এক নিকটাত্মীয় হাসপাতালে আসেন। তাঁদের দাবি, রিয়েশের শারীরিক কোনও সমস্যা ছিল না। রিয়েশের আত্মীয় নকুল রাই বলেন, 'পড়াশোনাতে ও খুব ভালো ছিল। নিরামিষ খাবার খেত। নেশাও ছিল না। হঠাৎ করে এমনটা হয়ে যাবে ভাবতেও পারছি না!'

নিখোঁজ পড়ুয়ার দেহ ফরাক্কায়

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি : আটদিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বারদুয়ারির বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া বছর কুড়ির দীপ্তি ভগতের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হল রবিবার জঙ্গিপুরের ফরাক্কা ফিডার ক্যানালে শংকরপুর ঘাট থেকে। কি এমন হয়েছিল যে ফরাক্কায় ওই তরুণীকে নামতে হয়েছিল? মৃত্যু না আত্মহত্যা?

শুক্রবার রাত্রে দীপ্তির আত্মীয়ের মোবাইলে ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে মেসেজ আসে। জানানো হয়েছিল মুক্তিপণ দিলে মিলবে মেয়ের খোঁজ। আর এই ঘটনার ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই দেহ উদ্ধার।

পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা। বাড়ির মেয়ের দেহ এই অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়স্বজনেরা। শংকরপুর ঘাটে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা থানায় খবর দেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

গত রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন থেকে ডাউন কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে রামপুরহাট স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন বারদুয়ারি গ্রামের বাসিন্দা বছর কুড়ির দীপ্তি ভগত। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে দুমকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গত বছর ভর্তি হয়েছিলেন।

রবিবার ট্রেন মালদায় ঢোকার আগে শেষবার তাঁর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়। এরপর আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। দীপ্তির জ্যেঠু গুরুচরণ ভগৎ রবিবার বলেন, 'গত রবিবার দিন ট্রেন থেকে ওর মাকে জানিয়েছিল মালদায় টিফিন করবে এবং রামপুরহাটে গিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু কি ঘটনায় এভাবে তার মৃত্যু হল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

ময়নাতদন্তের সব খরচ কালচিনি থানার পুলিশ বহন করছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পশ্চিম) ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'মৃতের পরিবারকে খুব দ্রুত সরকারি নিয়মের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যে সময় ওই এলাকায় হাতি ঢুকেছিল সেসময় বন দপ্তরে কেউ জানাননি। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বনকর্মীরা খবর পেয়েছেন। যেহেতু অনেক বড় এলাকাজুড়ে বনকর্মীদের টহলদারি করতে হয়, তাই এক জায়গায় টহলদারি টিম থাকতে পারে না। আমরা সাধারণ মানুষকে সব সময় সচেতন করি যাতে কেউ নিজেরা হাতি তাড়াতে না যান। বন দপ্তরে খবর দিলে বনকর্মীরা অবশ্যই সেখানে পৌঁছাবেন।'

ওই পুলিশকর্মী প্রায় ১৭ বছর আগে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে যোগ দিয়েছিলেন। মৃত সিন্টুর ভাই মিন্টু বলেন, 'শনিবার সন্ধ্যায় দাদা বাড়ি ফিরল। রাতের খাবার খেয়ে যে যার মতো নিজের ঘরে সবাই ঘুমাতে চলে গেলাম। গভীর রাতে হাতির হামলা টের পেয়ে আমরা সবাই বের হয়েছিলাম। কিন্তু হাতিটি ফিরে এসে মুহূর্তের মধ্যে হামলা চালাল। কোনও কিছু বোঝার আগেই সব শেষ হয়ে গেল।' সিন্টুর স্ত্রী নিভা মিঞ্জ টিগ্গা ও বছর বারোর মেয়ে আস্থা ঘটনার পর থেকেই কেঁদে কেঁদে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এদিন বিকেলে প্রচুর মানুষ সিন্টুকে শেষ দেখা দেখতে তাঁদের বাড়িতে ভিড় জমান।

থাকবে নজরদারি

প্রথম পাতার পর

পাম্পুবস্তি পিকনিক স্পটের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য দীপালি ওরাওঁ এবং পানিঝোরার বিভা ছেত্রী দুজনই বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে খুশি। জানালেন, বেশ কয়েক বছর বাদে ফের পিকনিক স্পটগুলোয় লোক আসবে। তবে এখনও সবার কাছে সেই খবর পৌঁছায়নি। তাঁরা ইতিমধ্যেই স্পটগুলো সাজানোর কাজ শুরু করেছেন।

রবিবার আলিপুরদুয়ার থেকে বেশ কয়েকটি পরিবার পানিঝোরায় পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৯ এবং ২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পানিঝোরায় পিকনিকে গিয়েছিলেন অভিরূপ সেনগুপ্ত, পূজা সেনগুপ্ত, রাধেশ্যাম বিশ্বাস, মণিকা বিশ্বাস, দীপ্তি গোস্বামী, শংকর ঘোষ, সঞ্জনা ঘোষ ও আরও অনেকে। সকলেরই বক্তব্য, এই কয়েক বছর এখানে পিকনিক করতে না পেরে খুব খারাপ লাগছিল। আবার এই সুন্দর মনোরম পিকনিক স্পটগুলো খুলে দেওয়ায় খুব ভালো লাগছে। বাচ্চারা খুব মজা করেছে।

গাঁজা গাছ নষ্ট

শামুকতলা, ১২ জানুয়ারি : বিগত দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনবার গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল শামুকতলা থানার পুলিশ। রবিবার বিকাল তিনটা থেকে যশোডাঙ্গা বামনি নদীর সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়ের নেতৃত্বে অন্তত ৪০টি বাড়ি থেকে কয়েকশো গাঁজা গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গত ৬ জানুয়ারি ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির খলিসামারি গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ। অন্তত ১০০টি বাড়িতে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ চলছিল। ৫০০টি গাঁজা গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। গত ৩০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা থানার দক্ষিণ কুমারীজান গ্রামে বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ নষ্ট করে। সেদিন অন্তত এক হাজার গাঁজা গাছ পুড়িয়ে ফেলে পুলিশ। ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে। কেউ যাতে গাঁজা চাষ না করেন সে ব্যাপারে বার্তা দেওয়া হয়েছে।'

মিশনহিলকে জৈব চা বাগানের স্বীকৃতি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি : জৈব চা বাগান হিসেবে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেল কালিম্পং জেলার মিশনহিল বাগান। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুষ্ঠানে ওই চা বাগানের কর্তৃপক্ষকে জৈব চা বাগানের শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মোট পাঁচটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাট সহ পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার নাম জুড়ে গেল সেই তালিকায়। আশা টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে পরিচালিত হয় এই বাগানটি।

দেশে চায়ের বাজারে মিশনহিলের চায়ের বেশ কদর রয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচশো শ্রমিক এবং কর্মীরা বাগান পরিচর্যার কাজে যুক্ত। ২০২০ সাল থেকেই একটু একটু করে জৈব পদ্ধতিতে চা চাষের দিকে অগ্রসর হয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা অ্যাপিডার মাধ্যমে তিন বছরের নজরদারি ছিল বাগানে।

চা গাছের কাণ্ড, মূল, পাতার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে। মূলত পচা পাতা, কেঁচো সার, গোবর সার প্রয়োগ করে বিগত সাড়ে তিন বছর চা গাছের পরিচর্যা করা হয়েছে।

বাগানের মাটিতে কতটা রাসায়নিক পদার্থ আছে, সেটা জানতে মাটির নমুনা পরীক্ষা করেছে সংস্থাটি। সমীক্ষা হয়েছে চা প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি বিভাগে। সবশেষে বাগানের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হয় গতবছর অক্টোবরে। সেই মাসের ২৫ তারিখে মিশনহিল চা বাগানের পাতাকে সম্পূর্ণ জৈব উৎপাদনের তালিকায় আনা হয়।

পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয়, দিল্লিতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সেই কোম্পানির মালিকের হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্গানিক চা পাতাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জানুয়ারির ৯ তারিখ শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রকের অধীনে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশনের শংসাপত্র দেওয়া হয়। কোম্পানির তরফে ডিরেক্টর অপলা ভদ্র রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের হাত থেকে শংসাপত্রটি গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার জৈব ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাকে তাঁদের চাষাবাদের কাজে জৈব সার প্রয়োগ করার বিষয়ে জোর দিয়েছে। যে কোনও খাদ্য বা পানীয়র দর আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলক বেশি। কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার শুভদীপ রায় বলেন, 'জৈব সার এবং পদ্ধতি ব্যবহার করলে প্রথমে উৎপাদন কম হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর রেকর্ড উৎপাদন হবে চায়ের। তার থেকেও বড় কথা জৈব চা মানবদেহের উপকার করবে। সে কারণে এর কদর বিদেশের বাজারে বেশি।' অপলা জানান, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এরপর তাঁরা বিদেশে চা রপ্তানির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'চা গাছে জৈব সার প্রয়োগ করলে গাছের গুণমান বৃদ্ধি পায়। তবে লোকসানের আশঙ্কায় অনেক বাগান এই পদ্ধতি ব্যবহার করে না।'

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে শংসাপত্র গ্রহণ করলেন অপলা ভদ্র রায়।

কোন পথে

- প্রথমে চা গাছের কাণ্ড, মূল, পাতার নমুনা সংগ্রহ
- বাগানের মাটিতে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ জানতে মাটির নমুনা পরীক্ষা
- গতবছর অক্টোবরে বাগানের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা

পপি চাষে গ্রেপ্তারির জের

প্রথম পাতার পর

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সিভিকের চাকরি করলেও বালি-পাথরের ছোটখাটো ব্যবসাও করত ওই তরুণ। তবে সেখান থেকে পপির কারবারে প্রবেশ কীভাবে? স্থানীয়রা বলছেন, কালচিনি এলাকায় জমি লিজ নিয়ে যারা পপি চাষ করত, তাদের সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ হয় বিনয়ের। তার পারিবারিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল নয়। হয়তো কম সময়ে মোটা টাকা উপার্জনের লোভে সে এই কাজে যোগ দেয়।

গত কয়েকমাস ধরে বিনয় তার পাশের গ্রামের একজনের সঙ্গে বেশি বেশি মেলামেশা করছিল। ওই ব্যক্তিও এই পপি চাষের কারবারে জড়িত ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। তার হাত ধরেই বিনয়ের এই পথে পা রাখা কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে এলাকায়। পুলিশ সেই ব্যক্তিরও খোঁজ করেছে। রবিবার বিনয়ের এক প্রতিবেশী বলেন, 'ওদের বাড়ির অবস্থা খুব ভালো নয়। বাবা অসুস্থ। স্ত্রীও অসুস্থ। কয়েকদিন আগেই জমি বন্ধক দিয়েছিল। সম্ভবত আর্থিক সমস্যা মেটাতে দ্রুত টাকা আয়ের জন্য ওই ব্যবসায় যায় ও।'

স্যালাইন সংস্থার বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ১২ জন প্রসূতির মৃত্যু হলে প্রাথমিকভাবে ওই স্যালাইনটিকে দায়ী মনে হয়েছিল বলে জানান উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত। রাজ্যের একটি মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের প্রধানের বক্তব্য শিউরে ওঠার মতো। তিনি বলেন, 'রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহারে রোগীর শরীরে প্লেটলেট নষ্ট হয় এবং রোগী দ্রুত মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে বলে আমাদের অনুমান।' ২০২৪-এর ২২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসকে কর্ণাটক কালো তালিকাভুক্ত করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি।

(তথ্য সহায়তা : বিশ্বজিৎ সরকার ও সৌরভ মিশ্র)

ছোট্ট তারা

বীরপাড়ার দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সমৃদ্ধি ছেত্রী একজন উঠতি নৃত্যশিল্পী। পাশাপাশি, এখন থেকেই ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সে।

রেকর্ড ভিড়ে শেষ হল ১৯তম ডুয়ার্স উৎসব

শিশু-কিশোর মঞ্চে ছোটদের নাটক। রবিবার। - সংবাদচিত্র

শেষটা হল ভালোভাবেই

ডুয়ার্স উৎসবের শেষ দিনটা ভালোভাবেই কাটল। শেষ দিনেও ভিড় উপচে পড়ে। সকাল থেকে রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির হয়েছে। ছিল ম্যাজিক শো, কবি সম্মেলনের আয়োজন।

-অনুপ চক্রবর্তী *সম্পাদক, ডুয়ার্স উৎসব সমিতি*

খুদের ম্যাজিকে রঙিন মঞ্চ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : রবিবার তখন বিকেল গড়িয়ে সবে সন্ধে। এর মধ্যেই একেবারে উপচে পড়া ভিড়। একেই শেষ দিন, তার ওপর আবার রবিবার ছুটির দিন। আরেকদিকে শিশু-কিশোর মঞ্চে ৭ বছরের সৌরিশ চন্দ ওরফে ম্যাজিশিয়ান জুনিয়ার পিসি চন্দ আরও মজাদার করে তুলেছিল উৎসবের শেষ সন্ধ্যাটিকে। এই নিয়ে সৌরিশের দ্বিতীয়বার ম্যাজিক দেখাল বড় কোনও মঞ্চে। টব ম্যাজিক, স্টিক ম্যাজিক, বার্ড ভানিশিং ম্যাজিক থেকে শুরু করে মাথা কাটার খেলা, ফুলের ম্যাজিক দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের করতালিতে জমজমাট হয়ে ওঠে ডুয়ার্স উৎসব।

সৌরিশের বাড়ি অসমের কোকরাঝাড় এলাকায়। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে বাবাকে ম্যাজিক শো করতে দেখত। তখন থেকেই ম্যাজিকের প্রতি ভালোবাসা এবং শেখার আগ্রহ বাড়ে। বাবা-ই অল্পস্বল্প ম্যাজিক শেখানো শুরু করেন। চার বছর বয়সে নিজের স্কুলে প্রথম স্টেজ শো করে সৌরিশ। সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন ম্যাজিক প্র্যাকটিস করে। এরপর বাবার সঙ্গে অসমের বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝাড়, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের হ্যামিল্টনগঞ্জে গিয়েছে। এবার ডুয়ার্স উৎসবে ম্যাজিক শো করল সৌরিশ। জুনিয়ার পিসি চন্দের কথায়, 'খুব মজা হয়েছে আজ। আমি দর্শকদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি।' সৌরিশের বাবা সুব্রত চন্দ ওরফে ম্যাজিশিয়ান পিসি চন্দ বলেন, 'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এখানে ম্যাজিক দেখাল ছেলে।'

শুধু ম্যাজিক শো নয়। এদিন কলম ধরেছেন ডুয়ার্সের পর্যটন নিয়ে, বঙ্গরত্ন আনন্দগোপাল ঘোষ মানুষের সামাজিক উত্তরণ ও অবতরণ নিয়ে কলম ধরেছেন, ডঃ জ্যোতিবিকাশ নাথ ডুয়ার্সের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ মাল পাহাড়ি সম্প্রদায়ের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশনের দাবি নিয়ে লিখেছেন। রামঅবতার শর্মা ডুয়ার্সের চা বাগানের দেড়শো বছর নিয়ে আলোকপাত করেছেন, শতবর্ষের আলোকে জগন্নাথ বিশ্বাসকে নিয়ে লিখেছেন রণজিৎ মালাকার। এছাড়াও শীলা সরকার, সুশীল রাভা, ভক্ত টোটো, রমেন দে প্রমুখ ডুয়ার্সের নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি কবিতার সূচিতে যেমন রয়েছেন কবি সুবোধ সরকার, তেমনই ডুয়ার্সের অনেক তরুণ কবিদের নামও রয়েছে।

স্মরণিকার যুগ্ম সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষ বলেন, 'ডুয়ার্স সাহিত্য সংস্কৃতির খনি। কবিদের নানা অভিজ্ঞতায় সেজে উঠেছে ১৯তম বর্ষের বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবের স্মরণিকা। সেটি রবিবার প্রকাশিত হল। ডঃ সৌমিত্র মোহন সেজে ওঠা পত্রিকাটি পাঠক মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে বলে আশা রাখছি।'

সৌরিশের ম্যাজিকে মজাদার হয়ে ওঠে রবিবারের সন্ধ্যে।

ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সম্পাদক অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'ডুয়ার্স উৎসবের শেষ দিনটা ভালোভাবেই কাটল। শেষ দিনেও ভিড় উপচে পড়ে। সকাল থেকে রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির হয়েছে। ছিল ম্যাজিক শো, কবি সম্মেলনের আয়োজন।'

সন্ধ্যায় হাউসফুল এক্সপো

মূল মঞ্চের সামনে চেয়ার ধরার কম্পিটিশন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : এক বছরের অপেক্ষার পর উৎসব, সেই উৎসবেরই সমাপ্তি। সেটা কি আর জমজমাট না হলে হয়! প্রতি বছরের মতো এবছর ডুয়ার্স উৎসব শেষ হল রেকর্ড ভিড় দিয়েই। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদই দেখা যায় এক্সপো মেলা প্রায় হাউসফুল। রাত আটটায় তো এক্সপোর গেটে হুড়োহুড়ি। ওই দিকে যেমন পছন্দের জিনিস কেনাকাটার হিড়িক, আরেক ভিড় ছিল চেয়ার বুকিংয়ের। উৎসবের মূল মঞ্চের সামনের দর্শক আসন অন্যদিন ভর্তি হতে হতে রাত নয়টা বেজে যায়। তবে রবিবার আটটার মধ্যেই প্রায় সব চেয়ার ভর্তি।

মূল মঞ্চের সামনে দর্শকাসনের একদম সামনের সারিতে বসেছিলেন গীতা নন্দী, রূপালি সাহারা। কথা বলে জানা গেল, তাঁদের বাড়ি জংশন এলাকায়। কখন এসে চেয়ারে বসেছেন জিজ্ঞেস করতেই গীতা জানালেন, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এসে ওখানে বসেছেন। তাঁর কথায়, 'এত বছর থেকে উৎসব দেখছি। জানাই রয়েছে শেষের দিন বসার জায়গা পাওয়া মুশকিল। তাই আগে এসে বসেছি।' তাঁর সঙ্গে কথা বলার মাঝেই দেখা গেল বসার জায়গা তো নেই-ই বরং ব্যারিকেডের পাশে ভিড় জমতে শুরু করেছে। মঞ্চে তখনও অনুষ্ঠান শুরুই হয়নি, সংবর্ধনা চলছে।

'ডুয়ার্স রত্ন', 'ডুয়ার্স ভূষণ'-এর মতো পুরস্কারের সঙ্গে উৎসব কমিটির তরফে এবার উৎসবের বিভিন্ন উপসমিতির আহ্বায়কদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ডুয়ার্সরত্ন সম্মান পান বানারহাটের সমাজকর্মী ডাঃ পার্থপ্রতিম। রবিবার আলিপুরদুয়ারে বিশ্ব ডুয়ার্স দিবসের শেষ দিন তাঁর হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মঞ্চে যখন এই সংবর্ধনা পর্ব চলছে, তখন উৎসবে ঢোকার ১, ৪ ও ভিআইপি গেটে ভিড়। শেষ দিনে জমিয়ে কেনাকাটা আর খাওয়াদাওয়া করতে এসেছিলেন অনেকেই।

মাঠের বাইরে যেমন কথা হচ্ছিল রানা শর্মা নামে কালচিনির এক বাসিন্দার সঙ্গে। তাঁর কাছে জানা গেল, মূলত আজকের মূল মঞ্চের শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখার জন্যই তাঁরা এসেছেন। উৎসব কমিটির তরফে শেষ দিনের শিল্পী বদল করা হয় উৎসব শুরুর ঠিক আগে। 'নন্দী সিস্টার্স'-এর অনুষ্ঠান নিয়ে জোরদার প্রচারও চালানো হয়। উৎসবের শেষ দিনও জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের জন্য গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। সেটার সুফল দেখা যায় রাতেই।

ডুয়ার্স উৎসবের শেষ দিনে উপচে পড়া ভিড়। রবিবার সন্ধ্যায় ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

ব্যাগ কিনতে ভিড় মেলায়। (নীচে) লোকসংস্কৃতি মঞ্চে কবি সম্মেলন।

এদিন যে এই রকম ভিড় হবে সেটা আগেই আন্দাজ করেছিল উৎসব কমিটি। সন্ধ্যায় ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, এতদিন উৎসবে প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ লোক এসেছেন। শেষদিকে সেটা অনেকটা বাড়বে। উৎসবে আসা ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, প্রতিদিন ভালো ভিড় না হলেও শেষ কয়েকদিন খুব ভিড় হয়েছে।

এক্সপোমেলায় শীতবস্ত্র বিক্রেতা অরুণ মাইতি বলেন, 'আজ যেভাবে ভিড় দেখা যাচ্ছে, সেটা অনেক রাত পর্যন্ত থাকলে ভালো ব্যবসা হবে। এই কয়েকদিনের মধ্যে সব দিন ভালো ব্যবসা না হলেও আজকের বিক্রি সেটা পুষিয়ে দেবে আশা করছি।'

খাবার দোকানগুলোর ছবিও একইরকম। খাবার অর্ডার দিয়ে প্রায় ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করতে হচ্ছিল বেশ কয়েকটি স্টলের সামনে। ফুড কর্নারের এক ব্যবসায়ী সমর বর্মনের কথায়, 'আজ বেশি ভিড় হবে দেখে আরও বেশি লোক নেওয়া হয়েছে কাজের জন্য। তবুও পারা যাচ্ছে না। খাবার দিতে দেরি হচ্ছে। তবে কেউ অভিযোগ করছেন না।' ব্যবসায়ীদের কাছে জানা গেল গত বছর উৎসবের শেষ দিনে রান্নার সামগ্রী শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যও এবছর বাড়তি জিনিস আনা হয়েছে।

এসবের মাঝে এক্সপোমেলায় ঢোকার মুখেই অনেকে আটকে যাচ্ছিলেন। এমনকি লাইন ধরে মেলায় ঢোকার অপেক্ষা করতেও দেখা গেল কয়েকজনকে।

ডুয়ার্সের টুকটাক

মটকা পোলাও

মটকা পিৎজা, মটকা কুলফি, মটকা বিরিয়ানি... শুনেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এসব ছাড়াও ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে নজর কাড়ছে মটকা পোলাও। তা আবার প্লেন মটকা পোলাও নয়। মাটন মটকা পোলাও, চিকেন মটকা পোলাও, পনির মটকা পোলাও, ইলিশ মটকা পোলাও ছিল। মাটির হাঁড়ির মধ্যে চাল, নানা মশলাপাতি, মাছ, মাংস কিংবা পনির দিয়ে দমে বসিয়ে রান্না করা হয়। শীতের রাতে অনেকে আবার এই মটকা পোলাও দিয়েই সেড়ে ফেলছেন ডিনার। ধোঁয়া ওঠা এই পোলাও-এর সঙ্গে আলাদা করে গ্রেভি আইটেম চাইলে নিতেই পারেন। কিন্তু মটকা পোলাও-এর যা স্বাদ, তার সঙ্গে আর এক্সট্রা কিছু দরকার পড়ে না।

সুস্বাদু কাবাব

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে আসলে ঘোরাঘুরি, কেনাকাটার পাশাপাশি খাবারদাবারের ক্ষেত্রে জুড়ি মেলা ভার। সেখানে বাঙালি, চাইনিজ, নর্থ ইন্ডিয়ানের সম্ভার তো রয়েছেই। মোগলাই খাবারও অন্যতম। সন্ধে নামতে নামতে খাওয়ার স্টলগুলোয় ভিড় করেছেন খাদ্যরসিকরা। গরম কয়লার তাপে সেঁকে জিভে জল আসা জুসি, নরম কাবাবগুলো খেতে ভিড় ছিল দেখার মতো। কাবাবের ভ্যারিয়েশনও ছিল অনেক। হরিয়ালি কাবাব থেকে শুরু করে রেশমি কাবাব, টেংরি কাবাব, বোটি, শিক, তন্দুরি টিক্কা, মালাই টিক্কা কাবাব সহ আরও কিছুর সম্ভার ছিল এই কাবাবের স্টলে।

রঙিন পুতুল

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে শিশুদের জন্য যেমন অনেক 'রাইড' ছিল, তেমনই ছিল নানা ধরনের খেলনা, পুতুল সহ আরও অনেককিছু। রান্নার কিট, ডক্টরস কিট, বার্বি সেটের সম্ভার ছিল। ছোটদের টানতে দোকানের সামনেই রাখা ছিল রংবেরংয়ের পুতুল। সেগুলোর মধ্যে নদিয়ার দুই ধরনের পুতুল, রাজস্থানি পুতুল এবং আধুনিক পুতুল সবথেকে বেশি 'হিট' হয়েছে। যা ছোটদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

সরকারি স্টল

ডুয়ার্স উৎসবে অন্য সরকারি স্টল যেমন ছিল, তেমনি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রদর্শনীও ছিল। আলিপুরদুয়ার জেলার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, পর্যটন, নতুন নির্মাণ ও সংস্কার, লোকপ্রসার প্রকল্প, কৃষি এই সব বিষয়ের নানা তথ্য সহ কী কী রয়েছে জেলায়, সেগুলোকে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেলায় আসা সকলে একবার হলেও স্টলে যাচ্ছেন এই ছবিগুলি দেখতে।

পাড়ায় পাড়ায়

জয়গাঁ

ছয় মাসেই উঠেছে পিচ

জয়গাঁ, ১২ জানুয়ারি : জেডিএ'র তরফে জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যুৎ বিভাগের অফিস যাওয়ার রাস্তাটির অবস্থা দেখলে মনেই হবে না যে, এখানে ছয় মাস আগেও কাজ হয়েছিল। রাস্তা কবে ঠিক হবে তা কেউ জানে না। কঙ্কালসার এই ১ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি জয়গাঁ গুম্ফা রোডে মেশে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই রাস্তা তৈরি হওয়ার কারণেই ছয় মাস যেতে না যেতে পরিস্থিতি বেহাল। এলাকার বাসিন্দা হায়দার আলি বলেন, 'জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কাজের শিলান্যাস করে ঠিকই। কিন্তু আদতে কী যে কাজ হয় সেটা জয়গাঁর বাসিন্দারা ভালো করেই জানেন। বিদ্যুৎ বিভাগের অফিস যাওয়ার রাস্তাটি ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এখন ৫০ মিটার রাস্তারই পিচ নেই।' রাস্তার এই পরিস্থিতি নিয়ে জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার আশ্বাস, 'দপ্তরের তরফে অনেক কাজ শুরু করা হচ্ছে। এই কাজটিও আগামীতে দেখা হবে।'

কামাখ্যাগুড়ি

নালার জমা জলে সমস্যা

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি বিবেকানন্দ কলোনি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় নালাগুলো সাফাই করা হয় না। জল উপচে পড়ে বছরভর। শীতের মরশুমও জলে ভর্তি। জলভর্তি সেই নালা থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ায় রোজ ভুগতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। নোংরা এই জমা জলে বাড়ছে মশার উৎপাত। এমনকি আবর্জনাও ফেলা হয় নালায়। স্থানীয় বাসিন্দা শুভ্রজ্যোতি সাহা বলেন, 'জমা জলে মশার সমস্যা বাড়ছে। প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাই এই সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে।' এই বিষয়ে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা আন্না দাস সাহার বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। আগে প্রত্যেক ছয় মাসে একবার করে আমাদের নালাগুলো পরিষ্কার করা হত কিন্তু বর্তমানে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় এ ধরনের সমস্যা হচ্ছে। খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আজ শহরে

- শহিদ বাদল সংঘের উদ্যোগে নিউ ইয়ার মিউজিক্যাল নাইট ২০২৫, জংশনের বিবেকানন্দ ক্লাবের মাঠে সন্ধে ৬টা থেকে।

উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : রবিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার শহরের সূর্যনগর এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। পরে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করান। এখন তাঁর চিকিৎসা চলছে। আহত ব্যক্তি আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের অভিযোগ করেন। স্থানীয়দের একাংশ অবশ্য নিজের শরীরে ব্লেড দিয়ে আঘাত করতে দেখেছেন বলে জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এবিষয়ে এখনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। পুরোনো জমি সংক্রান্ত বিবাদ থেকে এই ঘটনা বলে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা জানান। তবে আহত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন সেই আত্মীয়ের বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে হুমকি দেওয়ার কথা বলেন। তারপরেই এমন ঘটনা বলে জানা গিয়েছে।

চোখ পরীক্ষা

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : রবিবার কামাখ্যাগুড়ি চড়কতলায় কামাখ্যাগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে চোখ পরীক্ষা শিবির হয়। ১৫০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়, ২৯ জনের ছানি ধরা পড়ে। তাঁদের বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হবে লায়ন্স আই হাসপাতালের মাধ্যমে।

এখনও কদর মাটির ছাঁচের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার পৌষ সংক্রান্তি। এই শীতে পিঠে-পায়েস না হলে নাকি বাঙালির বছরটা ঠিক শুরু হয় না। পিঠে তৈরি করার একাধিক সরঞ্জাম বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এমনকি রেডিমেড পিঠেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা রেডিমেড পিঠে যতই থাকুক, ফালাকাটার একাংশ কিন্তু এখনও সাবেকিয়ানাকেই ধরে রাখতে চাইছে। তাই ফালাকাটার বাজারে এবারও বিক্রি হচ্ছে পিঠে তৈরির মাটির ছাঁচ বা সরা। এবারও ফালাকাটা শহরের হাটখোলা বাজারে বিভিন্ন ধরনের মাটির ছাঁচ নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা।

ফালাকাটা হাটখোলার মাটির ছাঁচ বিক্রেতা বৈদ্যনাথ পালের কথায়, 'আমাদের এখানে এখনও পিঠে তৈরির জন্য মাটির ছাঁচের কদর আছে। এমনকি গত বছরের তুলনায় এবার মাটির ছাঁচের দামও বেড়েছে। তবুও বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই বিক্রি শুরু হয়।' দশকর্মা দোকানের মালিক গৌরব পাল জানান, এখন রেডিমেড পিঠে খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মাটির ছাঁচে তৈরি পিঠের গুণ, স্বাদ একেবারেই আলাদা।

ফালাকাটা হাটখোলার মাটির ছাঁচ বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, গত বছর একটি ছাঁচ বিক্রি হয়েছিল ৪০ টাকা করে। এবার অবশ্য ওই ছাঁচ বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা করে। ফালাকাটার হাটখোলা, ধূপগুড়ি মোড় সহ আশপাশের সব বাজারেই ছাঁচ কিনতে ক্রেতাদের আগ্রহ দেখার মতো। বাজারে দু'তিন ধরনের ছাঁচ বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের পিঠে তৈরি করার আলাদা আলাদা ছাঁচ বিক্রি হচ্ছে। গত দু'বছরের তুলনায় এবার মাটির ছাঁচের কদর বেড়েছে বলে বিক্রেতারা জানিয়েছেন। এদিকে, মাটির ছাঁচের বিক্রি ভালো হওয়ায় খুশি মৃৎশিল্পীরা। আবার শীতের সময়ে মাটির ছাঁচ বিক্রি ভালো হওয়ায় খুশি বিক্রেতারাও।

মৃৎশিল্পী খোকন পাল বলেন, 'প্রায় এক দশক আগে থেকেই মাটির ছাঁচের বিক্রি কমে গিয়েছে। তাই আমরাও তেমন তৈরি করি না। তবে এবার কয়েক হাজার মাটির ছাঁচ তৈরি করেছি। ইতিমধ্যেই পাইকারি দরে সব বিক্রি করে দিয়েছি। এবার ভালো বিক্রি হওয়ায় আগামী বছর আগে থেকেই তা তৈরি করা হবে।' মাটির ছাঁচ বিক্রেতা সুজয় দত্ত বলেন, 'মাঝে কয়েক বছর মাটির ছাঁচের তেমন বিক্রি ছিল না। কিন্তু এবার দেখি চাহিদা বেশ ভালোই। পিঠে তৈরির ছাঁচ বিক্রি করে আয়ও ভালোই হচ্ছে।'

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এর শুরু হবে পৌষ সংক্রান্তি দিয়ে। শীতের এই আমেজে পিঠেপুলি একটা আলাদা মাত্রা এনে দেয়। শীতের পিঠের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক চিরন্তন। কিন্তু পিঠে তৈরি করার ঝামেলায় এখন আর আধুনিক বাঙালি ঘরের মেয়ে-বৌরা প্রায় যেতেই চান না। তার উপর হরেক রকম পিঠে অনেকে বানাতেও পারেন না। পিঠে বানানোর জন্য সময়ও অনেকটাই লাগে। তবুও ভাপা পিঠে, চিতই পিঠে, রস পিঠে, পাটিসাপটা, ক্ষীরপুলি সহ আরও একাধিক পিঠের কদর কিন্তু একটুকুও কমেনি। এইসব বানাতে প্রয়োজন মাটির ছাঁচের। ফালাকাটার মতো জায়গায় তাই এবারও পৌষ-পার্বণে হরেক রকম পিঠে বানাতে বিক্রি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মাটির ছাঁচ ও সরা।

পৌষ সংক্রান্তির আগে ফালাকাটা হাটখোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে পিঠে তৈরির মাটির ছাঁচ।

রজত জয়ন্তী

বীরপাড়া, ১২ জানুয়ারি : বীরপাড়ার সুভাষপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসবের মূল পর্বের অনুষ্ঠান হল রবিবার। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাদ্যমেলা হয়। স্কুলের বেশ কয়েকটি সমস্যা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানকে জানান প্রধান শিক্ষিকা সুস্মিতা পাল কুণ্ডু। সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন চেয়ারম্যান। গত বছর শিক্ষারত্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন বীরপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ব্রত ভট্টাচার্য। তাঁকে সংবর্ধনা দেয় রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি।

সবুজের বার্তা

জয়গাঁ, ১২ জানুয়ারি : 'ক্লিন জয়গাঁ, গ্রিন জয়গাঁ' কর্মসূচির অধীনে রবিবার ৯ কিলোমিটার ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। জয়গাঁ শহরের ভুটানগেট থেকে শুরু হয় ম্যারাথন। জয়গাঁ ও দলসিংপাড়ার বাসিন্দারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় জয়গাঁ থানা। সকাল ৬টার সময় ভুটানগেটের সামনে থেকে শুরু হয় ম্যারাথন। ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। ভুলন চৌপথি অবধি গিয়ে অংশগ্রহণকারীদের আসতে হয় জয়গাঁ নেপালি বেদব্যাস স্কুলের সামনে। জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'জয়গাঁয় সুস্থ পরিবেশ নিয়ে আসা আমাদের লক্ষ্য।'

সাব্বিরের ব্যান্ডে ঐক্যের সুর

প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলার সমান্তরালে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। ১৩ জানুয়ারি প্রয়াগরাজে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণি সঙ্গমে স্নান করবেন সাধুসন্ত থেকে অগণিত সাধারণ মানুষ। রবিবার থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কোলাহলের মধ্যেই শোনা যাচ্ছে ব্যান্ডের সুর। যা গোটা গঙ্গা-যমুনার সম্প্রীতির ঐতিহ্যও বজায় থাকবে।' গত সপ্তাহ থেকে ধর্মীয় নেতাদের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। সেই সব তর্কাতর্কি থেকে বহু যোজন দূরে সুর তুলছে ব্যান্ড-সাব্বির। অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি মাওলানা শাহাবুদ্দিন রাজভি বেরেলভি দাবি করেছেন, ওয়াকফ

আজ থেকে মহাকুম্ভ

পরিবেশকে যেন আরও মোহময় করে তুলেছে। মেলায় মুসলিম ব্যবসায়ীদের প্রবেশ নিয়ে দু-তরফের ধর্মীয় নেতারা যখন একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করছেন, সেই সময় সঙ্গম তীরের ব্যান্ডটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

৪০ বছর ধরে কুম্ভমেলায় পারফর্ম করা ব্যান্ডের ব্যান্ড মাস্টার মহম্মদ সাব্বিরের কথায়, 'সংগীত একটি সাগরের মতো। এর কোনও শেষ নেই। হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক চলতেই থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত ৫৫ বিঘা জমির ওপর কুম্ভমেলার আয়োজন করা হয়েছে। বারাণসীর সুমেরু মঠের স্বামী নরেন্দ্রনাথ সরস্বতীর পালটা সওয়াল, 'যদি সনাতন হিন্দুদের মক্কায় প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া হয় তাহলে কেন ওইসব লোকদের (মুসলিম ব্যবসায়ী) মেলায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে?'

মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ অবশ্য কুম্ভের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখার পক্ষেই সওয়াল করেছেন। তিনি বলেন, 'এখানে (কুম্ভে) কোনও সম্প্রদায় বা বর্ণের ভেদাভেদ নেই।' যোগী-বার্তার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তাঁর কথার রেশ ধরে সাব্বিরের ব্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করেছেন অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের প্রধান মহন্ত রবীন্দ্র পুরী। তাঁর কথায়, 'যদি আপনারা এখানে কাজ করা শ্রমিকদের দিকে তাকান, যাঁরা আমাদের আশ্রম তৈরিতে সাহায্য করেছেন, আমাদের আখড়ায় কাজ করছেন তাঁদের বেশিরভাগই অ-হিন্দু। আমাদের ব্যান্ডগুলির কথাই ধরুন। ওদের অনেকেই মুসলিম।'

যুক্তি-তর্কের মাঝে নিজের গতিতে চলছে শতাব্দী প্রাচীন মহাকুম্ভ। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। মহাকুম্ভ প্রাঙ্গণে চারটি দরজা তৈরির জন্য খরচ করা হয়েছে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। এগুলি হল গঙ্গা দুয়ার, যমুনা দুয়ার, সরস্বতী দুয়ার এবং নীলকণ্ঠ দুয়ার। এগুলি ত্রিবেণি সঙ্গম থেকে প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৪ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকায় ছড়িয়ে থাকা কুম্ভমেলাকে আলোকিত করতে ২ হাজার বৈদ্যুতিন খুঁটি, ৭০ হাজার এলইডি লাইট এবং ২,০১৬টি সৌর হাইব্রিড লাইট স্থাপন করা হয়েছে। ৪৫ দিন ধরে চলা অনুষ্ঠানে বিদ্যুতের খরচ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। উত্তরপ্রদেশ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা মহাকুম্ভ চত্বরে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা ২ লক্ষ ইউনিট হতে পারে বলে অনুমান করছে। পুণ্যার্থীদের জন্য ১.৬ লক্ষ তাঁবু এবং ৫০ হাজার দোকান তৈরি করা হয়েছে।

প্রয়াগরাজে ভিড় জমিয়েছেন সাধুসন্ত এবং দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। রবিবার।

জুনা আখড়ায় বাদ মহান্ত

আগ্রা, ১২ জানুয়ারি : মহান্ত কৌশল গিরিকে ৭ বছরের জন্য বরখাস্ত করল দেশে হিন্দু সন্ন্যাসীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন জুনা আখড়া। ১৩ বছর বয়সি একটি মেয়েকে দান হিসাবে গ্রহণ করায় কৌশল গিরির বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য নাবালিকাকে দান করেছিল তার পরিবার। মেয়েটির নতুন নামকরণ হয় গৌরী গিরি। দানের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। এরপরেই পদক্ষেপ করে জুনা আখড়া। ৭ বছরের জন্য তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু আখড়াই নয়, গিরির সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষও। মেয়েটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জুনা আখড়ায় নতুন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার যে নিয়ম রয়েছে, তা মানেননি মহন্ত কৌশল গিরি। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে সন্ন্যাসিনীর ন্যূনতম বয়স হতে হবে ২২ বছর। মেয়েটি তার চেয়ে অনেক ছোট।

নাবালিকা দান গ্রহণ

তাকে দান হিসাবে গ্রহণ করা নিয়ে উপযুক্ত যুক্তি পেশ করতে পারেননি কৌশল গিরি।

জুনা আখড়ার অন্যতম সদস্য মহন্ত হরি গিরি বলেন, 'মহিলারা আখড়ার সদস্য হতেই পারেন। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাঁকে পরিণত হতে হবে। কোনও শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে আখড়া তাকে দত্তক নিতে পারে। কিন্তু ২২ বছরের কম বয়সি কাউকে সাধারণত গ্রহণ করা হয় না।' যে নাবালিকাকে কৌশল গিরিকে দান করা হয়েছিল, সে একটি ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে।

মহাস্নানে আজ স্টিভ-জায়া

প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি : মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে এদেশে এসেছেন অ্যাপল-এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জোবস। সোমবার তিনি প্রয়াগরাজে যাচ্ছেন। বেশ কয়েকদিন মহাকুম্ভে কাটাবেন। ডুব দেবেন গঙ্গায়। মগ্ন হবেন তপস্যা, ধ্যান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে। শনিবার বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিরঞ্জনী আখড়া মন্দিরের কৈলাসনন্দ গিরিজি মহারাজ।

স্টিভ-জায়া লরেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে থেকে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মহারাজ জানিয়েছেন, হিন্দু ছাড়া কেউই শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন না। সেই কারণে লরেন মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতে পারেননি। মহাকুম্ভ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক, এই প্রার্থনা করেছেন তাঁরা। মন্দির দর্শন উপলক্ষ্যে লরেন পরেছিলেন সাবেকি ভারতীয় পোশাক। মাথা ঢেকেছিলেন সাদা ওড়নায়।

প্রয়াত ধনকুবেরের স্ত্রী হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে বুঝতে চান। সাধ্বী হিসেবে কল্পবাসও করবেন। মহারাজ জানিয়েছেন, লরেন পাওয়েল জোবসের নতুন নামকরণ হয়েছে কমলা।

শৈশব যখন বিপন্ন... ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে মা-বাবাকে হারিয়েছে দুই খুদে। কবরস্থানের মাঝেই ছোট্ট ভাইকে খাবার তুলে দিচ্ছে দিদি।

ট্রাম্পের শপথে যাচ্ছেন জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি শপথ। ভারত সরকারের তরফে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর মার্কিন সরকারের সঙ্গে জয়শংকরের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হতে পারে।

রবিবার বিদেশমন্ত্রক এক্স হ্যান্ডেলে জয়শংকরের আমেরিকা সফর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, এই সফরে জয়শংকর মার্কিন প্রশাসনের নবনিযুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন। জয়শংকরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ট্রাম্প-ভান্স উদ্বোধনী কমিটি। বিদেশমন্ত্রকের দাবি, জয়শংকরের সফরে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করবে।

আগামী ২০ জানুয়ারি, সোমবার শপথ অনুষ্ঠান হবে মার্কিন সময় অনুযায়ী দুপুর ১২টায়। অনুষ্ঠান হবে ওয়াশিংটন ডিসির নিউ ক্যাপিটলের ওয়েস্ট ফ্রন্টে। শপথ নেওয়ার পর ভাষণ দেবেন নির্বাচিত নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর মার্কিন রীতি অনুযায়ী কিছু প্রশাসনিক নির্দেশে সই করবেন তিনি। হবে কুচকাওয়াজ ও মধ্যাহ্নভোজ।

শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মিলোনি, জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়া প্রমুখ। আমন্ত্রিত হয়েছেন ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প। জিনপিং যাবেন না। জানা গিয়েছে, তাঁর পরিবর্তে এক উচ্চপর্যায়ের দূত যাবেন।

পুলিশের নজরে ইউক্রেনীয় প্রতারক

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : যৎসামান্য বিনিয়োগ। বিপুল রিটার্ন। এই প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ১.২৫ লক্ষ বিনিয়োগকারীর সঙ্গে প্রতারণা করে টোরেস জুয়েলার্স নামে একটি সংস্থা। ২২ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নেমে মুম্বই পুলিশের ইকনমিক অফেন্সেস উইং দুজন ইউক্রেনীয় নাগরিকের হদিস পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁদের নাম আর্টেম এবং ওলেনা স্টোইন। ওই দুজনই এই আর্থিক প্রতারণা চক্রের মূল কুচক্রী বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই একটি লুকআউট সার্কুলার জারি করা হবে। সোনা, রুপো, বিভিন্ন দামী পাথরে লগ্নি করলে বিপুল রিটার্নের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। লাকি ড্র পুরস্কার হিসেবে ১৪টি বিলাসবহুল গাড়িও দেওয়া হয়েছিল কয়েকজন বিনিয়োগকারীকে। প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করেছে।

নেই প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে

রাজনীতি ছাড়ছেন অনীতা আনন্দ

টরন্টো, ১২ জানুয়ারি : জাস্টিন ট্রুডোর উত্তরসূরি হওয়া দূরস্ত, রাজনীতি থেকেই সন্ন্যাস নিতে চলেছেন কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবহণমন্ত্রী অনীতা আনন্দ। আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি পোস্ট করেন অনীতা। সেখানে তাঁকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়ার জন্য বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন।

পোস্টে অনীতা লিখেছেন, 'পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে লিবারাল পার্টিতে আমাকে স্বাগত জানানো এবং মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। কানাডার হাউস অফ কমন্সে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ওকভিলের (অনীতার নির্বাচনি কেন্দ্র) জনগণের প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।... পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে আমার দায়িত্ব সম্মানের সঙ্গে পালন করে যাব।'

২০১৯-এ রাজনীতিতে আসার আগে ইয়েল কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন অনীতা। পুরোনো পেশায় ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহে জাস্টিন ট্রুডো প্রধানমন্ত্রী পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কানাডার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অনীতার নাম সামনে এসেছিল। আচমকা তাঁর রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ২-৩ মাসের মধ্যে কানাডায় পার্লামেন্ট ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে আইনশৃঙ্খলা, বিদেশনীতি, আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে ট্রুডো সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে। আগামী ভোটে লিবারাল পার্টির ক্ষমতায় ফেরা কার্যত অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে প্রার্থী করায় খালিস্তানপন্থী ভোটও ট্রুডোর হাতছাড়া হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে অনীতার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড় থেকে সরে যাওয়া অপ্রত্যাশিত নয় বলেই অনেকে মনে করছেন। ট্রুডোর উত্তরসূরি না হতে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে কি না তা নিয়েও জল্পনা চলছে।

সঙ্গে না থাকলেও ভরণ-পোষণ পাবেন স্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে না থেকেও ভরণ-পোষণ চাইতে পারেন। ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতির বৈবাহিক কলহ মামলায় শুক্রবার এমন গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সর্বোচ্চ আদালত। ভরণ-পোষণ পাওয়া নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। এই বিষয়ে কোনও কড়া নিয়ম থাকতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কোনও স্বামী আদালত থেকে ডিক্রি আদায় করলেও তাঁর স্ত্রী যদি সেই ডিক্রি মেনে চলতে অস্বীকার করেন, শ্বশুরবাড়িতে ফিরে না যেতে চান, সেক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারেন না।

বেঞ্চ বলেছে, ভরণ-পোষণের বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। এই মামলার রায় স্ত্রীর পক্ষে গেলেও সবক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বামীর সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করার জন্য স্ত্রীর বৈধ ও পর্যাপ্ত কারণ আছে কি না, তা দেখতে হবে। স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারে ডিক্রি আদায় করলে, স্ত্রী তা না মানলে তিনি ভরণ-পোষণের অধিকার হারাবেন, এটা ঠিক নয়।

মামলাটি ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতিকে নিয়ে। ২০১৪ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। ২০১৫ সালে স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি ছাড়েন। স্বামী পারিবারিক আদালতে দাম্পত্য পুনরায় অধিকারের আবেদন করলে স্ত্রী জানান, তিনি শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে

সুপ্রিম কোর্ট

অত্যাচারিত হয়েছেন। ৫ লক্ষ টাকা যৌতুক চাওয়া হয়েছে। তাঁর গর্ভপাতের সময় স্বামী তাঁকে দেখতে পর্যন্ত আসেননি। তাঁকে শৌচালয়, গ্যাস ওভেন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এদিকে, স্বামী তাঁর সঙ্গে থাকতে চান বলে পারিবারিক আদালত ডিক্রি জারি করেছিল। স্ত্রী তা মানেননি। পরিবর্তে তিনি পারিবারিক আদালতে ভরণ-পোষণের আবেদন করেন। পারিবারিক আদালত ১০ হাজার টাকা ভরণ-পোষণের নির্দেশ দিলে স্বামী হাইকোর্টে যান। স্ত্রী একসঙ্গে থাকার ডিক্রি মানেননি বলে পারিবারিক আদালতের নির্দেশ বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট।

লস অ্যাঞ্জেলেসে

মৃত বেড়ে ১৬

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১২ জানুয়ারি : আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানল নিয়ন্ত্রণে আসার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কয়েকদিনের অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি। অগ্নিদগ্ধ অগণিত বাড়িঘর। লক্ষাধিক মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরেও এড়ানো যাচ্ছে না প্রাণহানি। রবিবার পর্যন্ত দাবানলের কবলে পড়ে ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি জটিল হয়েছে সৈকত শহর মালিবুতে। পর্যটকদের এই জনপ্রিয় গন্তব্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার সার্ভিসের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি দাবানলে পুড়ছে গোটা রাজ্য। সবচেয়ে ভয়াবহ প্যালেসেইডস দাবানল। এরপর রয়েছে পাসাডেনার কাছে ইটন দাবানল। এই দাবানলের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। পাসাডেনায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের চারপাশে ৪টি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। মালিবুতে লাগা দাবানলের সংখ্যা ৩। বাতাসের গতিবেগ তীব্রতর হওয়ায় দাবানলগুলির তীব্রতা আরও বেড়েছে। আগামী কয়েকদিনে অবস্থা জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছেন ওই মুখপাত্র।

ডোনাল্ডের সাক্ষাৎ চান গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি : ডেনমার্কের আধা-স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখল করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি কয়েকদিন আগেই দিয়েছেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই সদস্য জার্মানি ও ফ্রান্স। এই পরিস্থিতিতে ডেনমার্ক বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে থাকার বিরোধিতা করে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেডে জানিয়েছেন, তিনি গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে চান।

তেল, গ্যাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর গ্রিনল্যান্ড সুমেরু অঞ্চলে অবস্থিত। তার ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে বহু দেশের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপটির প্রতি। রাশিয়া, চিন প্রভাব বিস্তার করতে চায়। কৌশলগত অবস্থান ও আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য গ্রিনল্যান্ডকে কবজা করতে চায় আমেরিকা। এই চাপের মুখে পড়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা পাওয়ার বিষয়টি ফের তুলে ধরলেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা ডেনস(ড্যানিশ) বা আমেরিকান(মার্কিন) হতে চাই না। আমরা হতে চাই গ্রিনল্যান্ডিক।' গ্রিনল্যান্ড উত্তর আমেরিকা মহাদেশের খুব কাছে। সেই কারণে আমেরিকানরা গ্রিনল্যান্ডকে তাদের সম্প্রসারিত অংশ বলে মনে করে।

গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের আধা স্বশাসিত অঞ্চল হলেও দ্বীপের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫১ সালের চুক্তি অনুযায়ী এখানে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি আছে।

বিবেকানন্দকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ তরুণদের চিরন্তন অনুপ্রেরণা। তরুণদের কাছে তিনি এক চিরকালীন আদর্শ। তাঁদের মনে এগিয়ে চলার ইচ্ছা জাগান স্বামীজি। তিনি যে শক্তিশালী এবং উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।' ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের পর বিবেকানন্দ রকে গিয়ে ধ্যান করেছিলেন মোদি। সেই ছবিও এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সার্বিক চিন্তা দিয়ে বিশ্বকে মানবতার সেরা পথ দেখিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে ভারতীয় দর্শন এবং সকল ধর্মের মধ্যে সমতার ধারণা শক্তিশালী করেছিলেন এবং ভারতের মাথা উঁচু করেছিলেন।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লিখেছেন, 'ঐক্য, সম্প্রীতি ও শক্তির বুনিয়াদে ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজি। তাঁর জন্মদিনে শপথ নিলাম, এই দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' উত্তর কলকাতার সিমলায় স্বামীজির পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক।

আপের গান্ধিগিরিতে নতিস্বীকার বিধুরির

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আপের গান্ধিগিরির চোটে রীতিমতো ল্যাজেগোবরে অবস্থা হল বিজেপির বিতর্কিত নেতা তথা কালকাজি বিধানসভা আসনের প্রার্থী রমেশ বিধুরির। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী সম্পর্কে কুকথা বলে ভোটের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছিলেন তিনি। যেহেতু বিধুরিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে এবং বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, তাই আপের তরফে লাগাতার প্রচার শুরু হয়, বিতর্কিত নেতাকেই এবার মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী করছে পদ্মশিবির।

সেই প্রচারের স্নায়ুযুদ্ধে রবিবার কার্যত হার মেনে নিয়েছেন বিধুরি। এক বিবৃতিতে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নেই।' তিনি বলেছেন, 'আমি মানুষের প্রতি যতটা, ততটাই আমাদের দলের প্রতি অনুগত। আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে যে কথাবার্তা চলছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। আমি আপনাদের সেবক হিসেবে অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে চাই।' রাজনৈতিক মহলের মতে, আপ তো বটেই, বিজেপির একাংশের চাপেই নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন বিধুরি। যদি তিনি না করতেন, তাহলে আপের প্রচারের পারদ আরও চড়ত। এদিন বিধুরি বলেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল আমার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন। আমি কোনও পদের জন্য দাবিদার নই। আমার দল বারবার আমার ওপর আস্থা রেখেছে। গত ২৫ বছরে আমাকে দল দুবার সাংসদ করেছে, তিনবার বিধায়ক করেছে। আপনাদের দরজায় চতুর্থবারের জন্য ভোট চাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আপনাদের আশীর্বাদে আমি মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আপনাদের এবং দেশের জন্য আরও অনেক কিছু করতে চাই।'

শা-কে চ্যালেঞ্জ কেজরির

শনিবার কেজরিওয়াল দাবি করেছিলেন, 'একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি বিধুরিকে নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি। ওঁর নাম ঘোষণা হলেই আমি গণতন্ত্রকে মজবুত করার স্বার্থে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে নামতে চাই।' তাঁর ওই কথা শুনে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা তোপ দেগেছিলেন, 'কেজরিওয়াল কি এবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নামও ঘোষণা করবেন।' বিধুরি বিতর্কের মধ্যেই রবিবার দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের মন জেতার জন্য শা'কে নিশানা করেন আপ সুপ্রিমো। তা করতে গিয়ে অমিত শা'কে চ্যালেঞ্জ করেন কেজরি। তিনি বলেন, 'দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে আপনারা যত মামলা করেছেন সেগুলি যদি প্রত্যাহার করে নেন, যে সমস্ত জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করেছেন সেখানেই যদি আবার তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেবেন বলে হলফনামা দেন তাহলে আমি নির্বাচনে লড়ব না। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি।' কেজরির লাগাতার আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি বলেন, 'দুজন আপ বিধায়ক মহিন্দর গোয়েল এবং জয় ভগবান উপকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।'

বেকার তরুণদের ভাতা দেবে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : মহিলাদের জন্য ২৫০০ টাকা করে মাসিক ভাতা এবং ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার পর এবার দিল্লির তরুণ ভোটারদের কাছে টানতে উদ্যোগী হল কংগ্রেস। রবিবার যুব দিবসে দিল্লির বেকার তরুণ, তরুণীদের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল হাত শিবির। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে যুব উড়ান যোজনা। মাসিক বেকার ভাতার পাশাপাশি একবছরের শিক্ষানবিশি করার সুযোগও থাকছে এই প্রকল্পে। দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপ এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বৈরথ ক্রমশ চড়ছে। কিন্তু তৃতীয় শক্তি হিসেবে কংগ্রেসও যে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় সেটা তাদের একের পর এক ঘোষণায় স্পষ্ট।

রবিবার কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট, দিল্লি প্রদেশ সভাপতি দেবেন্দর যাদব প্রমুখ যুব উড়ান যোজনার ঘোষণা করেন। শচীন পাইলট বলেন, '৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির মানুষ একটি নতুন সরকার নির্বাচন করতে চলেছেন। আজ আমাদের দল ঠিক করেছে, দিল্লির যে সমস্ত তরুণ শিক্ষিত কিন্তু বেকার তাঁদের এক বছরের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এটা শুধু আর্থিক সহায়তা নয়। তরুণরা যাতে শিল্পসংস্থায় চাকরি পান তার জন্য আমরা তাঁদের প্রশিক্ষণও দেব।' পাইলটের কথায়, আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। দিল্লির তরুণরা কষ্টে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাঁদের কষ্ট বুঝতে নারাজ। কংগ্রেস সরকারের জন্য দিল্লির পরিকাঠামো বিকাশ হয়েছে। গত কয়েক বছরে আমরা শুধু অভিযোগের পালা দেখেছি। দিল্লিকে অবহেলা করা হয়েছে।'

স্পেস ডকিংয়ের পথে ইসরো

বেঙ্গালুরু, ১২ জানুয়ারি : মহাকাশ গবেষণায় নতুন সাফল্যের দোরগোড়ায় ইসরো। দিন কয়েক আগে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার রকেট। এই স্পেডেক্স মিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথে ২টি মহাকাশযানকে যুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করার প্রযুক্তির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখছে ইসরো। রবিবার তারা জানিয়েছে, পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের পিএসএলভি সি৬০ রকেট। সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাত্র ৩ মিটার দূরত্বে অবস্থান করেছে চেজার ও টার্গেট যান দুটি। সেগুলিকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে আশাবাদী ইসরো।

মহাতারকাদের নিয়ে মহাসংকট

বাড়ছে উদ্বেগ

- জসপ্রীত বুমরাহর পিঠের একটা অংশ ফুলে রয়েছে। কারণ যদিও স্পষ্ট নয়।
- বিসিসিআইয়ের তরফে বুমরাহকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।
- অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কিনা, জানা যায়নি এখনও।
- সোমবার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করার পর সেখানকার চিকিৎসক, ফিজিওরা বুমরাহর পিঠের চোট নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

নতুন অধিনায়ক খুঁজে নাও, বললেন রোহিত

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ছিল রুমাল। হল বিড়াল!

ছিল দল নির্বাচনি বৈঠক। পরিস্থিতির দাবি মেনে দল নির্বাচনের পাশে সেই বৈঠকই হয়ে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের আসর। যার ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা হতে দেরি হল। সঙ্গে আগামীর ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও জল্পনা ও সংশয় বাড়ল।

অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিরা আর কতদিন খেলা চালিয়ে যাবেন? স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিডনি টেস্টের আগেই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন রোহিত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল করেন তিনি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর হিটম্যান আর বেশিদিন টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবেন না, সেটা স্পষ্ট। রোহিতের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে গতকালের বৈঠকে রোহিত জানিয়েছেন, আর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি দায়িত্ব ছাড়বেন। বোর্ডকে নতুন অধিনায়ক খোঁজার কথাও বলেছেন। বৈঠকে হাজির থাকা জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতিতে যেভাবে রোহিত তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন, তা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সঙ্গে এসেছে

> রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।
>
> **জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি**

আরও একটি প্রশ্ন, রোহিত আরও কয়েক মাস থাকলে বিরাট কতদিন থাকবেন? কোহলি গতকালের বৈঠকে ছিলেন না। তিনি এখনও বিসিসিআই-কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেননি। তবে সূত্রের খবর, কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না। বোর্ডের এক কর্তার কথায়, 'অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ক্রিকেট। গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা কোনও দিনও মেটার নয়। ফল ভুগতে হচ্ছে দলকে।'

রোহিত সরলে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী অধিনায়ক কে হতে পারেন? কুড়ির ক্রিকেটে সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে সবচেয়ে জোরদার নাম জসপ্রীত বুমরাহ। দলের অন্দরে তাঁর জনপ্রিয়তার কথাও সবার জানা। কিন্তু চোটপ্রবণ বুমরাহকে অধিনায়ক করা নিয়ে বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। গতকালের বৈঠকে বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব দেবজিৎ শইকিয়া চমকপ্রদভাবে বর্তমান অধিনায়ক রোহিতকেই তাঁর উত্তরসূরি বেছে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন বলে খবর। জবাবে হিটম্যান কী বলেছেন, স্পষ্ট নয়। এদিকে, বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকালের বৈঠকে। বিরাট-রোহিতরা ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রনজির দ্বিতীয় পর্বে নিজেদের রাজ্যের হয়ে খেলবেন কিনা, সেটাই এখন দেখার। ২০১২ সালের পর বিরাট ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি। রোহিত শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন ২০১৫ সালে।

বাস্তবে রোহিত-বিরাটদের ভাবনা যাই হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে বদলে চলা ভারতীয় ক্রিকেটে নিশ্চিতভাবেই বড় পরিবর্তন আসন্ন। সেই বদল ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেই যাত্রাপথে কোচ গম্ভীরের ভূমিকা কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

বন্ধ দরজার ওপারে

মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে শনিবার জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে বৈঠকে বসেন রোহিত শর্মা।

অবসরের সময়টা রোহিত শর্মা নিজেই বাছবেন।

বিরাট কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না।

গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা কোনওদিনও মেটার নয়।

বৈঠকে বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফুলেছে পিঠ, সংশয় বুমরাহকে নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : কারও মতে ধাক্কা। কেউ আবার বলছেন, সঠিকভাবে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট সামলাতে না পারার ফল। আবার অনেকের মতে, দলের অতিরিক্ত নির্ভরতার পরিণাম।

বাস্তব যাই হোক না কেন, জসপ্রীত বুমরাহর ক্রিকেট কেরিয়ারের আকাশে কালো মেঘ। সিডনি টেস্টের তিন নম্বর দিনে পিঠের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সাজঘরে থাকলেও মাঠে নামা হয়নি বুমরাহর। অস্ট্রেলিয়াও অনায়াসে সিডনি টেস্ট ও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিতে নিয়েছিল। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ হার যদি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ধাক্কা হয়ে থাকে, তাহলে সামনে রয়েছে আরও বড় ধাক্কা।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে পাওয়া পিঠের চোট (ব্যাক স্প্যাজম) বুমরাহর ক্রিকেট কেরিয়ারে তৈরি করেছে চরম অনিশ্চয়তা। টিম ইন্ডিয়া ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে বুমরাহর চোট নিয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, বুমরাহর পিঠের চোট গুরুতর। অন্তত দেড় থেকে দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। তিনি কবে ফিট হয়ে ক্রিকেট মাঠে ফিরতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, বুমরাহর পিঠের একটা অংশ ফুলে

> বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

রয়েছে। কিন্তু কেন, স্পষ্ট নয়।

বিসিসিআইয়ের তরফে বুমরাহকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আগামীকাল বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে বুমরাহর হাজির হওয়ার কথা। সেখানকার চিকিৎসক, ফিজিওরা বুমরাহর পিঠের চোট নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কিন্তু তার আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ টেস্টে ৩২ উইকেট পাওয়া বুমরাহকে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে তো নয়ই, ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এমনকি আইপিএলেও অনিশ্চিত বুমরাহ। মুম্বই থেকে বোর্ডের এক প্রতিনিধি আজ দুপুরে বিশেষ সাধারণ সভার মাঝে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন, 'বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।'

বুমরাহর পিঠের চোটকে কেন্দ্র করে বোর্ডের অন্দরেও পরস্পরবিরোধী মন্তব্য রয়েছে। অতীতে পিঠের যে অংশে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ, ঠিক একই জায়গায় ফের সমস্যা তৈরি হয়েছে। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কি না, জানা যায়নি এখনও। কিন্তু পরিস্থিতি অস্ত্রোপচার পর্যন্ত গড়ালে বুমরাহ শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা আইপিএলই নয়, জুন মাসের ইংল্যান্ড সফরেও অনিশ্চিত। স্যর ডনের দেশে ১৫১.২ ওভার বল করার মাশুল যে বুমরাহকে এভাবে মেটাতে হবে, কে আর জানত।

বিসিসিআইয়ের এসজিএমে চলেছেন দেবজিৎ সইকিয়া ও জয় শা।

২১ মার্চ ইডেনে শুরু আইপিএল

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : ২০২৫ আইপিএল শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ।

ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচে অভিযান শুরু করবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় মেগা লিগের দিনক্ষণ নিয়ে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যারাথন লিগের টক্কর শেষে খেতাবি যুদ্ধ ২৫ মে। ফাইনাল ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচও হবে ইডেনে। প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হবে গতবারের রানার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হোম গ্রাউন্ড রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।

প্রাথমিকভাবে ১৪ মার্চ লিগ শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছিল বোর্ড। কিন্তু এদিনের বিশেষ সাধারণ সভায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২১ মার্চ করা হয়। বোর্ডের বার্ষিক সভা শেষে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন বিসিসিআই সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা।

মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় এদিন সরকারিভাবে সচিবপদে জয় শা-র স্থলাভিষিক্ত হলেন অসমের দেবজিৎ সইকিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিলেন ছত্তিশগড়ের প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। দুইজনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ১ ডিসেম্বর জয় আইসিসি-র দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন দেবজিৎ। সচিব পদের নির্বাচনে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। আজ সরকারি সিলমোহর। অপরদিকে প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলার বোর্ডের দায়িত্ব ছেড়ে মহারাষ্ট্র সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর দায়িত্বে।

জয় শা-র শূন্যস্থানে অসমের দেবজিৎ

রাজীব শুক্লা জানান, পরবর্তী বৈঠক বসবে ১৮-১৯ জানুয়ারি, যেখানে গুরুত্ব পাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল নির্বাচন প্রক্রিয়া। ১২ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার চূড়ান্ত দিন ছিল। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস সহ একাধিক কারণে সেই দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয় ভারত।

টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলেও জানান রাজীব শুক্লা। এক প্রশ্নের জবাবে জানান, এদিনের বৈঠকে মূল অ্যাজেন্ডা ছিল দুই পদাধিকারীর নির্বাচন। পাশাপাশি এক বছরের মেয়াদে আইপিএলের নতুন কমিশনার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। এদিনের সভায় জয়কে সংবর্ধনাও দেওয়া হয় বিসিসিআইয়ের তরফে।

কপিল দেবকে গুলি করতে যান যোগরাজ

ভোল বদলে মাহির প্রশংসায় যুবির বাবা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ছিলেন হরিহর আত্মা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

হরিয়ানা ক্রিকেট থেকে দুজনেই পা রাখেন ভারতীয় দলেও। একজন কপিল দেব বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরার তকমা আদায় করে নিয়েছিলেন। আরেকজন যোগরাজ সিং দ্রুত হারিয়ে গিয়েছিলেন অন্ধকারে।

নিজের যে হারিয়ে যাওয়ার পিছনে বিশ্ববিখ্যাত বন্ধুটিকেই দায়ী করেন যুবরাজের বাবা। কপিলের মাথায় গুলি করতেও নাকি ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বাড়িতে বন্দুক নিয়েও গিয়েছিলেন! কপিলের মায়ের জন্য গুলি না করে ফিরে আসেন। এক সাক্ষাৎকারে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন খোদ যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ। অভিযোগ, কপিলের কারণেই ভারতীয় দল, উত্তরাঞ্চল দল থেকেও তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে। পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন দীর্ঘদিনের বন্ধুই। ক্ষোভ বারবার উসকে দিয়েছেন। সবকিছু ছাপিয়ে গুলি করতে যাওয়া চাঞ্চল্যকর দাবি।

যোগরাজ বলেছেন, 'কপিল হরিয়ানা, উত্তরাঞ্চলের পর ভারতের অধিনায়ক হওয়ার পর কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে বাদ দেয়। আমার স্ত্রী (যুবরাজের মা) উত্তরটা কপিলের থেকে জানতে চেয়েছিল। ওকে বলি, কপিলকে উচিত শিক্ষা দেব। পিস্তল বের করে সোজা কপিলের সেক্টর ৯-এর বাড়িতে চলে যাই। মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ও। মায়ের জন্য গুলি চালাতে পারিনি। কারণ ওর মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। কপিলকে তা বলেও আসি।' এরপর ক্রিকেট ছেড়ে ছেলে যুবরাজকে ক্রিকেটার বানানোকেই ধ্যানজ্ঞান করে নেন যোগরাজ।

কপিল দেবকে বিঁধলেও সবাইকে অবাক করে আরেক বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে প্রশংসায় ভরালেন যুবরাজের বাবা যোগরাজ সিং।

বিষেণ সিং বেদির বিরুদ্ধেও মারাত্মক অভিযোগ করেছেন যুবরাজের পিতা। বলেছেন, 'কপিলের সঙ্গে বিষেণ সিং বেদি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। তাই কখনও বেদিকে ক্ষমা করিনি। উত্তরাঞ্চল দল থেকে কেন বাদ পড়লাম জানতে চেয়েছিলাম অন্যতম নির্বাচক রবীন্দ্র চাড্ডার কাছে। উনি বলেন, বেদির (প্রধান নির্বাচক) ধারণা আমি সুনীল গাভাসকারের ঘনিষ্ঠ। তাই বাদ।'

কপিল, বেদিদের বিরুদ্ধে বোমা ফাটালেও সবাইকে অবাক করে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসা শোনা গেল যোগরাজের মুখে। পুত্র যুবরাজের কেরিয়ার দ্রুত শেষ করার পিছনে মাহিকেই দায়ী করেন বরাবর। এই নিয়ে প্রকাশ্যে 'ক্যাপ্টেন কুলের' বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। আজ বিপরীত সুর।

যোগরাজ সিং বলেছেন, 'সতীর্থদের অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করার দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল অধিনায়ক ধোনির। সবচেয়ে প্রশংসনীয় ব্যাপার হল, উইকেটটা খুব ভালো বুঝত। সেই অনুযায়ী বোলারদের গাইড করত, বলটা কোথায় রাখতে হবে, সেই দিশা দেখাত। একইসঙ্গে ভয়ডরহীন চরিত্র। অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা মনে আছে। মিচেল জনসনের বল ওর হেলমেটের গ্রিলে জোরে আঘাত করে। কিন্তু ধোনিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখিনি। পরের বলেই ছক্কা। এরকম লোক খুব কম পাওয়া যায়।'

নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বে স্যান্টনার

সাকিবকে ছাড়াই দল বাংলাদেশের

অকল্যান্ড ও ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : ইঙ্গিত ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই হল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ঠাঁই হল না সাকিব আল হাসানের। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্নের মুখে। দ্বিতীয় চেষ্টাতেও আইসিসি-র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ওঠেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিংয়ের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা। চলতি বছরে আর টেস্ট দিয়ে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন না সাকিব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুধু ব্যাটিং করতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের নির্বাচকরা শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে সাকিবকে গুরুত্ব দেননি। সাকিবের সঙ্গে দলে জায়গা পাননি তারকা ব্যাটার লিটন দাসও। পাকিস্তান সফরে টেস্ট সিরিজে সফল হয়েছিলেন লিটন। মনে করা হয়েছিল,

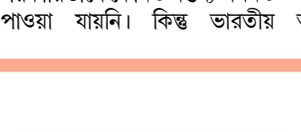

অভিজ্ঞতা হয়তো কাজে লাগাবে বাংলাদেশ। উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্ব সামলাবেন মুশফিকুর রহিম।

মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দলে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। ১৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। আইসিসি-র সময়সীমা মেনে এদিন যে লক্ষ্যে প্রাথমিক দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। তারকাদের ভিড়ে যে দলে রয়েছেন তিন তরুণ তুর্কি পেসার উইল ও'রৌরকে, বেন সিয়ার্স ও নাথান স্মিথ। ব্যাটিংয়ে ড্যারেল মিচেল, কেন উইলিয়ামসনের মতো তারকা। একঝাঁক অলরাউন্ডার নিঃসন্দেহে কিউয়ি দলের সম্পদ। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও ভারসাম্য, দক্ষতার ছোয়া।

বাংলাদেশ দল

নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলি, তৌহিদ হৃদয়, মেহেদি হাসান মিরাজ, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমন, নাসিম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব ও নাহিদ রানা।

নিউজিল্যান্ড দল

মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যান, উইল ইয়ং, গ্লেন ফিলিপস, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, বেন সিয়ার্স, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি ও উইল ও'রৌরকে।

আফগানিস্তান দল

হাশমাতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, রহমত শা, ইক্রাম আলিখিল, গুলবাদিন নাইব, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবি, রশিদ খান, আল্লাহ মহম্মদ গজনফর, নুর আহমদ, ফজলহক ফারুকি, ফরিদ আহমদ, নাভিদ জাদরান।

হাশমাতুল্লাহ শাহিদির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান। চোট সারিয়ে ফেরা ইব্রাহিম জাদরান ও পাঁচ স্পিনারকে নিয়ে শক্তিশালী দলই গড়েছে তারা।

পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হলেন শ্রেয়স

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : মেগা নিলাম থেকে ২৬.৭৫ কোটি টাকায় শ্রেয়স আইয়ারকে দলে নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করানো শ্রেয়স শুরু থেকে পাঞ্জাব কিংসের নেতৃত্বের দাবিদার ছিলেন। তাঁকেই অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। চমক রয়েছে তাঁর নাম ঘোষণার মধ্যে। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়সের নাম ঘোষণা করেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। বিগ বসের অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করা

বিগ বসে হল নাম ঘোষণা

হয়। রিয়্যালিটি শোয়ে অতিথি হিসেবে পাঞ্জাব কিংস স্কোয়াডের দুই সদস্য যুযবেন্দ্র চাহাল ও শশাঙ্ক সিংকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন শ্রেয়স। সলমন তাঁর নাম ঘোষণার পর আপ্লুত শ্রেয়স বলেছেন, 'দল আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য আমি গর্বিত। কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে আরও একবার কাজ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছি। শক্তিশালী দল হয়েছে আমাদের। দলে প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার ভারসাম্য রয়েছে। আশা করছি, প্রথমবার পাঞ্জাব কিংসকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করে ম্যানেজমেন্টের আমার প্রতি ভরসার মর্যাদা রাখতে পারব।'

ঋষভ-বিতর্কে জল হরভজনের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ঋষভ পন্থকে ছাড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘোষিত টি২০ দল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল-দলে দুইজন উইকেটকিপার-ব্যাটার। অথচ, ঋষভ নেই! হরভজন সিং যদিও নির্বাচকদের পাশেই দাঁড়ালেন। যুক্তি, লম্বা অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে সবে দেশে ফিরেছেন ঋষভরা। বিশ্রামটা যুক্তিসংগত। ঋষভকে বিশ্রাম দিয়ে উইকেটকিপার হিসেবে সঞ্জু-জুরেলদের সুযোগ দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ।

চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে স্থির গ্রেগরা

দলের পারফরমেন্সে অখুশি নন মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি : গুয়াহাটিতে এখন দিনেরবেলা রোদের তাপে বেশ গরম লাগে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ফাঁকা জায়গায় যথেষ্ট কাঁপুনিও ধরে। এনএইচ ৩৭ জাতীয় সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে ততোধিক ঠান্ডা একটা ম্যাচের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত হাজার কয়েক সমর্থকের সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখা আপামর বাঙালি।

তবু ডার্বিতে একশো শতাংশ সাফল্য। সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখেই যে কলকাতায় ফিরতে পারছেন, তাতেই খুশি সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও জানিয়ে দিলেন, 'তিন পয়েন্ট পাওয়ায় আমি খুবই খুশি। হ্যাঁ, প্রচুর সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। আরও ভালো ফল হতে পারত যদি আমরা গোলগুলো করতে পারতাম। কিন্তু তবু খুশি কারণ আমরা তিন পয়েন্ট পেয়েছি বলে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট। তাছাড়া আমাদেরই শহরের সেরা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জিতেছি, ডার্বি জয়ের গুরুত্বই আলাদা। হয়তো দিনটা আমাদের সেরা দিন ছিল না কিন্তু পয়েন্ট টেবিলের জন্য, শিল্ডের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য এই জয়টা দরকার ছিল।' শনিবারই আশ্চর্যজনকভাবে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে সুনীল ছেত্রীদের হারিয়ে দেয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর তাতেই নিকটতম প্রতিপক্ষের থেকে পরিষ্কার আট পয়েন্টে এগিয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। নিজেদের ১৫ নম্বর তিনে থাকা ম্যাচ এফসি গোয়া জিতে গেলেও সেই পার্থক্য ৬ পয়েন্টের হবে। যা অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে মোলিনা সহ গোটা শিবিরকে।

রাতেই টিম হোটেলে পৌঁছে যান এখানে আসা কিছু ফ্যান ক্লাবের সমর্থক। তাঁদের নিয়ে আসা কেক কেটে সমর্থকদের সঙ্গেই হোটেলে খানিক হইচই করে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন ফুটবলাররা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট বলেই দিলেন, 'দেখুন এখনই অত লাফালাফির কিছু হয়নি। হ্যাঁ,

ডার্বি জয়ের পর পরস্পরকে অভিনন্দন মোহনবাগানের ফুটবলারদের।

এই ম্যাচটা আমরা জিতে ফিরছি খুব ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে

> আমরা জিতে ফিরছি খুব ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের।
>
> **গ্রেগ স্টুয়ার্ট**

পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের। একটা দিন আমরা খুব সামান্য বেলাগাম হতে পারি। কিন্তু পরদিন থেকেই ফের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে, পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য।' লিগ জিততে হলে যে সব ম্যাচ জেতা জরুরি একথা অবশ্য মোলিনাও প্রায় প্রতি ম্যাচে বলেন। এদিনও বললেন, 'আপনি যদি চ্যাম্পিয়ন হতে চান তাহলে কোনও ম্যাচকেই কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা চলবে না। সব ম্যাচ জেতার মানসিকতা রাখতে হবে। এই ম্যাচে যেমন আমরা অত্যন্ত খারাপ খেলতে শুরু করি ওরা দশজন হয়ে যাওয়ার পর। একজন বেশি ফুটবলার নিয়ে আমাদের খেলার মান নেমে গেল হঠাৎ। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলা শুরু হল। শেষ দশ মিনিট তো ওরা বল নিয়ে এত বেশি নড়চড়া করেছে যে আমরা চাপে পড়ে যাই। এরকম পারফরমেন্স চলবে না। তবে সবমিলিয়ে আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি, কারণ অন্যদের সঙ্গে পয়েন্টের পার্থক্যটা বাড়ল।'

মোলিনা থেকে লিস্টন কোলাসো, প্রত্যেককেই খালি গ্যালারি কষ্ট দিয়েছে। লিস্টন বলছিলেন, 'এই রকম ফাঁকা গ্যালারিতে তো আমাদের খেলার অভ্যাস নেই। বিশেষ করে ডার্বি। আমাদের সমর্থকরা এমনিই মাঠ ভরিয়ে দেন। আশা করব ওঁরা পরের হোম ম্যাচে আমাদের পাশে থাকবেন।' মোলিনাও স্বীকার করলেন, 'ওই রকম ভরা গ্যালারি আর এই রকম ফাঁকায় খেলা তো এক নয়। সমর্থকদের ওই চিৎকার ফুটবলাদের খেলায় অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে। সমর্থকদের মিস করেছি, এটা ওঁদের বলতে চাই। ওঁদের সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। ওঁদের জন্যই লড়েছি। আশা করি ওঁরা এই জয়ে খুশি। পরের ম্যাচে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করব।'

সেই অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে করবেন সমর্থকরাও। হয়তো ওই ২৭ জানুয়ারি বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে ঘরের মাঠেই হতে পারে ডার্বি জয়ের উৎসব পালন।

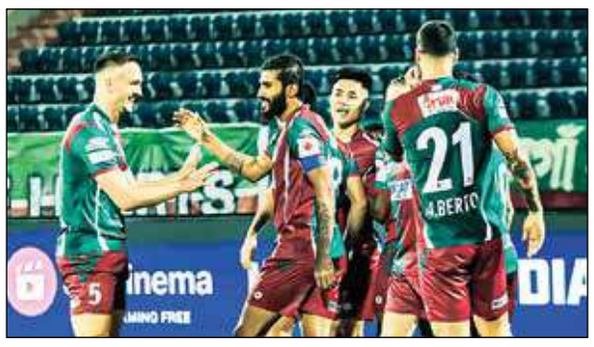

হেক্টর-হিজাজির পরিবর্ত চান ব্রুজোঁ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি : বিহু উৎসবের জন্য সেজে ওঠা গুয়াহাটি এখন উজ্জ্বল রঙিন টোকা, স্থানীয় সুন্দর সুন্দর গামছা আর অসম সিল্কের তৈরি নানা জিনিসে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে আন্তর্জাতিক মেলা, এক্সপো। এই উৎসবের আবহে ততোধিক অন্ধকার এদিন লাল-হলুদ শিবির।

ডার্বির মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচের শুরুতেই গোল খাওয়া, তারপর দশজন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খুব খারাপ না খেলেও তিন পয়েন্ট খুইয়ে এলে অবশ্য কারই বা মন ভালো থাকে? স্বাভাবিকভাবেই মুখ বেজার কোচ অস্কার ব্রুজোঁ থেকে গোটা শিবিরেরই। ডার্বির মতো ম্যাচে তিন ডিফেন্ডারে দল নামানোর সুযোগ জেমি ম্যাকলারেন শুরুতেই নিয়ে নেন। বিশেষ করে পিভি বিষ্ণু কেন ব্যাকে, কেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা শুরু থেকে, এসব প্রশ্ন উঠলেও নিজের পরিকল্পনায় ভুল ছিল, মানছেন না ব্রুজোঁ। তাঁর ব্যাখ্যা, 'আমার পরিকল্পনা সঠিক ছিল। একদম শেষ অংশে আমাদের কাছেও ম্যাচটা ওপেন ছিল। বাকি সময় আমরা ওদের সঠিকভাবে ব্লক করেছি। প্রতিটি ফাঁকফোকর বুজিয়ে ফেলা গিয়েছিল। বিশেষ করে ওদের দুই উইংকে খেলতেই দেওয়া হয়নি। মনবীর (সিং) আর লিস্টনের (কোলাসো) কাজ আমরা কঠিন করে দিতে পেরেছি। ওরা জায়গা নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। তিনজন সেন্টার ব্যাক ও তিন মিডফিল্ডার নিয়েও ওরা ম্যাচে কর্তৃত্ব করতে পারেনি। হয়তো খেলার ফল আমাদের পক্ষে যায়নি কিন্তু আমার ছেলেদের প্রশংসা করতেই হবে। কারণ দশজনেও ওরা দুর্দান্ত লড়েছে।'

ম্যাকলারেনের গোলটার সময়ে হেক্টর ইউস্তে তাড়া করেও আর নাগাল পাননি অজি স্ট্রাইকারের। প্রায় প্রতি ম্যাচেই তাঁর এবং হিজাজি মাহেরের ভুলে ডুবছে দল। ব্রুজোঁ অবশ্য তাঁর ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়ালেন, 'ভালো এবং খারাপ দুই সময়েই আমি আমার ছেলেদের পাশেই থাকব। আমরা যখন জিতি তখনও সবাই মিলে জিতি। আবার হারলেও তার দায় সবারই।' একইসঙ্গে আরও বলেছেন, 'ব্যক্তিগত ভুল যদি একটা ম্যাচে হয় তাহলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু প্রায় প্রতি ম্যাচে হলে সেটা চিন্তার বিষয়। তার মানে এই ভুলের কোনও সমাধান আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।' হেক্টর ও হিজাজির ভুলে প্রায় প্রতি ম্যাচে দলকে ডুবতে হচ্ছে বলে তিতিবিরক্ত অস্কার ইতিমধ্যেই ম্যানেজমেন্টের কাছে এই দুই বিদেশি ডিফেন্ডারের পরিবর্ত খোঁজার কথা বলেছেন। পাঞ্জাব এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে গোল করার পর ডেভিডকে শুরু থেকে খেলানোর চাপ বাড়ছিল ব্রুজোঁর উপর। তবে শুরু থেকে খেলে ডার্বিতে একেবারেই চোখে পড়েননি তিনি। বরং এরকম একটা ম্যাচে নাওরেম মহেশ সিং ও নন্দকুমার শেখরের মতো অভিজ্ঞদের কেন বসিয়ে রাখা হল, প্রশ্ন উঠেছে সেটা নিয়েই। ব্রুজোঁর ব্যাখ্যা, 'ডার্বি মানে শুধুই অভিজ্ঞতা নয়। সম্প্রতি কে কেমন পারফরমেন্স করেছে সেটাই বিচার্য। প্রতিপক্ষকে বিচার করেই আমরা ৩-৫-২ ছকে যাই। আমার মতে, সেটা কাজেও লেগেছে। ডেভিড খুব ভালো খেলেছে। ওর জন্যই বাগানের দুই সেন্টার ব্যাক উপরে উঠতে পারেনি। আমার মতে, পরিকল্পনা সঠিক ছিল।'

ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাবের অভিযোগে নড়েচড়ে বসল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : আইএসএলে রেফারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ন্যায্য পেনাল্টি না দেওয়া থেকে, ভুল কার্ড দেখানো। ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ। সেই নিয়ে অবশেষে বোধহয় নড়েচড়ে বসল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। শনিবার বড় ম্যাচে ন্যায্য পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গল বঞ্চিত হয়েছে বলে দাবি লাল-হলুদ শিবিরের। লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'এই প্রথম নয়, আমরা বারবার রেফারির চক্রান্তের শিকার হচ্ছি। একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি।'খারাপ রেফারিং নিয়ে সরব পাঞ্জাব এফসি-ও।

শতরানের আনন্দে জেমিমা রডরিগেজ। রাজকোটে রবিবার।

রানের রেকর্ডে সিরিজ স্মৃতিদের

ভারত-৩৭০/৫ আয়ারল্যান্ড-২৫৪/৭

রাজকোট, ১২ জানুয়ারি : এক ম্যাচ বাকি থাকতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় মহিলা দল। প্রতীকা রাওয়ালকে (৬১ বলে ৬৭) নিয়ে অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা (৫৪ বলে ৭৩) ওপেনিং জুটিতে ১৯ ওভারে ১৫৬ রান তুলে ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে আইরিশ বোলারদের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালান জেমিমা রডরিগজ (৯১ বলে ১০২) ও হার্লিন দেওল (৮১ বলে ৮৯)। ভারত ৫ উইকেটে তোলে ৩৭০ রান। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে ভারতীয় দলের সর্বাধিক রান। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ভারত ২০১৭ সালে ৩৫৮/২ স্কোর খাঁড়া করেছিল। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভদোদরাতে ভারত থেমেছিল ৫ উইকেটে ৩৫৮ নিয়ে। সেই রেকর্ড এদিন পেরিয়ে যায় স্মৃতির দল। রানের বন্যার মধ্যেও শেষদিকে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ বলে ১০ রান নিয়ে রিচা ঘোষ আউট হয়ে যান। কোনও সময়েই বিশাল রান তাড়ার জায়গায় ছিল না আয়ারল্যান্ড। উইকেটকিপার ক্রিস্টিনা কোল্টার রিইলি ৮০ রান করলেও উলটোদিক থেকে কেউই তাঁকে সংগত করতে পারেননি। ৭ উইকেটে তারা ২৫৪ রানে আটকে যায়। দীপ্তি শর্মা ৩৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জোড়া শিকার রয়েছে প্রিয়া মিশ্রের ঝুলিতে।

সমর্থকদের বিচারে আইএসএলে সপ্তাহের সেরা গোলের জন্য পুরস্কৃত ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ।

ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে আশাবাদী বাইচুং

বাগানের খেলায় হতাশ ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : আইএসএল ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দাপট অব্যাহত। তবে এই বড় ম্যাচে সবুজ-মেরুনের খেলায় কিছুটা হলেও হতাশ হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। এদিকে ইস্টবেঙ্গল যেভাবে লড়াই করেছে তার প্রশংশাই করছেন প্রাক্তনীরা। অস্কার ব্রুজোঁর দল নিয়ে আশাবাদী বাইচুং ভুটিয়া।

হোসে রামিরেজ ব্যারেটো

মোহনবাগান খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারেনি। তবে একজন সবুজ-মেরুন সমর্থক হিসেবে তিন পয়েন্টেই আমি খুশি। বড় ম্যাচে জয়টাই শেষ কথা। তবে মোহনবাগানকে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। আসল কাজটা এখনও বাকি।

বাইচুং ভুটিয়া

ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ। আমার ধারণা দলটাকে আরও কিছুটা সময় দেওয়া দরকার। চলতি বছর অনেক ভালো দল হয়েছে। আমি নিশ্চিত ভালো ফল হবেই।

মানস ভট্টাচার্য

শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান হয়তো ভেবেছিল সহজেই ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব হবে। সেখানে পিছিয়ে পড়ার পরও ইস্টবেঙ্গলের লড়াই অবশ্যই প্রশংসনীয়। দুই দলই গোলের অনেক সুয়োগ তৈরি করেছে। আপুইয়ার হাতে যে বলটা লাগল ওটা নিশ্চিতভাবে পেনাল্টি হয়। ওখান থেকে গোল হলে ফল অন্যরকম হতেই পারত। গত ডার্বিতেও ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় মোহনবাগান। আসলে সার্বিকভাবেই আইএসএল রেফারিংয়ের মান নেমে গিয়েছে। তবে মেনে নিতে হবে যে গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল লক্ষ্যে কোনও শট রাখতে পারেনি।

সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ডার্বি জেতাটাই আসল কথা। তবে মোহনবাগান আরও ভালো খেলতে পারত। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণভাগে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। কিছু সিদ্ধান্ত বাদ দিলে রেফারিং খুব খারাপ নয়। তবে ভিএআর থাকলে অনেক সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয়ে যেত। দিনের শেষে রেফারিরাও মানুষ। ভুলভ্রান্তি হতেই পারে।

দীপক মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গল খুব খারাপ খেলেনি। রেফারিং নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ঠিকই। তবে শুধু তো ইস্টবেঙ্গল নয়, অধিকাংশ দলই খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগও এর দায় এড়াতে পারে না।

তিন পদক পুনিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : ভদোদরায় জুনিয়ার ও ইয়ুথ জাতীয় টেবিল টেনিসে তিনটি পদক জিতল শিলিগুড়ির পুনিত বিশ্বাস। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের সিঙ্গলসে ফাইনালে পুনিত ১-৪ গেমে তামিলনাড়ুর পিবি অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে হেরেছে। এর আগে সেমিফাইনালে পুনিত ৩-০ গেমে অসমের প্রিয়ানুজ ভট্টাচার্যকে হারিয়েছিল। টিম ইভেন্টে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে পুনিত, অঙ্কুর ভট্টাচার্য, শঙ্খদীপ দাস, ঐশিক ঘোষ সমৃদ্ধ বাংলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে তারা ৩-০ ব্যবধানে তামিলনাড়ুকে হারিয়েছে। সেখানে

ট্রফি ও পদক নিয়ে পুনিত বিশ্বাস।

পুনিত ৩-২ গেমে অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে জয় পায়। এর আগে সেমিফাইনালে বাংলা ৩-১ ব্যবধানে অসমকে হারিয়েছিল। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ডাবলসে রানার্সের ট্রফি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় পুনিতকে। ফাইনালে পুনিত-ঐশিক ১-৩ গেমে সতীর্থ অঙ্কুর-শঙ্খদীপের বিরুদ্ধে হেরেছে। তবে পুনিতের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার কোচ শুভজিৎ সাহা। গত চার বছর ধরে শুভজিতের কাছে পুনিত অনুশীলন করছে। ১৯ জানুয়ারি সুরাটে শুরু হতে চলা সিনিয়ার ন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে পুনিত। সেখানেও সে সিঙ্গলস, ডাবলস ও টিম ইভেন্টে নামবে। সিনিয়ার ন্যাশনালেরও পুনিতের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী শুভজিৎ।

চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১২ জানুয়ারি : প্রত্যাশিতভাবে জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অভিযান শুরু করলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তবে টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সুমিত নাগাল শুরুতেই ছিটকে গেলেন। রবিবার মেলবোর্ন পার্কে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ানে স্টিফেন্সকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন সাবালেঙ্কা। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২। যদিও এদিন নিজের খেলায় খুশি হতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ম্যাচের পর বলেছেন, 'আজ আমি সেরাটা দিতে পারিনি। তবুও ম্যাচটা যে দুই সেটে জিততে পেরেছি এটা একটা স্বস্তির জায়গা।' এদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে গতবারের রানার্স ঝেং কুইনওয়েন সহজ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছেন। আনকা তাডোনিকে তিনি হারান ৭-৬ (৩), ৬-১ গেমে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। এটিপি র‍্যাংকিংয়ের ১০৩-এ থাকা লুকাস পউলেকে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ ফলে হারান তিনি। ক্যাসপার রুড

প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন সুমিত নাগাল। মেলবোর্নে রবিবার।

প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছেন জাওমে মুনারকে। রোলারকোস্টার পাঁচ সেটে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। রুডের পক্ষে ফল ৬-৩, ১-৬, ৭-৫, ২-৬, ৬-১। ভারতের সুমিত নাগাল প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাকের কাছে। সুমিত হেরে গিয়েছেন ৩-৬, ১-৬ ও ৫-৭ ফলে।

জয়ী কৃষ্ণা গণেশ

মাদারিহাট, ১২ জানুয়ারি : মাদারিহাট ৪ নম্বর কলোনি নবীন সংঘের পুনমচাঁদ লাখোটিয়া ও লক্ষ্মী দেবী লাখোটিয়া ট্রফি ক্রিকেটে রবিবার উত্তর খয়েরবাড়ি কৃষ্ণা গণেশ একাদশ ৫ উইকেটে জয়গাঁ জেবিবি টাইগারকে হারিয়েছে। উত্তর খয়েরবাড়ি জুনিয়র হাইস্কুল মাঠে প্রথমে জয়গাঁ ১৩.৫ ওভারে ৮৩ রানে অল আউট হয়ে যায়। সরফরাজ আলম ৩৬ রান করেন। বিকাশ শর্মা ১৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে কৃষ্ণা গণেশ ৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা বিকাশ ৪৪ রান করেন। রাকেশ কুমার ও নুর আলম ২ উইকেট নেন। সোমবার খেলবে ধুমচিপাড়া ওয়ারিয়র্স ও ফালাকাটা পুলিশ।

তন্ময়ের ৯২

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল সানরাইজ স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। রবিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১১৯ রানে আলিপুরদুয়ার চৌপথি কালচারাল ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে প্রথমে সানরাইজ ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩০ রান তোলে। তন্ময় দত্ত ৯২ রান। সন্তোষ শা ৪০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে চৌপথি ১৯.৩ ওভারে ১১১ রানে অল আউট হয়। সন্তোষ ৩৫ রান করেন। অম্লান সরকার ৩৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে সুনীল গাভাসকার ও বিনোদ কাম্বলি।

এফএ কাপে আট গোল ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ জানুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে শেষ তিন ম্যাচে অপরাজিত। তার মধ্যে দুটি জয়। আর এবার এফএ কাপে আট গোল। কাজেই বলাই যায় অন্ধকার কাটিয়ে আলোর মুখ দেখছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার রাতে এফএ কাপ তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ইংল্যান্ডের চতুর্থ সারির ক্লাব সলফোর্ড সিটিকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

সলফোর্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম একাদশে দশটি পরিবর্তন করেন গুয়ার্দিওলা। ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে শুধু নাথান অ্যাকে ছিলেন। তবুও শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে ৮-০ গোলে ম্যাচ জিতল ম্যান সিটি। গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের গোল উদ্দেশ্য করে ২০টি শট নেয় সিটিজেনরা। তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ১০টি। আর গোল হল ৮টি। ৮ মিনিটে জেরেমি ডোকু প্রথম গোলমুখ খোলেন। এরপর গোলের বন্যায় ভেসে গেল সলফোর্ড। ডোকু আরও একটি গোল করেন ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে। স্পটকিক থেকে আরও একটি গোল করেন জ্যাক গ্রিয়েলিশ। হ্যাটট্রিক করলেন জেমস ম্যাকাটি। এছাড়া একটি করে গোল ডিভিন মুবামা এবং নিকো ও'রেইলির। শুধু দ্বিতীয়ার্ধেই তিন গোল করার সুবাদে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ম্যাকাটি।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং-এর একজন বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক-কে 16.10.2024 তারিখের ড্র-তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57G 68993 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন, "আমার কোটিপতি হওয়া স্বপ্ন ছিল বহুকালের কিন্তু বাস্তবায়িত করার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওই জাদুকাঠি ছিল ডিয়ার লটারির কাছে যা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এটা সম্ভবপর হয়েছে ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

*বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন আপনজন

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ জানুয়ারি : মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে দানস্রাংয়ের মির্জা ফার্টিলাইজার ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ইসলামাবাদের আপনজন ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে রাঙ্গালিবাজনা প্লেয়ার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি উপজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে প্লেয়ার্স ১৫.১ ওভারে ১৫৭ রানে অল আউট হয়। মহেন্দ্র বর্মন ৪৯ রান করেন। দীপরাজ দাস ৩ উইকেট নেন। জবাবে আপনজন ১২.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা রৌশন ইসলাম ৬৯ রান করেন। প্রতিযোগিতার সেরা মহেন্দ্র বর্মন ২ উইকেট নেন। সেরা ফিল্ডার আপনজনের সিরাজ আলি। সেরা ব্যাটার আপনজনের রামপ্রসাদ সরকার। সেরা বোলার একই দলের প্রণব দে।

ট্রফি নিয়ে ইসলামাবাদের আপনজন ক্লাব। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

ট্রফি জিতে ব্রিগেড চামুণ্ডা। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

চ্যাম্পিয়ন ব্রিগেড চামুণ্ডা

বারবিশা, ১২ জানুয়ারি : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ব্রিগেড চামুণ্ডা শিলিগুড়ি। ফাইনালে তারা ১৩১ রানে হারিয়েছে রেনেসাঁ একাদশ কোচবিহারকে। চামুণ্ডা প্রথমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। ফাইনালের সেরা আদিত্য সিং ঋষি ৬৯ রান করেন। মনু ২২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রেনেসাঁ ১১.৫ ওভারে ৪০ রানে গুটিয়ে যায়। রোশন কান্তি ১১ রান করেন। আদিত্য ৫ রানে ৩ উইকেট নেন। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার সোনুকুমার সিং। তিনিই প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রান ও উইকেট শিকারী। খেলা শেষে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে চারাগাছ দেওয়া হয়। চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ট্রফির সঙ্গে ১৫৫,৫৫৫ টাকা পুরস্কার। রানার্সরা পেয়েছে ট্রফি ও ৭৭,৭৭৭ টাকা পুরস্কার।